ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ

কর্ত্তৃক লিখিত

পত্রাবলী

তদীয় শিষ্য

ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৩৭

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্-সি.
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

নিবেদন

সহস্র সহস্র নরনারীর তাপদগ্ধ জীবনের একমাত্র আশ্রয় পরম দয়াল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেহে বর্ত্তমান থাকিতে বিভিন্ন আর্ত্ত ও জিজ্ঞাসু শিষ্য এবং ভক্তবৃন্দকে সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশ দান করিতেন। সময় সময় তিনি পত্র দ্বারাও উপদেশ প্রদান করতঃ দুঃসহ শোকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ইন্দ্রিয় জয়ে সাহায্য করিতেন। নানাবিষয়ে সংশয়োৎপাটন, বিপদে ধৈর্য্য, ভজনে উৎসাহ, বিস্মৃতিমলিন চিত্তের মোহ অপসারণ এবং আরও অসংখ্য প্রকারে সাহায্য করিয়া তিনি সকলকে সাধনপথে চালনা করিতেন; যদিও আজ তিনি স্থূল দেহে বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁহার লিখিত অমৃতময় উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী তাঁহারই অমৃতময়ী বাণী বহন করতঃ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাঁহার আশ্রিত নরনারীর এমন কি কল্যাণকামী সাধক মাত্রেরই জীবনে অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া এই পত্রাবলী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেহে থাকিতেই, বাঙ্গলা ১৩৪১ সনের চৈত্রমাসে যখন তিনি পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় আমাদের কতিপয় গুরুভ্রাতা এই পত্রাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সেই বিষয়ে চেষ্টা করিবার

ইচ্ছা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে সম্মতি দেন এবং এই বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য আমরা তৎকালে তাঁহার অনুমতি লাভ করি।

এই সকল পত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজেই বলিয়াছেন যে গুরু পাত্রানুসারে (বিভিন্ন শিষ্যের পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি, অবস্থা ও প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া) এক বিষয়েও ভিন্ন প্রকারের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আমরাও এই বিষয় বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু শিষ্যের প্রতি এবং সাধারণ সংসারী শিষ্যের প্রতি তিনি কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। সুতরাং, যদিও প্রত্যেক পত্রের উদ্দেশ্য যাহাতে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বদা বোধগম্য হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটী করি নাই, তথাপি পত্রে লিখিত কোন্ উপদেশ কাহার পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পাঠক সর্ব্বদা শ্রীগুরু স্মরণ-পূর্ব্বক বিচার করিয়া লইবেন এই অনুরোধ করি।

পত্রগুলির শ্রেণীবিভাগ করতঃ বিষয়ানুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে গ্রথিত করিয়া প্রকাশিত হইল। এই শ্রেণীবিভাগ খুব সূক্ষ্ম নহে; খুব সূক্ষ্মরূপে শ্রেণীবিভাগ করা একই পত্রে অনেক সময়ে নানাবিষয়ের কথা আছে বলিয়া সম্ভবপর নহে এবং একপ্রকারের কথার পুনরাবৃত্তির দ্বারা নীরস ও নির্জ্জীব হইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া, উহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। অথচ

শ্রেণীবিভাগ একেবারে না থাকাও ভাল নহে, এজন্য সাধারণ রকমের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

বাবার স্বহস্তলিখিত পত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও দুই একটি শব্দ পড়িতে পারা যায় নাই, সেস্থানে ফাঁক রাখা হইয়াছে। ফাঁক থাকিলেও অর্থবোধের ব্যাঘাত হইবে না। আর যে সকল পত্রের নকল পাওয়া গিয়াছে তাহারও কোথাও কোথাও এরূপ হইয়াছে। সে সকল ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ অনুমান করিয়া দিয়াছি। এইরূপ প্রাপ্ত নকল সমূহের মধ্যে কোন কোন পত্রে তারিখ প্রভৃতি নাই, তত্তৎস্থলে গ্রন্থেও তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না। যাঁহারা পত্র পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইলে অনেকেরই আপত্তি হইবে বিবেচনায় (কেহ কেহ স্পষ্টতঃই আপত্তি জানাইয়াছেন) নাম কুত্রাপি প্রদত্ত হইল না।

প্রশ্নোত্তর অধ্যায়ে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, যে সকল প্রশ্নের উত্তরে পত্রগুলি লিখিত তাহা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া পাদটীকায় দেওয়া হইল। অন্যত্রও যেখানেই প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, সর্ব্বত্রই পাদটীকায় নানাবিষয়ের উল্লেখ করিয়া পত্রের অর্থ সুগম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পত্র যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। আমাদের বিশ্বাস বাবার লিখিত আরও অনেক অমূল্য পত্র অনেক গুরুভ্রাতাভগিনীর নিকট আছে। তাঁহাদের নিকট এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন সেই সকল পত্র অথবা তাহার নকল

অবিলম্বে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন *। পাঠাইবার সময় উহা প্রশ্নোত্তর হইলে প্রশ্নটি উল্লেখ করিবেন এবং অপর কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে তাহাও লিখিবেন। এই গ্রন্থ প্রেসে দিবার পরও কিছু কিছু এরূপ পত্র পাওয়া গিয়াছে। সকল একত্র করিয়া আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিব। জনহিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া কেহ যেন এই বিষয়ে শৈথিল্য না করেন এই প্রার্থনা।

আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই পুস্তক প্রকাশে অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যদি কোন চিঠির মধ্যে কোন ভ্রম আছে বলিয়া, পাদটীকায় আরও কোন বিষয় সংযোজিত হইলে ভাল হইত বলিয়া, অথব প্রেরিত পত্রসমূহের মধ্যে কোনও প্রকাশিত হইবার যোগ্য পত্র অনবধানতা বশতঃ বাদ গিয়াছে বলিয়া কেহ লক্ষ্য করেন অথবা অন্য কোন প্রকারের কোন ত্রুটী থাকা নজরে পড়ে তবে তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদিগকে অবশ্য জানাইবেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিব এবং বারান্তরে সে সকল সংশোধিত করিব।

এই পত্রাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে আমাদের গুরুভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় আমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তক সঙ্কলন ও প্রকাশ করা অসম্ভব হইত।

---

* অন্য কাহারও নিকট শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্র যদি থাকে, তবে তাঁহারাও যেন সেই পত্রগুলি অথবা তাহার নকল পাঠাইয়া দেন, ইহা আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শেষাবস্থায় রুগ্ন ও অতি দুর্ব্বল শরীরে দীক্ষা দিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেন ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা এই এই বিষয়ে আপত্তি করিলে অসন্তোষ দেখাইয়া বাবা বলিয়াছিলেন, "তবে এই শরীরটা আছে কি জন্য ?" ইহা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম। সাশ্রুনেত্রে তাঁহার সেই জীবহিতার্থ শরীরধারণের কথা, তখনকার তাঁহার সেই করুণা-বিগলিত মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আজ তাঁহারই শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়াও জনসমাজের উপর কথঞ্চিৎ বর্ষিত হইয়া এই পাপতাপ জর্জ্জরিত ধরণীকে শান্তিশীতল করুক। ইতি শম্

শ্রীবৃন্দাবন, ৩০শে কার্ত্তিক,
সন ১৩৪৪

বিনীত
শ্রীধনঞ্জয়দাস

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের স্বহস্তলিখিত পত্রের অনুকৃতি

(Facsimile)



ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ

শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী

পত্রাবলী

প্রথম অধ্যায়

শান্তি-সোপান

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজবিদেহী মহন্ত
শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী
মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত

পত্রাবলী

১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২রা অগ্রহায়ণ

পরম কল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। সংসারে কষ্ট খুব আছে সন্দেহ নাই, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা সর্ব্বত্রই আছে। শ্রীশ্রীযুক্ত ৺বাবাজী মহারাজকে পর্য্যন্ত তিনবার বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিতে সঙ্গীয় সাধুগণ চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার জনৈক শিষ্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিল, তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে দুই দল হইয়া যায় এবং পরস্পরের সহিত বিষম কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তাহা মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেও

কলহ মিটিল না।' বহুকাল বিবাদের পর উভয় দল লোকের নিকট ঘৃণিত হইয়া অবশেষে বিবাদ মিটায়। * * * তোমাদের নিজ সম্বন্ধেও এইরূপই জানিও, পরস্পরের স্বার্থে বিরোধ আছে, সুতরাং বিবাদ কলহ অবশ্যম্ভাবী। জানিবে এই-ক্ষণকার কালে ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই এইরূপ। কলি শব্দের অর্থ কলহ; সুতরাং এই কলিকালে সর্ব্বত্রই কলহ। যেখানে কলহ নাই এমন স্থান দুর্ঘট। অতএব বিধাতা যেখানে রাখিয়াছেন সেইখানে থাকিয়াই যথাসম্ভব মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া ভজনের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। তোমার তো সংসারের আকর্ষণ অধিক কিছু নাই, অধিককাল নামজপ, ধ্যান ও সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সময় কাটাইতে অভ্যাস করিলে অপরে বৈর সাধিতে অবসর পাইবে না। তোমাকে আর অধিক কি লিখিব? শ্রীশ্রীযুক্ত ৺বাবাজী মহারাজই সব বলিয়া গিয়াছেন; যে সকল কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা কদাপি করিবে না; এবং যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করিতে প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই কিছু দিনের মধ্যেই শান্তি দেখা দিতে আরম্ভ করিবে। অত্র মঙ্গল। তোমার কল্যাণ আমার সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

এই পত্র গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করার পূর্ব্বে তাঁহার এক গুরুভগিনীকে লিখিত।

২

ওঁ হরিঃ

মধুপুর, ৭ই বৈশাখ

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার স্ত্রীও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি ভগবৎকৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তবে একটি কথা মনে রাখিবে যে তোমার বিপদ কিছুই নাই ; স্ত্রী, কন্যা, পুত্র প্রভৃতিতে তোমার নিজস্ব বলিয়া যে বোধ, ইহা হইতেই তোমার বিপদ বলিয়া বোধ হয় ; বস্তুতঃ তুমি ভগবৎ-সেবক মাত্র, স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্তই তাঁহারই রূপ ; তোমা হইতে ঐ ঐ রূপে তিনি কিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করিতেছেন, যখন যেরূপ সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তদ্রূপ অবস্থা (ব্যারাম প্রভৃতি) গ্রহণ করেন ; সকল অবস্থাতেই তোমার যতটুকু সাধ্য, তোমাতে যে পরিমাণ শক্তি দিয়াছেন, সেই পরিমাণ সেবাই তুমি করিতে পার, অধিক নহে। সেই পরিমাণ সেবাই তুমি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, বাদবাকী যাহা প্রয়োজন তিনি করিয়া লইবেন, তন্নিমিত্ত তোমার চিন্তার বিষয় নাই। এইরূপ নির্লিপ্তভাবে (কর্ম্মের ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া) তুমি কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, তবে শান্তিলাভ করিবে। তোমার সম্পদ বিপদ কিছুই নাই মনে করিতে অভ্যাস করিবে। * * * তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আঃ—শ্রীসন্তদাস

৩

ওঁ হরিঃ

প্রিয়—

*** কিছু চিন্তা করিও না, শরীর যাহাদের অসুস্থ হইয়াছে তাহারা সুস্থ হইয়া যাইবে; সকল দেশেই প্রায় বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া জ্বর ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভগবৎপ্রেরিত, ইহা লঙ্ঘন করা যায় না। যে সময় যেরূপ সুবিধা হয়, সাধ্যমতন তদ্রূপ সেবা করিবে, তাহাতেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন। শীত-কালে প্রাতে গরম জলে স্নান করিতে পার, তাহাও অসুস্থ শরীরে অসুবিধা হইলে গামোছা গরম জলে ভিজাইয়া বগল এবং শরীরের অন্যান্য স্থান পুঁছিয়া লইয়া স্বরূপ করিয়া সেবা পূজা করিতে পার; তাহাতেও অসমর্থ হইলে গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা শরীর প্রোক্ষণ করিয়া * স্বরূপ করিয়া সেবা পূজা রসোইয়ের কার্য্য করিতেও কোনো বাধা নাই। ইহাতেও মনে কোনো সঙ্কোচ বোধ করিবে না। তাঁহার নাম স্মরণ করিলেই সমস্ত পবিত্র হয়। সংসারে সুখদুঃখ, ভাব অভাব, সুবিধা অসুবিধা সময় সময় সকলেরই হয়, তাহাতে উদ্বেগ বোধ করিতে নাই। চিত্তকে স্থির রাখিয়া যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তৎকালোচিত কার্য্যের ব্যবস্থা স্থিরবুদ্ধিতে করিয়া সদা নিশ্চিন্ত প্রসন্নমনে থাকিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপ করিয়া পরে কোন বিষয়ে অনুতাপ করিবে না; যথাসাধ্য

* অর্থাৎ ছিটা দিয়া।

করিয়াছ, তাহাতে যদি ভুল হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য অনুতাপ কি নিমিত্ত হইবে ; সাধ্যমতন ত করিয়াছই। * * তোমাদের প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।১০।৩০

পরম কল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে, তাহাতে তুমি এত বেশী নিরাশ হইয়াছ কেন? এইরূপ অসুস্থতা তো সধবা এবং বিধবা অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। আমার স্ত্রী তো ৪০ বৎসরের অধিক এই অসুস্থতা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। সংসারের এই নিয়ম দেখিতেছি যে নিজের অবস্থায় কেহ সন্তুষ্ট নয়। তোমাকে দেখিয়া বাহিরের অনেকে হয়ত মনে করেন যে সে তোমার অবস্থা পাইলেই সুখী হইত। তোমার সাংসারিক কোন ঝঞ্ঝাট নাই। কাহারও জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। খাওয়া পরার কোন অভাব নাই ; সহজেই জুটিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য অর্থ অর্জ্জন করিতে তোমার কোন চেষ্টা করিতে হয় না। সর্ব্বদা তীর্থাদি পর্য্যটন করিতেছ। এইরূপ সুবিধা সংসারে কয়-জনের ঘটিয়া থাকে? তাহার উপর অধিকন্তু তুমি গুরুলাভ ও

ভগবৎসাধন লাভ করিয়াছ। * * * * অতএব তুমি বিবেচনা করিয়া এই হতাশ বৃত্তি পরিত্যাগ কর। তোমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন, তুমি তাহা বুঝিতেছ না। ভগবানেতে তোমার দেহ অর্পিত হইয়াছে। তিনি তোমাকে যখন যেরূপ শক্তি দেন, তদনুসারে সকল ঘটে ঘটে তাঁহার চিন্তা করিয়া সেবা কর। দেহান্তে তাঁহার নিকট যাইবে। তোমার ভাবনার বিষয় আমি তো কিছু দেখি না। আমার লিখিত কথাগুলি তুমি বিশেষ মনোযোগ করিয়া পাঠ ও চিন্তা করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫

ওঁ হরিঃ

ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা

২৭।৩।৩৫

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং আশ্রমবাসী সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ভগবৎলাভের জন্য যাহারা ব্যস্ত হয় তাহাদের ভজনের সিদ্ধিতে আরও অধিক বিলম্ব হয়।

স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন "ন ত্বরমানেন লভ্যঃ"* এবং মহাভারতে সনৎসুজাতপ্রকরণে ভগবান্ সনৎকুমারের উক্তিতেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বিলম্ব হইবার কারণ ভগবানের বিধাতৃত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস। বাস্তবিক ভগবানই যখন যেটি হইবে তাহার বিধান করিতেছেন ইহা জানিয়া আশ্বস্তচিত্তে ও শান্ত-ভাবে উপযুক্তকাল আসিবার অপেক্ষা করিবে। যিনি ইহা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার সিদ্ধিলাভও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে হয়। গুরু গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-দাস করিয়া দিয়াছেন। যথাকালে অবশ্যই আমার সমস্ত অভাব দূর করিবেন এবং আমি শান্তিপদ লাভ করিব এই বিশ্বাস যাঁহার অন্তরে বসিয়াছে তাঁহার শান্তিপদ লাভ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আর যিনি উতলা হইয়া পড়েন, শীঘ্র শীঘ্র না হইলেই নয় এইরূপ ব্যস্ততা যাঁহার উপস্থিত হয়, বুঝিতে হইবে তাঁহার বিলম্ব আছে। ইহা যথার্থ ভগবদনুরাগ নহে। অনু-রাগের পূর্ব্বে অনুভূতি কিঞ্চিৎ হয়, তবে অনুরাগ হয়। অনুভূতি না হইলে অনুরাগের টান পড়ে না। আর শান্তচিত্ত না হইলে অনুভূতিও হয় না। যাঁহারা তাড়াতাড়ি করেন তাঁহাদের চিত্ত শান্ত হয় নাই বুঝিতে হয়। ভগবানই সকল কর্ম্মের বিধান-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইলে তবে চিত্তের উতলা ভাব দূর হয়। আশ্বস্তচিত্তে থাকিয়া তাঁহারা বিধিবদ্ধ সময়ের আগমনের সঠিক প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহা তাড়াতাড়ি ও ব্যস্ততার অবস্থা নহে। এই কথাগুলি ভালরূপ ধারণা করিয়া তুমি আশ্বস্তচিত্তে

থাকিবে, এবং সাধ্যমত ভজন ও সেবা করিবে। উতলা হইবে না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬

ওঁ হরিঃ

একৃরারা

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার প্রতি আমার কোন প্রকার ক্রোধ নাই। তুমি ভুল বুঝিয়াছ ; তোমার চিত্তের সর্ব্বপ্রকার অভিমান দূর হয় এবং তুমি কল্যাণ লাভ কর এই আমার ইচ্ছা। পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রে যে সমস্ত লিখিয়াছি তৎসমস্ত এই ইচ্ছা-মূলক। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি নির্ম্মল হও এবং তোমার উত্তম ভক্তি লাভ হউক। একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই ; বৃথা কথা বলা যতদূর সম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে এবং যাহাতে ভগবানের মনন অন্তরে অধিকক্ষণ চলিতে থাকে তাহার চেষ্টা করিবে। যেরূপ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে মন স্থির করিয়া জপ ও ধ্যান করিতে উপদেশ করিয়াছি, তদ্রূপই ধ্যান ও জপ করিবে। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া করিবে না ; করিলে মস্তিষ্ক গরম হইয়া পীড়িত হইয়া যাইতে পারে। ***

অস্মিন্ পত্রে শ্রীমান্ —— শ্রীমান্ —— ও শ্রীমান্ —— তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং আশ্রমস্থ

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। শ্রীমান্ —— এর পরীক্ষা বোধ করি শেষ হইয়া গিয়াছে। কেমন পরীক্ষা দিয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে যে এখন হইতে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা, Matric পরীক্ষার সব পুস্তকপাঠ ও আশ্রমের সর্ব্বপ্রকার নিয়ম প্রতিপালন এবং মহান্তের অনুগত হইয়া চলিতে যেন সর্ব্বদা যত্ন করে। শ্রীমান্ * * ও * * কে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে যেন প্রীতির সহিত তাহারা ঠাকুরজীর সেবা, ভজন, পাঠ প্রভৃতি করিয়া সর্ব্বদা আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করে এবং তাহাদের চরিত্র আদর্শের মত যেন হয়। * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২০।১।৩৭ বাং

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয় —! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এবং মাই উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইহ সংসারে জীব অনন্ত; কিন্তু ভাগ্য কখনই সকলের সমান হয় না। জন্মান্তরে যে যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে তদনুসারে ইহজন্মে সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি, যশ, অপযশ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খুব পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোকেরও অর্থাভাবে ক্লেশ হয়। তদপেক্ষা

অবিদ্বান্, অকর্ম্মা লোকও প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী হয়, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এক পিতামাতার পাঁচটি ছেলে হয়। কেহ মূর্খ হইয়াও তন্মধ্যে অর্থশালী হয়, বিদ্বান্ হইয়াও কেহ অর্থাভাবে ক্লেশ পায়। ইহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মই এইরূপ প্রভেদের কারণ জানিবে। অতএব ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। এই যাত্রার কর্ম্মও বৃথা যাইবে না। ইহার ফল পরে লাভ হইবে। এই ত তোমাকে সারকথা লিখিলাম। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮।৫।৩০

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয় — ! তোমার পত্র পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল তোমার নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছি; পাইয়া থাকিবে। আশ্রমস্থ সকলে কুশলে আছেন, তোমরা কুশলে থাক এই ইচ্ছা করি। কর্ম্মফলদাতা এক ভগবানই আছেন জানিবে। তবে কোন মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া সেই ফল দেন। তাঁহার বিধানে সন্তুষ্টচিত্ত থাকিয়া কর্ম্মচেষ্টা করা উত্তম সাধকের কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। চিন্তিত হইও না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আঃ—শ্রীসন্তদাস

৯

ওঁ হরিঃ

মধুপুর

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয় —! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সংসারে প্রিয় এবং শ্রেয়ঃ দুই এক জিনিষ নহে। মন সচরাচর প্রিয়কেই চায়। শ্রেয়কে চায় না। কিন্তু প্রিয়কে চায় বলিয়াই যে যথার্থ প্রিয় প্রাপ্ত হয় তাহা নহে। আজ যাহা প্রিয়, কল্য তাহা অপ্রিয় হইয়া যায়। আজ যিনি জনসমাজে বাসকে অপ্রিয় বোধ করিয়া নির্জ্জনবাসে প্রিয় বোধে লালায়িত হইয়াছেন, সেই নির্জ্জনবাস পাইলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে তাঁহার প্রিয়বোধ বিলুপ্ত হয় এবং পুনরায় জনসমাজে বাসের নিমিত্ত লালায়িত হয়েন। সংসারে সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইরূপ। যাহা আজ প্রিয়, কাল তাহা অপ্রিয় হয় এবং যাহা অপ্রিয় পুনরায় তাহা প্রিয় হয়। যাহার শ্রেয়তেই প্রিয় বোধ হয়, তিনিই যথার্থ শান্তিলাভ করিতে পারেন। ভগবান্ সংসারে কোন দুই বস্তুকে ঠিক একরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; কিছু না কিছু পার্থক্য আছেই, এই পার্থক্য থাকাতে কোন একটা বিষয়েই সংসারের সকল লোকের মত এক হয় না। কারণ প্রত্যেকেরই রুচি ভিন্ন। তাহার নিজের রুচি অনুসারেই ভাল-মন্দ বোধ হয়। সুতরাং ভালমন্দ বোধ সকলের একপ্রকার

কখনই হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জনসমাজে বাস করিলে কখনও কখনও কিছু কিছু বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহাই ভগবানের সৃষ্টির নিয়ম : এই বিরোধ আপাততঃ অশান্তিকর হইলেও অবশেষে উভয় পক্ষেরই শান্তির পথ পরিষ্কার করে। মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এবং বার বার দেখিয়া দেখিয়া সাধক ব্যক্তি ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে শিক্ষা করেন। যে কার্য্যকে মহৎ দোষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রথমে প্রবৃত্তি জন্মে, পরে সেই কার্য্যের প্রতি আর তদ্রূপ তীব্র বিদ্বেষ থাকে না, এবং তাহা উপেক্ষা করিতেই শিক্ষা করে। যাঁহার চিত্ত এইরূপ হইয়াছে যে, ধৈর্য্য কিছুতেই চ্যুত হয় না এবং অন্যের কৃত-কর্ম্মের প্রতি আর বিদ্বেষবুদ্ধি আসে না, তাঁহারই চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলা যায় এবং তিনিই যথার্থ শান্তিলাভের অধিকারী হয়েন। বস্তুতঃ এইরূপ সকলের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিরহিত যিনি হয়েন, যিনি অন্যের কার্য্যে দোষ দর্শন করিয়া অশান্তচিত্ত না হয়েন, তিনিই যথার্থপক্ষে একান্তবাস এবং ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইতে যোগ্য হয়েন। সংসারে কাহারও প্রতি অথবা কোন কার্য্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন যিনি না হইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র নির্জ্জনবাস এবং একাগ্রভজনের অধিকারী হয়েন না। যদি তিনি পূর্ণ অধিকারী না হইয়াই একান্তবাস অবলম্বন করেন তবে তাঁহার সেই একান্তবাস সম্যক্ সুখফল দিতে সমর্থ হয় না।

পত্রে অধিক কথা লেখা যায় না। আমি যাহা উপরে লিখিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও শাস্ত্রসঙ্গত জানিবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অর্থ চিন্তা করিয়া দেখিবে।

তোমার সম্বন্ধে আমার এইক্ষণকার এই উপদেশ যে, তুমি অন্যের বিরুদ্ধকার্য্য দেখিয়াও নিজের অন্তরের শান্তি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইবে, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক আশ্রমসংক্রান্ত কার্য্য সকল করিবে, এবং সময় অবধারিত করিয়া ভগবৎ-ভজন ও সঙ্গ করিবে। এইরূপে চলিলে ক্রমশঃ চিত্ত শান্ত হইয়া আসিবে। তখন ইচ্ছা হইলে নির্জ্জনেও বাস করিয়া ভজন করিতে পার, ইচ্ছা হইলে সেবাতেই থাকিতে পার, উভয় প্রকারেই সিদ্ধিলাভ হইবে। * * * * *
তাহাকে বলিবে যে, পরের দোষ দর্শন ও নিন্দা সে পরিত্যাগ না করিলে, অপর সকলে তাহার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবে এবং সে অপ্রসন্নতা ভগবৎ-অপ্রসন্নতা বলিয়াই যেন সে বোধ করে। তাহা তাহার চরিত্রের দ্বারা দূর না করিতে পারিলে তাহার পক্ষে শারীরিক ও মানসিক সুখশান্তি লাভ করা কঠিন * *
ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২।৮।২৯

পরম কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি লিখিয়াছ "ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও কাঠিয়া-বাবার কৃপা কি সব ব্যর্থ হইবে?" এইরূপ লিখিবার অভিপ্রায় কি? কথায় বলে "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"। তুমি সনাতন ভগবৎনামের উপদেশ পাইয়াছ, ভগবানে তোমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে। তাঁহার দাস হইয়াছ, আর চাও কি? তোমার শরীর মন বহুজন্মান্তরীণ পাপের সংস্কার সকলের দ্বারা পূর্ণ হইয়া জন্মিয়াছে; তৎসমস্তের কার্য্য অবশ্য চলিতে থাকিবে। ক্রমশঃ সুখদুঃখাদি ভোগের দ্বারা তাহার ক্ষয় সাধিত হইবে। একদিনেই কি সমস্ত উড়িয়া যাইবে এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সকল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া দেহ তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে? ইহাত তুমি ইচ্ছাও কর না। ভগবানের দাস হইয়াছ; তিনি যেমন চালাইবেন তেমনই চলিতে বাধ্য আছ, তাহাতে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ও তাঁহার জীবের সেবাকার্য্য করিয়া যাও; ইহাতে সাধ্যমতন ক্রুটী করিও না। দেহান্তে তাঁহার ধাম লাভ করিবে। তুমি ঋষি সম্প্রদায়ের আশ্রয় লাভ করিয়াছ, নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করিবে। উপনীত হইলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, ইহা সত্য; কিন্তু যে ব্যক্তি উপনীত হয়, তাহার স্বভাবজাত

যে সকল ধর্ম্ম আছে তাহা কি তৎক্ষণাৎই সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়? সংক্রামক রোগের বীজ দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রবিষ্ট হইয়া কালক্রমে দেহকে নষ্ট করে। কিন্তু দেহে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই কি তাহা অনুভবের বিষয় হয়? অধ্যাত্ম-বীজও এইরূপ প্রবিষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ কার্য্য করে। ব্যস্ত হইতে নাই। লোক যত অধিক উতলা হয়, ততই ফললাভে বিলম্ব ঘটে বলিয়া ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বাসকে পোষণ কর, ভগবৎ-ভজন নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যহ কর, তাহাতে ক্রুটী করিও না। আর সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ভগবৎ-দাস-বুদ্ধিতে তাঁহার সেবার নিমিত্ত সম্পাদন কর। তাহা হইলেই মুক্তি "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" হইবে। চিন্তা করিও না।

স্বপ্ন সকল যাহা দেখিয়াছ তাহা শুভ। ভগবানই তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তৎসমস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব-কর্ত্তা, সর্ব্বময় এই জানিলেই যথেষ্ট। * * * তোমরা সকলে কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি, এবং আশীর্ব্বাদ করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আঃ—শ্রীসন্তদাস

১১

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্কাশ্রম, শিবপুর, ২৮শে ভাদ্র

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও তোমার পরিবারস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। জীব অনাদি, বহুজন্মের

পর মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনুষ্যদেহেও পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এতৎ সমস্ত জীবনের কর্ম্মের সংস্কার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-দ্বারা দৃঢ় হয়। তাহা হঠাৎ ছাড়িয়া যায় না। ছাড়াইতে দীর্ঘকাল লাগে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব সংস্কার সকল দূর হইতেছে না দেখিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। যদি সমস্ত জীবন খাটিয়াও সংস্কারগুলি বিলুপ্ত করিতে পারা যায় তাহাও খুব শীঘ্র হইল বলিয়া মনে করিতে হয়। গত অনন্তকালের সঙ্গে তুলনায় শত বৎসর সমুদ্রে বিন্দুবৎ। ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি ব্যস্ত হইও না। মোক্ষবীজ তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা ধীরে ধীরে কাজ করিতেছে এবং অন্তিমে প্রস্ফুটিত হইবেই জানিবে। আমি আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভবতঃ এখান হইতে পশ্চিমে যাত্রা করিব, এবং শারদীয়া পূজার সময় বৃন্দাবনে থাকিব। তোমার যদি তথায় যাইতে ইচ্ছা হয় ও সুবিধা হয় তবে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবে। আমার শরীর এখন একপ্রকার ভাল আছে, তবে খুব দুর্ব্বল। অত্রস্থ আশ্রমস্থ সকলে কুশলে আছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২

ওঁ হরিঃ পাটনা, ১৩।৪

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। জীবের অন্তরে বহুজন্মের সংস্কার জন্য মলিনতা বদ্ধ

হইয়া থাকে। তাহা অনেক সময়ই নিজের নিকট ধরা পড়ে না। সেই মলিনতা দূর হইতে দীর্ঘকালের সাধনা অপেক্ষা করে। ভগবান্ কৃপা করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই মলিনতা দূর করিয়া থাকেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে যথাসময়ে কার্য্য হয়। ইহা দৃঢ়রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহা জানা থাকিলে আর উতলা হইয়া অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্য সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। তবে উহা যথাকালে হইবে। উতলা হওয়া বাস্তবিক ভগবদ্‌বিধানের উপর বিশ্বাসহীনতার পরিচয় দেয়। অতএব শ্রুতি এবং মহাজনেরা বলিয়াছেন :—

"ন ত্বরমানেন লভ্যঃ"

যথাসময়ে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। চিন্তিত হইও না।

আমার এখন জ্বর বন্ধ হইয়াছে। তবে দুর্ব্বলতা আছে। আর তিন দিবস পরে এখান হইতে স্থানান্তরে যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২।১১।২৯ ইং

পরম কল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীমান্ —— বাবুর নিকট অদ্য আমিই

পত্র লিখিয়া দিলাম একখানা সংস্কৃত মহাভারত নীলকণ্ঠের টীকাসহ ছাপা বঙ্গবাসী আফিস হইতে আনিয়া তোমাকে দিতে। তুমিও তাঁহাকে পত্র লিখিতে পার, তবে বিশেষ প্রয়োজন আর দেখিতেছি না। তুমি সংযত হইয়া এখন পয়সা খরচ কর ইহা সুখের বিষয়। সকল বিষয়েই সংযমকে প্রশংসনীয় বলিয়া জানিবে। তোমার নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নিজে চালাইতে পারিলেই ভাল। —— এবং —— বাবুর প্রতি তোমার সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার ভাবই থাকা উচিত। তোমার অবশ্য তাহা আছে, কিন্তু পাছে কোন কারণে ভুলিয়া যাও এই নিমিত্ত আমি লিখিলাম। তুমি নিম্নলিখিত মন্ত্রটি স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা অন্তরে পবিত্রতার ভাব রক্ষণ করিবে, যথা :—

* * *।

* * *॥

বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্মময়, অপবিত্র কিছু নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে সকল স্থানে পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। ইহা শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ নানারূপ সংসর্গে সাধককে লইয়া রাখেন। সকল স্থানকে এইরূপ চিন্তার দ্বারা জয় করিবে। যেখানে থাকিতেই হয়, সেই স্থানে ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রীতিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং সকলকে প্রসন্ন রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়; ইহা ভগবৎসেবার বুদ্ধিতে করিবে। নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নহে। সকলের কাছেই

নিজে নম্র, বিনীত হইতে সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। যথাসময়ে ভজনে বসিবে; কার্য্য কর্ম্মের অবস্থানুসারে জপের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিলে তাহাতে দোষ হইবে না। কিন্তু মনে সদা শুচি, পবিত্র ও নির্লিপ্ত সেবিকা হইয়া বাস করিবে; তাহাতে তোমার শান্তির অভাব হইবে না এবং কেহ তোমার দ্বারা কষ্ট পাইবে না। * * *

তোমার সঙ্গীত মাষ্টার বাবুকে সর্ব্বদা জপ করিবার জন্য একটি মন্ত্র অন্য কাগজে লিখিয়া দিলাম। তাহা তাঁহাকে দিবে। শুচি হইয়া আসনে বসিয়া যেন প্রাতে ও সায়াহ্নে নামটি জপ করেন। তদ্ভিন্ন অন্য সময় হাটিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে সকল সময়েই করিলে ভাল হয়। অত্র মঙ্গল। তুমি যে মেলায় যাইবে তাহাতে তোমার পরীক্ষার ব্যাঘাত হইবে না ত? প্রয়াগে ** আসিলে তখন তাহাকে উপদেশ করিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬ই কার্ত্তিক

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। ভগবান্ তোমার আব্‌দার অবগত হইতেছেন; পরন্তু কর্ম্মবন্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সমস্ত কামনা পূরণ হইতে পারে না।

গুরু প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে শীঘ্র কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যায়; নতুবা ক্লেশই ভুগিতে হয় গুরুর উপদেশ পালন করিয়া চলিলেই তাঁহার সেবা করা হয়। কেবল কাছে থাকিলে হয় না। কাছে থাকিলে অনেক সময় অপরাধই ঘটিয়া থাকে। সময় মতন তুমি বৃন্দাবন দর্শন করিতে পারিবে, তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না। ভক্তমাল, বাল্মিকী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিতে চেষ্টা করিও, তাহাতে অন্তঃকরণে নূতন নূতন পবিত্র ভাবের উদয় হইবে এবং মনের অস্থিরতা কমিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, ব্যস্ত হইও না। আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১১।১২

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর, এই ইচ্ছা করি।

নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়ম করিয়া ভগবৎ নাম জপ করিবে, এবং নিজে দাসভাবে সকলের সেবা করিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপা লাভ করিবে মনে করিয়া শান্তিলাভ করিবে।

আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে এবং আশ্রমস্থ সকলে কুশলে আছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

অস্মিন্ পত্রে শ্রীমতী —— আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীভগবৎ কৃপায় তুমি ও তোমার সন্তানেরা কুশলে থাক এই ইচ্ছা করি। যে ভগবৎনাম পাইয়াছ, তাহা নিষ্ঠার সহিত প্রত্যহ জপ করিবে। আর নিজে ভগবানের দাসী হইয়া গিয়াছ জানিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকিয়া সকলের সেবা যথাসাধ্য করিবে। সকল দেহেতেই ভগবান্ আছেন, ইহা জানিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এবং সকলকেই যথাসাধ্য ধর্ম্মানুসারে সেবা দ্বারা সুখী করিতে যত্ন করিবে। এইরূপে যদি কিছুকাল চলিতে পার, তবে অজস্রভাবে ভগবৎকৃপা বর্ষণ হইতেছে বুঝিতে পারিবে। তোমরা শান্তিলাভ কর এই আমি ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।১১।৩০ ইং

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তুমি এবং বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ভরসা করি শ্রীভগবৎকৃপায় তুমি ও বাটীস্থ সকলে

কুশলে আছ। তোমাদের জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ভগবৎ ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে, এবং তাহার ফল অবশেষে কল্যাণজনকই হয় বলিয়া জানিবে। এই বুদ্ধি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সদা নিশ্চিন্ত ও আনন্দ মনে বাস করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ যে পরিমাণে করিতে পারিবে সেই পরিমাণে সংসারে নির্লিপ্ততা আসিয়াছে জানিবে। * *। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।৮।২৯ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এবং তোমার স্বামী উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার স্বামী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। পরন্তু মাই! ইহার যে ব্যারাম অনেকদিন হইতে হইয়াছে, ইহা জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল। পরন্তু শরীরে ব্যারাম থাকিলেও * * * * * ইহা ভগবৎ কৃপা জানিবে। এই ভোগের দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্মসকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং অন্তরাত্মা পরিষ্কৃত হইতেছেন। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তুমি মনের দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। মনে সর্ব্বদা এই ভাব রাখিতে চেষ্টা করিবে যে দুঃখ অথবা সুখ যাহা কিছু বিধাতা দেন তাহা হইয়া যাউক, ভগবৎ চরণে মতি স্থির হউক। এইরূপ মতিই জীবের পক্ষে

যথার্থ কল্যাণকর জানিবে। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের আর অধিক কিছু উত্তর দিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বোক্ত কথা-গুলিই স্মরণ রাখিবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা উভয়ে কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৫।৮।৩১ ইং

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এত প্রশ্ন পত্রে করিয়াছ, এতৎ সমস্তের উপযুক্ত উত্তর লিখিতে হইলে এক খাতা লিখিতে হয়। তাহা আমার পক্ষে এইক্ষণ সম্ভবপর নহে। দুই তিন দিবস হইল আমি বাংলাদেশ হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছি। শরীর দুর্ব্বল আছে, তবে বিশেষ ক্লেশদায়ক কোন রোগ নাই। আশ্রমস্থ সকলে ভাল আছেন। তুমি ও তোমার পরিবারস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। জন্মান্তরের কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে প্রত্যেকের লাভ ক্ষতি, শত্রু মিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে জানিবে। ইহা জানিয়া অন্তরে শান্তি অবলম্বন করা উচিত। পরন্তু কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অনলসভাবে সর্ব্বদা সৎভাবে কর্ম্ম আচরণ করিবে। কিন্তু কর্ম্মের ফল বিধাতার হাতে ইহা জানিয়া কর্ত্তব্যপালন বুদ্ধিতে এবং কর্ম্মফলের প্রতি বিশেষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম আচরণ

করিলেই দুঃখভাগী হইতে হয় না। অন্যের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রীতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা যিনি করেন তাঁহাকে প্রায়শঃ ক্লেশ পাইতে হয় না জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯ই ভাদ্র

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। যাঁহারা ইহ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন যেন এমন মনে না হয় যে আরও কিছুকাল থাকিয়া যাই, মৃত্যুকে বারণ করিতে চেষ্টা করি। মৃত্যুর সময় ইহ সংসারের এমন কিছুর প্রতি টান থাকিলে এই পশ্চাৎদিগের টান পুনর্জ্জন্ম ঘটায়, ইহা মনে রাখিবে। অতএব যিনি মোক্ষ ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে এমনভাবে কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে কর্ম্ম শেষ হইল না বলিয়া পশ্চাৎ টান না থাকে। অতএব ঋণ করিয়া তীর্থ করা বুদ্ধির কার্য্য নহে, এই উপদেশ পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম। এখনই যে মৃত্যু হইবে ইহা জানাইবার জন্য নহে। তবে ভগবৎ ইচ্ছা হইলে এখনই ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা

উচিত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই জানিবে এবং গুরুকেও ভগবান্ হইতে অভিন্নই জানিতে হয়। * * * অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—তোমার চক্ষের নিমিত্ত ঔষধ পাঠাইব। এক লৌহ-শলাকা দ্বারা চক্ষের ভিতর লাগাইবে।

২০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১২।১০।২৮

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। এইক্ষণকার অবস্থা অনুসারে তোমার কল্যাণ যাহাতে হয়, তদ্রূপই ব্যবস্থা করিয়াছি। মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং প্রিয় এই দুইটি সাধারণতঃ এক হয় না। যাহা প্রিয় তাহা অনেক সময় শ্রেয়ঃ হয় না। যাহা শ্রেয়ঃ তাহা অনেক সময় প্রিয় হয় না। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রেয়েরই অনুসরণ করিবে। তোমার পক্ষে এক্ষণে পরীক্ষা দেওয়াই শ্রেয়স্কর। তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত হইবে। ভগবৎ কৃপায় ক্রমশঃ সমস্ত অভাব দূর হইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

২১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২রা মাঘ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয় —, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর আমার সহিত তোমার দেখা করিবার বিষয় বিবেচনা করিব। কিন্তু পরীক্ষার পর এক বৎসরের মধ্যে মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার পুস্তক পড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। তুমি ব্যস্ত হইও না। তোমার প্রতি প্রসন্নতা আমার আছেই জানিবে। কিন্তু তোমার কিসে যথার্থ হিত হইবে তাহা তুমি ভাল বুঝ না; ভগবান্ তোমার কল্যাণার্থই তোমার সম্বন্ধে যে বিধান করেন, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া চলিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হয়েন। শ্রীমতী——এর পরীক্ষা হইয়া গেলে তৎপর সিদ্ধান্ত কৌমুদী পড়াইতে পারিলে পড়াইবে, তাঁহাতে ভালই হইবে। * * *। এখানের উৎসবের প্রসাদ পাইয়াছ কিনা তাহা অবিলম্বে আমাকে জানাইবে। শ্রীমান্——কে এই বিষয়ে পত্র লিখিতে বলিবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। খুব ভালরূপ পড়িয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। শৈথিল্য করিও না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

২২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১২।৬।২৯

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার হতাশ হইবার কোন কারণ নাই ; শ্রীভগবান্ তোমার কল্যাণই বিধান করিবেন। তোমাকে পূর্ব্ব পত্রে যাহা লিখিয়াছি তাহা তুমি ভালরূপ চিন্তা করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ কর নাই। বাহিরের সব দিক হইতে সুবিধা হইবে, শরীর নীরোগ ও সবল থাকিবে, অন্নবস্ত্রের এবং সৎসঙ্গের ও আদরের কোন অভাব হইবে না, তাহা হইলে শান্তিলাভ করিব এই ভাব পোষণ করিলে তদ্দ্বারা শান্তিলাভ হয় না। তুমি ভগবানের চরণে অর্পিত হইয়াছ, তাঁহার দাসী হইয়াছ। এইক্ষণে তোমার আর অধিক প্রার্থনা কিছু থাকা উচিত নহে। তিনি যে স্থানে যে ভাবে রাখেন, সুখে দুঃখে সকল অবস্থায়ই তাঁহারই দাসী নিজেকে মনে করিবে এবং তিনিই কল্যাণের জন্য সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া চিত্তকে সদা প্রসন্ন ও শান্ত রাখিবে। এইরূপ অভ্যাস করা তোমার কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় রাখুন তাঁহার নাম স্মরণ করিবে এবং সেই অবস্থার উপযোগী কর্ত্তব্য কার্য্য সাধ্য মতন চেষ্টা করিয়া সম্পাদন করিয়া ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সন্তোষ রক্ষা করিবে। কর্ত্তব্য কার্য্য যে সাধিতে পারিয়াছ ইহাতেই সন্তোষ ; ফল যেরূপই

হউক না কেন। এই বৃত্তি অবলম্বন করাই শান্তি লাভের উপায়। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার কোন চিন্তার বিষয় নাই। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

২৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৫।৬।২৯

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। শ্রীমান্——র যদি এখন শিবপুরে থাকা প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্য থাকুক। তাহাকে পৃথক্ পত্র লিখিলাম না। আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তাহাকে এই কথা বলিবে।

তুমি যে দিক দিয়া শান্তিলাভের আশা করিতেছ, সেই দিক দিয়া গিয়া কেহ এযাবৎ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না। মনের সমস্ত ইচ্ছা এই দেহ থাকিতে কখন সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না; সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া সুখী হইবে ইহা সকলে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহা কাহারও হইবার নহে। সুখ দুঃখ, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য প্রভৃতি ভগবান্ যখন যাহা দেন তাহাই মাথা পাতিয়া লইয়া শান্ত থাকিতে যে যত্ন করে তাহাকেই শান্তি তিনি দেন এবং তাহারই আশাসকলও অনেক পরিমাণে পূরণ হয়। শ্রীমান্—গতকল্য প্রাতে এখান হইতে সিমলা গিয়াছে। সুতরাং তাহার সহিত কষ্ঠি ও গোপী-

চন্দন পাঠান যাইবে না। ডাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিব। পৌঁছিলে প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—তোমার বিপদ সকল শ্রীভগবৎকৃপায় শীঘ্র কাটিয়া যাইবে বলিয়া ভরসা করি।

২৪

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্ক আশ্রম, ১০ই শ্রাবণ

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, ৩।৪ দিন পূর্ব্বে হবিগঞ্জ থাকিতে তোমার শেষ পত্র পাইয়াছি। গতকল্য রাত্রে এই আশ্রমে পৌঁছিয়াছি। দক্ষিণ পায়ের গোড়ালিতে খুব ব্যথা হইয়াছে এবং জ্বর হইয়াছে। অদ্য কিছু আরাম বোধ করিতেছি। তোমার পত্র পাঠ করিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এখানকার আশ্রমের জন্য যে দেনা হইয়াছে তাহা আমারই দেনা; আমারই উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে টাকা দিয়াছে। এই দেনা পরিশোধিত না হওয়া অবস্থায় আমার দেহান্ত হয় ইহা আমি অবশ্য ইচ্ছা করি না। তন্নিমিত্ত এখানে যে অর্থাগম আমার হয় তাহা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতেই আমি দিয়া থাকি, ইহা অবশ্য সত্য। শ্রীভগবৎ-কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমের এযাবৎ কোন প্রকার অনটনের অবস্থা হয় নাই। তথাপি প্রয়োজন মতন আমি এখানে

আসিবার পর কিছু কিছু পাঠাইয়াছি। যাহা হউক, অর্থ-সাহায্য করা বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কারণে শিবপুর আশ্রমের ও শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমের সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যবহারগত ভেদ আছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ত আমি ভেদ দেখিতেছি না; তোমার মনে এইরূপ কুৎসিত ধারণা কেন হইল বুঝিতে পারিতেছি না। যখন বৃন্দাবন আশ্রমেরও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল, আমার এইরূপ মনে হইতেছে না যে তখনও এক দিনের জন্য কখনও আমার মনে চিন্তা আসিয়াছে যে আশ্রমের কার্য্য কিরূপে হইবে? শ্রীশ্রীঠাকুরজী সর্ব্বদাই কৃপা পূর্ব্বক আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছেন। সেবাকার্য্যের নিমিত্ত লোকের অভাব কোন কোন সময় এমন হইয়াছে যে এক জনের মাত্র সমস্ত কার্য্য—হাটবাজার করা, জল তোলা, বাসন মাজা, রসুইয়ের কাজ করা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা পূজা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবাইত যিনি হয়েন, তাঁহাকেই মহান্ত বলা যায়। পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া কালযাপন করা সেবাইতের কার্য্য নহে। আমাকে সময় সময় অন্য পীড়িত ব্যক্তির বিষ্ঠা মূত্র নিজ হাতে মুক্ত করিয়া ঘর ধুইবার কার্য্য করিতে হইয়াছে। যে যত বাস্তবিক মহৎ হইবে, তাহাকে সেই পরিমাণে ধৈর্য্যাবলম্বী ও পরিশ্রম-শীল হইতে হইবে। পৌরাণিকদের নিকট শুনিয়াছি, নারদজী একবার ভগবান্‌কে বলিলেন—"তোমাকে সর্ব্বদাই কাজকর্ম্মে ব্যস্ত দেখি; আমার ইচ্ছা তুমি কিছুদিন বিশ্রাম কর, আমি

তোমার হইয়া কাজ করিয়া দিই।" ভগবান্ বলিলেন—"বেশ কথা। তুমি উপযুক্ত পাত্র, তবে আমার কাজ কি প্রকারের তাহা দেখিয়া লও" এই কথা বলিয়া নারদকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, গভীর অরণ্যের মধ্যে এক সরোবর। নারদকে বলিলেন—তুমি জলে নামিয়া ডুব দেও, যাহা হাতে লাগে, উঠাইয়া লইয়া আইস। নারদ ডুব দিয়া এক ইট উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে ঐ ইটখানা ভাঙ্গিতে বলিলেন। ইট ভাঙ্গা হইলে কতকগুলি পিঁপড়া বাহির হইয়া আসিল। প্রত্যেকের মুখে কিছু চিনি রহিয়াছে। নারদ ইহা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অরণ্যের ভিতরে সরোবরের মধ্যে ইট; সেই ইটের ভিতরে পিঁপড়ার মুখে চিনি আসিল কোথা হইতে? ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন যে জন্মান্তরে ইহাদের এমন সুকৃতি ছিল, যন্নিমিত্ত ইহাদিগের জন্য অদ্য আমাকে মিষ্টান্ন যোগাড় করিতে হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন—যে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম জীব কে কোথায় আছে তাহার কর্ম্ম বিচার করিয়া তোমার প্রত্যহ এইরূপ যোগাইতে হয়? ভগবান্ বলিলেন—হাঁ, আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ করিতে হয়। তখন নারদ বলিলেন—আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি তোমার কর্ম্ম কিছুদিন করিয়া তোমাকে কিছু বিশ্রাম করিতে দিব। কিন্তু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব আছে, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি

তোমার লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং তদনুসারে ফল যোগাইতে হয়। এইরূপ কর্ম্ম তোমারই পক্ষে সম্ভবপর, ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই যে এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারে। অতএব জানিবে যে, যে যত বাস্তবিক মহৎ হয়, তাহাকে অতটুকু পরিশ্রমী এবং ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। ছাত্রদিগকে পড়াইতে কিছু যশ হয় এই জন্য সেই কার্য্যে কিছু আসক্তি তোমার আছে। তাহার কিছু বিঘ্ন ঘটে এমন কাজ উপস্থিত হইলেই তুমি বেজার হও। কিন্তু ভগবৎ-সেবক যিনি হইবেন, তাঁহার পক্ষে সেবা-সংক্রান্ত যে-কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক, তাহাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহা সম্পাদন করেন। ভগবান্ যে কোন কর্ম্ম করিতে দেন, তাহাই তাহার কল্যাণার্থ হয়, অতএব এই ভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে তুমি যত্ন করিবে। এইরূপভাবে যিনি চলিতে পারেন তিনি যথার্থ শান্তিলাভ করিবার অধিকারী হয়েন "স শান্তি-মাপ্নোতি ন কামকামী"। ভগবান্ যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত করেন তাহারই জন্য প্রস্তুত আছি। এইরূপ ভাব সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। যতটুকু সাধ্য আছে তদনুসারে করিব এইরূপ ভাব সর্ব্বদা মনে রাখিবে, তবে যথার্থ শান্তিপদ লাভের অধিকারী হইবে। নিজেদের মনোমতন কার্য্যটি করিব, অন্য কার্য্যটি উপস্থিত হইলে মাথায় বজ্রাঘাতের মত বোধ করিব, এইরূপ মনোবৃত্তি মঙ্গলজনক নহে। ইহা বুদ্ধির একান্ত তামসিক অবস্থা, যাহাতে সামান্য একটা বিষয়কেও বহু বলিয়া জ্ঞান জন্মে। তোমার সর্ব্বদা মনে রাখিবার জন্য এই সকল

কথা লিখিলাম। তবে ভগবান্ তোমার প্রতি, সদয় হইয়াছেন জানিবে। বস্তুতঃ কোন বিষয়ে অভাব হইতে তিনি দিবেন না। তোমার চিত্তকে শুদ্ধ করিবার জন্য সময় সময় কিছু কিছু বিভীষিকা দেখাইতেছেন মাত্র। কোঠারীও * চলিয়া গেলে জুটিয়া যাইবে। ব্যস্ত হইও না এবং "কি হবে কি হবে" এই ভাবিয়া অশান্তচিত্ত হইও না। যখন যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে, তত্তৎকালে যথাসম্ভব তাহার ব্যবস্থা করিয়া শান্তচিত্ত থাকিবে। ইহাই শান্তিলাভের পথ। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার বেদনা ও জ্বর অদ্য কিছু কম বোধ হইতেছে। আশ্রমস্থ অপর সকলে ভাল আছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

২৫

ওঁ হরিঃ

১৪২নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

পরম কল্যাণীয়াসু—

মাই, তোমার পত্র পাইয়াছি। স্ত্রীলোক প্রতি মাসে যখন অশুচি হয় তখন স্নান করে না—সেই সময়ে মালা স্পর্শ করিতে নাই এবং তিলকস্বরূপও করিতে নাই। চতুর্থ দিন স্নানান্তে

---

* অর্থাৎ ভাণ্ডারী; আশ্রমের সমস্ত জিনিষপত্র—চাউল, আটা প্রভৃতি হইতে বাসনপত্র পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট জমা থাকে এবং প্রত্যহ যাহা খরচ হইবে তাহা ওজন করিয়া তিনি দেন। সমস্ত দ্রব্যাদি যাহাতে ঠিক ভাবে থাকে, কোনপ্রকারে নষ্ট না হয় তাহাও কোঠারীকেই দেখিতে হয়।

তিলকস্বরূপ করিয়া মালা স্পর্শ করিবে। অশুচি অবস্থায় মালা-স্পর্শ হঠাৎ হইয়া গেলে তাহা গঙ্গাজল দ্বারা এবং তদভাবে তুলসীজলের দ্বারা অপরের দ্বারা ধৌত করাইয়া রাখিবে। এক্ষণে আমার খুলনার দিকে যাইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। নাম খুব নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিবে। তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

অস্মিন্ পত্রে শ্রীমতী—আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাদের বাহ্যিক সাংসারিক অবস্থা এইরূপ থাকিবে না। তুমি ব্যস্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শান্তচিত্তে থাকা চাই। অস্থির হইলে দুঃখ কাটিয়া যায় না। জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ হয়। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে ইহা সহ্য করিয়া গেলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শীঘ্র দুঃখ দূর করেন। চঞ্চল হইলে তাহার ফলে অশান্তি বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। দুঃখভোগ দ্বারা তোমার পূর্ব্বের অকর্ম্মসকল কাটিয়া যায়; সেই সকল কাটিয়া যাওয়া আবশ্যক, তদ্দ্বারা তোমার ভবিষ্যতের কল্যাণই সাধিত হয়। যে অবস্থায়ই ভগবান্ রাখেন তাহা অনিবার্য্য ও তোমার কল্যাণার্থই হয় জানিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল যথাসাধ্য পালন করিবে। ইহাই শান্তিলাভের পথ।

ব্যস্ত হইও না। তোমাদের বাহ্যক অবস্থাও এইরূপ থাকিবে না। পরিবর্ত্তন হইবে। তোমার লিখিত কেহ এযাবৎ আমার নিকট আসে নাই। তোমরা কল্যাণ লাভ কর এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ৩রা শ্রাবণ কলিকাতা হইতে যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

২৬

শ্রীশ্রীগুরু

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬শে অগ্রহায়ণ

পরম কল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা পাইয়া প্রীত হইলাম। শ্রীশ্রীগুরু-কৃপায় যেখানেই থাক তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং তোমার কোন উপায় নাই জানিবে*। যখন এখানে তোমাকে নিয়া আসা তিনি ইচ্ছা করিবেন তখন অবশ্য সুবিধা হইয়া যাইবে। পরন্তু যেথাই থাক, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা আছে ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে। সুখদুঃখের দাতা অপর কেহ নয়, নিজের জন্মান্তরের কর্ম্মানুসারে প্রত্যেককেই সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। শান্তিপুর গঙ্গাতীর এবং মহাপুরুষের স্থান, তথায় যে তোমাকে রাখিয়াছেন তাহা তোমার পরম ভাগ্য। তাহাতে অসন্তুষ্ট হইও না।

আগামী ১১ই মাঘ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসবের দিন, সেই দিবস তোমার বাটীতেও তাঁহার উদ্দেশে

* অর্থাৎ তিনি ভিন্ন কোন উপায় নাই।

কিছু বিশেষ ভোগ লাগাইয়া কিছু উৎসব করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে কল্যাণ হইবে।

এখানকার মঙ্গল জানিবে, শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমরা কুশলী হও এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

২৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৪ঠা আষাঢ়

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই! তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বাহ্যবস্তুর সহিত আসক্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান জন্মাইলেও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ সহজে অন্তর হইতে ইহার বাহ্য তৃষ্ণা যায় না। ভজন করিতে করিতে অল্পে অল্পে সেই সংস্কারের বেগ কমিতে থাকে। তুমি নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন কর, ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিবে। অম্বুবাচীর সময় দেশাচার যেমন তদ্রূপই চলিবে; তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। অত্র মঙ্গল জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—গোপীচন্দন ও রজ ২।৩ দিন মধ্যে পাঠাইব। তোমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইন্দ্রিয়-সংযম

২৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২০।৭।২৭ ইং

পরম কল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে! এই বয়সে সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে কামের বিকার হইয়া থাকে; বৃদ্ধকালেও অনেককে ইহা পরিত্যাগ করে না। শুনিয়াছি যে শ্রীসনাতন গোস্বামীর মতন ভক্ত এই কামের বিকারের জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের চাকার নিম্নে পড়িয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাম এইরূপ ক্লেশদায়ক হইলেও ইহাই অবশেষে নির্ম্মল প্রেমরূপে পরিণত হয়; প্রথম যাহাদের কামের যাতনা অধিক হয়, এমন দেখা গিয়াছে, এবং গ্রন্থকারেরাও লিখিয়াছেন যে তাহাদের পরিপক্কাবস্থায় নির্ম্মল প্রেমের গাঢ়তাও খুব অধিক হয়। তবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ইহার বেগ ধারণ করিতে হয়। আমার পরিচিত একটি মেয়ের যৌবনের প্রারম্ভেই পতিবিয়োগ হয়; সে কামের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায় প্রত্যহই বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাটাইত; কিন্তু নিজের চরিত্র তাহাতেও নির্দ্দোষ রাখিয়াছিল; এইক্ষণ তাহার কামবেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সে বড় নির্ম্মল প্রেমিকস্বভাবাপন্ন হইয়াছে; সকলেই তাহার নিকট গিয়া প্রীতিলাভ করেন। তবে কষ্ট যে হয় তাহা কামভোগ বিষয়ে জন্মান্তরের দুষ্কৃতির নিমিত্ত। ইহা

জানিয়া এই জন্মে যাহাতে ঐ বিষয়ে তুষ্কাত না হয়, তান্নামত্ত বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইহা শরীরের একটি রোগ; অন্য রোগ যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়াই যাইতে হয়, ইহার বেগও তদ্রূপ সহ্য করিয়া গেলে, ইহা পরে ক্রমশঃ শান্ত হইয়া জীবের প্রতি নির্ম্মল প্রেমরূপে পরিণত হয়। আমার এই কথাগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে। যখন শরীরে বিকার ভাব উপস্থিত হইতে দেখিবে, তৎক্ষণাৎ হাতজোড় করিয়া কামদেবকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিবে, "হে অনঙ্গদেব! আমি অতি দুর্ব্বল * * * আমাকে কৃপা কর, তোমার বাণ আমি সহ্য করিতে পারি না" ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়েক বার জপ করিবে * * *। ইহার পূর্ব্বে * * বীজ যোগ করিয়া জপ করিবে। প্রাতঃ এবং সন্ধ্যায় নিজ করে সংখ্যা রাখিয়া দশবার অন্ততঃ প্রত্যহ জপ করিবে। মালায় জপ করিবার প্রয়োজন নাই। * * * জপের পরিমাণ এখন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই; এখন ব্যাকরণখানা সম্পূর্ণ যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত হয় তাহাই করিবে, ইহাতে ভালরূপ মনোনিবেশ করিলে অন্য চিন্তাও দূর হইবে। * * * শ্রীমান্—এর যদি তোমার কার্য্যের অর্থ বুঝিতে কখনও ভুল হয়, তবে ইহা তোমার মঙ্গলের জন্যই বিধাতা তাহার মনে উদয় করেন; তোমাকে সাবধান ও নির্ম্মল করাই ইহার মূল অভিপ্রায়; তুমি তাহাতে বিরক্ত হইও না। এইরূপ ভুল পিতা, মাতা, স্বামী, শ্বশুর সকলেরই হয়; তাহা কল্যাণেরই নিমিত্ত হয়।

তাহাতে অধিকতর সাবধান করে। আত্মরক্ষার মন্ত্র দেখা হইলে পরে মুখে বলিয়া দিব। আমি তোমার কোন অপরাধ গ্রহণ করি নাই। তোমার কল্যাণ হয় এই আশীর্ব্বাদ করি। তোমার পিতা ঠাণ্ডা বাড়ীতে থাকেন, এই নিমিত্ত বাত হইয়াছে বোধ করি। তিনি আরোগ্যলাভ করেন অবশ্য ইহা ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—স্ত্রীলোকের নিকট পত্র লিখিতে পোষ্টকার্ডেই লিখা উচিত। মন্ত্র লিখিয়াছি, এইজন্য লেফাফায় পত্র দিলাম।

২৯

ওঁ হরিঃ

পাটনা

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ঊর্দ্ধরেতা কেবল ঔষধাদি ব্যবহারে হইতে পারে না। ইহা বহু সাধন অপেক্ষা করে। মনে কামবৃত্তি ভোগ বিষয়ে চিন্তা থাকিলে তন্নিমিত্ত শরীরের বীর্য্য চঞ্চল হয়। গাঢ় হইয়া জমিতে পারে না। এই নিমিত্ত স্বপ্নদোষাদি অধিক পরিমাণে হইয়া বীর্য্যপাত হইয়া যায়। কিন্তু মনে এইরূপ কামবৃত্তির চিন্তা বিশেষ না থাকিলেও শরীরে আপনা হইতে রস সঞ্চয় হয়, ইহা শরীরেরই ধর্ম্ম। রস

সঞ্চয় (বীর্য্যাধিক্য) হইলে স্বপ্ন উপলক্ষ্য করিয়া তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। প্রায়শঃ দশমী একাদশীতে শরীরের এই অবস্থা ঘটে। স্ত্রীলোকের যেমন প্রতি মাসে রস সঞ্চয় হইয়া রজঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বাহির হইয়া যায় (তখন তাহারা ঋতুমতী হয় বলা যায়) ইহা শরীরের ধর্ম্ম ; এইরূপ পুরুষের শরীরেও রস সঞ্চয় অধিক হইলে শুক্রবৃদ্ধি অধিক হইয়া প্রায়শঃ দশমী ও একাদশী তিথিতে ক্ষয় হইয়া যায়। এইজন্য দশমী হইতে অমাবস্যা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শরীরকে অনেক সময়ে অনাহারে এবং অল্পাহারে রাখিয়া শরীরের রস শুকাইয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ যাহারা সাবধান হইয়া নিয়ম পালন করেন, এবং যাহাদের মন কামাসক্ত নহে, তাহাদের বীর্য্য ক্রমে স্থির হয়। শরীরের বীর্য্য যাহাদের স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং মনও যাহাদের কামবিষয়ে অধিক চঞ্চল, ঔষধের দ্বারা তাহাদের উপকার হইতে পারে এবং বীর্য্যের চাঞ্চল্য অপেক্ষাকৃতঃ দূর হইতে পারে। কিন্তু একেবারে স্তম্ভন ঔষধের দ্বারা হইতে আমি দেখি নাই। যে কিছু স্তম্ভন হয় তাহা আপেক্ষিক স্তম্ভন মাত্র। সনাতন গোস্বামীর কথা শুনিয়াছি যে, শুক্রপাত বন্ধ করিতে না পারিয়া যমুনায় আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, জলে পরিপূর্ণ এক কলসীতে একটি স্ত্রীলোক ক্রমাগত জল ঢালিতেছে, আর কলসী হইতে জল মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে। এই নিমিত্ত সেই

স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া আক্ষেপ করিতেছে যে, জল পড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় না কেন? এই দেখিয়া গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি উপর হইতে জল ঢালিতেছ, কলসীতে সে জল না ধরিলে ত পড়িয়াই যাইবে। ইহাতে তোমার আক্ষেপের বিষয় কি আছে?" সে বলিল, "তুমি প্রতিদিন আহার্য্য বস্তুর রসে শরীর পূর্ণ করিতেছ; সেই রসে শুক্রবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অধিক হইলে কোন সময়ে পড়িয়া যাইবেই। তুমি কেন তন্নিমিত্ত পাগলের মত হইয়া আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছ? তুমি কি আমা অপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ নও?" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গোস্বামীও প্রবুদ্ধ হইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

তোমাদের মধ্যে কাহারও এক জন্মে মুক্তি ঘটিবে; কাহারও তিন জন্ম পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটিতে পারে। সকলের পশ্চাতেই আমার গুরুদেব আছেন জানিবে। আমার দেহ অবলম্বন করিয়া তিনিই চেলা করিতেছেন। ইতি

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৫।৬।২৭ ইং

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার চক্ষের জল পড়া এযাবৎ বন্ধ হয় নাই; পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে,

তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে এক এক দিন কিছু বাড়িয়া যায়। ক্রমশঃ ইহা সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইবার শ্রীভগবৎ ইচ্ছায় শরীর টিকিয়া উঠিয়াছে, আরও কিছুকাল থাকিবার সম্ভাবনা। এই বিষয় তোমরা চিন্তা করিও না। তোমার শরীর এযাবৎ সুস্থ হইয়া না থাকিলে, সুস্থ হইয়া পড়িতে যাওয়া ভাল। এখন এখানেই চিকিৎসা করাও। * * * * স্ত্রী ও পুরুষের শরীর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। নির্ম্মলভাবে সাবধানতার সহিত পরস্পরের সহিত মিশামিশি করিলে সেই আকর্ষণের বেগ কমিয়া যায়; ইহাই সাধারণ নিয়ম জানিবে। স্ত্রীলোকের দেহে এক প্রকার শোণিত উৎপন্ন হয়, ঋতুমতী স্ত্রীর যে শোণিত ক্ষরণ হয়, তাহারই গাঢ় অবস্থা; ইহার আকর্ষণী শক্তি আছে। এই সমস্ত শারীরিক ব্যাপার, দেহাত্মবুদ্ধিহেতু মনও তৎসহগামী হয়। এই সকল আকর্ষণ ছাড়াইয়া উঠা চাই। তাহা ভগবৎকৃপা ভিন্ন হয় না।

যে পর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়াছ, তাহা খুব ভালরূপ অভ্যাস করিতে যত্ন করিবে। আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১০।৭।২৭ ইং

পরম কল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছ সুখের বিষয়। উপাধি পরীক্ষাও এইবার দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এই সময় তুমি যে কয়বার মালা জপ প্রাতে ও সন্ধ্যায় করিয়া থাক, তাহাই করিবে; অধিক ধ্যানাদি সহ্য হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পূজা সুবিধা অনুসারে তুমি এবং শ্রীমান্— করিবে। এই বিষয় শ্রীমান্—যেমন ব্যবস্থা করিবে, তদ্রূপই করিবে। শ্রী—কে পড়াইবে, বোধ করি প্রত্যহ আধ ঘণ্টা অথবা পৌনে ঘণ্টার অধিক পড়াইবার প্রয়োজন নাই; তাহা সে প্রত্যহ ভালরূপ শিক্ষা করিবে, এবং শিক্ষা করিয়াছে কি না তাহা পর দিবস জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। ছোট ভগিনীর প্রতি যেমন চাহিয়া উপদেশ করে, তদ্রূপ তাহাকে ব্যাকরণ শাস্ত্র উপদেশ করিবে। তাহাতে কোন সঙ্কোচ করিবে না। পড়াবার প্রণালী বিষয় শ্রীমান্—যেরূপ ব্যবস্থা করিবে, তদ্রূপই আচরণ করিবে; তাহাতে তোমাদের কল্যাণই হইবে। ****

মনুতে এইরূপ ব্যবস্থা যেন আছে আমার মনে হইতেছে যে যুবক পুত্র আপনার মাতার সহিতও একাসনে স্থিত

হইবে না এবং এক কুটিরে শয়ন করিবে না। ইহা কঠোর ব্যবস্থা অনেকে মনে করে, কিন্তু তাহাতে জীবের বাস্তবিক কল্যাণই হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যত অধিক সাবধান হওয়া যায়, ততই ব্রহ্মচারীর পক্ষে কম * বলিয়া মনে করিবে। বস্তুতঃ শ্রীমান্—এর সঙ্গে না থাকিলে এবং তোমার পড়িবার জন্য তোমার তথায় থাকার প্রয়োজন না থাকিলে, তোমাকে কখন যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিতে দিতাম না। আর, বৎসর দেড় বৎসর † সাবধান হইয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে পরে ইহার ফল খুব ভালই হইবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং তোমার আরোগ্য সংবাদ লিখিবে। এই আশ্রমস্থ সকলের কুশল জানিবে। এই পত্র দীর্ঘ হইল বলিয়া পোষ্ট কার্ডে লিখিলাম না। কিন্তু—প্রভৃতি সকলেই তোমরা ইহা পড়িতে পার। পড়িলে ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

---

* অর্থাৎ যত সাবধানই হওয়া যায়, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে, আরও অধিক সাবধান হওয়া ভাল, এইরূপ ধারণা রাখিতে হইবে।

† অর্থাৎ আর বছর দেড়েক কাল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশ্নোত্তর

৩৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬।১।৩২

প্রিয়—! তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। সকল কথার উত্তর ভালরূপ লিখিতে হইলে এক পুস্তকের মত হইয়া যায়। তুমি যখন পুনরায় দেখা করিবে প্রয়োজন হইলে জিজ্ঞাসা করিও। এখন সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি, ইহা ভালরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিলে সংশয় থাকিবে না।

১। এই সংসারে কোন দুইটি বস্তু ঠিক এক প্রকারের নহে। গুণের প্রভেদ সর্ব্বত্র আছে, ইহাতে ভগবানের পক্ষ-

প্রশ্ন সকলের সংক্ষিপ্ত সারাংশ ঃ—

১। শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব এবং শাস্ত্রকারগণের স্বার্থপরতা আছে কি না?

২। স্বপ্নে দেবতা বা ঋষিগণের নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিলে পুনরায় ইহলোকে দেহে বর্ত্তমান গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি? আপনি ত মহেশ্বর হইতে মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও ত ব্রহ্মজ্ঞ, তবে পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অনুসন্ধান ও গুরু গ্রহণ করিলেন কেন?

৩। গুরুশক্তি কি পরম্পরাক্রমে একই পুরুষকে আশ্রয় করে? গুরু যোগ্যতা বুঝিয়া একমাত্র শিষ্যেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিবেন কি? ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থ শিষ্যগণের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিগণও ঋষি

পাণ্ডিত্ব প্রকাশিত না হইয়া তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি রচনা বিষয়ে সামর্থ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পশুপক্ষীরা যদি বলে যে তাহাদিগের ন্যায় মনুষ্যেরাও আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও আত্মদেহ রক্ষা বিষয়ে যত্ন সম্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ সমান, কিন্তু তথাপি মনুষ্যেরা পশুপক্ষীদিগের উপর অতিশয় উৎপীড়ন বা আধিপত্য করিতে সমর্থ, ইহাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হয়, তবে এই কথা যেমন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবে না; তদ্রূপ মনুষ্যের, এমন কি সকল জীবের মধ্যেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অনেক বিষয়ে যে অধিকারের প্রাধান্য আছে, তন্নিমিত্ত বিধাতার পক্ষপাতিত্ব থাকা মনে করাও যুক্তিযুক্ত নহে। আর ইহাও জানিবে প্রত্যেক জীবের এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে এমন কোন বিশেষ গুণ বিধাতা দিয়াছেন, যে গুণ অপরে নাই, সেই গুণ সম্বন্ধে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শারীরিক বল এবং এইরূপ অন্যান্য কোন কোন গুণবিষয়ে স্ত্রী সাধারণতঃ হীন সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক কমনীয়তা

সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন কি না? উপযুক্ত পাত্র অভাবে গুরুশক্তি বিলুপ্ত হইতে পারে কি না?

৪। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধু হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বনাম ত্যাগ করিয়া নূতন নামকরণ হয় দেখি, কিন্তু শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার পূর্ব্বনামও যেন "রামদাস"ই ছিল, ইহার কারণ কি?

৫। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার মত সকলের প্রভেদ দেখিতে পাই, ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা হয়।

ও সেবাকার্য্যে নিপুণতা প্রভৃতি গুণে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াতে খুব বলীয়ান্ পুরুষও বলহীনা স্ত্রীর প্রায়শঃ অধীন হইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহে প্রায় পুরুষ নামে মাত্র কর্ত্তা, কার্য্যতঃ অধিকাংশ বিষয়ে স্ত্রীরই নেতৃত্ব দেখা যায়। পুরুষের কর্ত্তৃত্বের ফল এই যে পরিবারস্থ সকলের ভরণ-পোষণ করিবার দায়িত্ব তাঁহার গ্রহণ করিতে হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে শতপ্রকার পরিশ্রম, ক্লেশ ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও স্ত্রী এবং সন্তানদিগের নিমিত্ত ভরণ-পোষণ ও আভরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়। এই বিষয়ে স্ত্রীলোক নিশ্চিন্ত। যাহা পুরুষ বহু ক্লেশে আনিয়া দিবে, তাহাই স্ত্রী গ্রহণ করিবে, এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বামীর ও সন্তানদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। ইহা অধীনতা বলিতে পার; কিন্তু পুরুষ যে দাস অপেক্ষাও অধীন হইয়া নিজে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সহ্য করে, ইহা কি অন্যদিকে বিবেচনা করা উচিত নহে? গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে ত কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর উপরেই সাধারণতঃ থাকে, তৎসম্বন্ধেও ত পুরুষকে স্ত্রীর অধীন হইয়াই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকিতে হয়; যত দরিদ্রই হউক, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ত করিতেই হইবে; তাহার উপর অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গহনাপত্রাদি দ্বারা স্ত্রীর শরীরকে সাজাইতে পুরুষ বাধ্য, না করিলে সকলের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়। এবঞ্চ আর কিছুর জন্য না হউক, সকলের উপজীবিকার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্যও পুরুষের

পক্ষে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়; এবং অর্থ উপার্জ্জন করিতে বহুলোকের সংঘর্ষে আসিতে হয়, তাহাতে অভিজ্ঞতাও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরুষের জন্মিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান বিষয়ে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; আর স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের গঠন বিধাতা যেরূপ করিয়াছেন, তাহাতে স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা অধিক বয়স্ক পুরুষের সহিত স্ত্রীর সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। ১৩।১৪ বৎসরের স্ত্রী সচরাচরই গর্ভধারণ করিতে সমর্থ; তদপেক্ষা কম বয়সেও গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্রূপ বয়স্ক পুরুষ কখনই গর্ভাধান করিতে সমর্থ থাকা দেখা যায় না। প্রায়শঃ ১৮।২০ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষ গর্ভাধান করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং, সকল দেশেই অধিক বয়স্ক স্বামীর সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সম্মিলন হয়। এই নিমিত্তও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের জ্ঞানাধিক্য অবশ্যম্ভাবী; অতএব জ্ঞানাধিক্য ও বয়োধিক্য হেতু এবং বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর অন্নবস্ত্রাদির দ্বারা পরিপালক হওয়াতে সর্ব্বপ্রকারেই পুরুষ স্ত্রীর পূজনীয় হওয়ার যোগ্য। অতএব স্ত্রী কৃতজ্ঞতার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক স্বামীর সেবা করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। পশুপক্ষীর মধ্যেও অনেক স্থলে এই নিয়ম দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ কর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের বিভাগ সমাজে থাকিলে, ইহা স্বভাবের অনুকূল বিধান হয়, এবং তদ্দারা অবিরোধে পরস্পরের সহায়ে সমাজের উন্নতি হইতে পারে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে

যে, বিধাতার এই বিধানে এবং ঋষিদিগের এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় কোন পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা ত নাই-ই, পরন্তু ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর।

স্ত্রী-জাতির ও পুরুষজাতির, এবং পুরুষের মধ্যেও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের প্রকৃতিগত ভেদ বিধাতা করিয়াছেন, তদুপরি নির্ভর করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মেরও বিভিন্নতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং ইহার উপদেশ করিয়া নিজে ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু এই বিভিন্নতা পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে; ইহা দ্বারা জাগতিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলাই স্থাপিত হইয়াছে। এবঞ্চ কর্ম্মের বিভিন্নতা থাকিলেও ঐ কর্ম্মের শেষ ফল সকলজাতির পক্ষে সমান। আপন আপন কর্ম্ম যেরূপই হউক তদ্দ্বারাই সকলে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষভূমিতে উপনীত হইতে পারে, ইহা ভগবান্ গীতায় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, যথা :—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ **সংসিদ্ধিং** লভতে নরঃ। ১৮ অঃ ৪৫ শ্লোঃ।

** ** **

আরও :—স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮ অঃ ৪৬ শ্লোঃ। অতএব শেষ ফলের তারতম্য না থাকাতে কর্ম্মের বিভিন্নতা কোন প্রকারেই স্বার্থপরতার পরিচায়ক হইতে পারে না।

বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে ঋষিদের বিধানের সম্বন্ধেও দোষদর্শী হইবার কোনও প্রকৃত কারণ নাই। *** বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন, কিন্তু স্ত্রীই সন্তান গর্ভে ধারণ করে; এক সন্তান গর্ভস্থ হইলে পুনরায় গর্ভধারণ করিতে স্ত্রী কোনক্রমে সমর্থ হয় না। *** সুতরাং, সন্তান উৎপাদন করাই যদি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রী ও পুরুষ দেহের তদ্বিষয়ক উপযোগিতার মধ্যে কত প্রভেদ আছে, ইহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, পুরুষের অধিক বিবাহের দ্বারা দোষোৎপত্তি না হওয়ার ব্যবস্থা কেন ঋষিগণ করিয়াছেন। আরও বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে স্ত্রীদেহ পুরুষশক্তির ধারিকা। **** কিন্তু পুরুষদেহ তদ্রূপ স্ত্রীশক্তির ধারক নহে। *** সাধারণ ভাবে এই বিষয়ে এইমাত্রই পত্রে তোমার নিকট লিখিলাম। ইহা বিশেষ-রূপে বিবেচনা করিলে তুমি ঋষিগণের এতৎ সম্বন্ধীয় সাধারণ ব্যবস্থাতে কোন পক্ষপাতিত্ব দোষ দেখিতে পাইবে না। যাহার যে প্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতি যেরূপ কর্মের দ্বারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঋষিগণ সামাজিক ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সাধারণ নিয়ম এবং তাহার ব্যতিক্রমও অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন স্ত্রী হইলেই যে স্বামী গ্রহণ করিয়া তাহার ও সন্তানদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে এমত নহে। ইহার ব্যতিক্রমও আছে, সুলভা, বেদবতী এবং গার্গী প্রভৃতি এই ব্যতিক্রমের

দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই নিয়ম খাটে না। এই নিয়ম প্রবৃত্তি মার্গেরই নিয়ম। ইঁহারা সকলে বেদাধ্যয়নশীল ও বেদার্থ গ্রহণে পারদর্শী ছিলেন, কোন কোন বৈদিক মন্ত্রের স্রষ্টা এবং আবিষ্কর্ত্তা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক আছেন। চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক গুরু স্ত্রী (লক্ষ্মীদেবী), এবংবিধ স্ত্রীর পক্ষে শিষ্য গ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। মূল কথা এই অধিকার ও প্রকৃতির ভেদেই ঋষিগণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত, এই সকল ব্যবস্থা বিজ্ঞানমূলক, স্বার্থপরতার উপর স্থাপিত নহে। তুমি যদি সাধনে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলচিত্ত হও, তবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২। ভগবান্ স্বয়ং অর্জ্জুনকে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা গীতায় উল্লিখিত আছে, কিন্তু তথাপি সাধারণ নিয়ম এইরূপই বলিয়াছেন :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদাশনঃ॥
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

ইত্যাদি।

স্বপ্নেও অনেক সময় দেবতারা মন্ত্র দান করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কিন্তু ইহাও শাস্ত্রের ব্যবস্থা যে স্বপ্ন-প্রাপ্ত মন্ত্র পুনরায় মনুষ্য গুরু হইতে গ্রহণ করিবে। মহাদেব হইতে আমার প্রথমে মন্ত্র পাওয়া যাহা আমি জীবন-

চরিতে* উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কার্য্যতঃই ঘটিয়াছিল। কেন তিনি নিজ দেহেই সম্পূর্ণ গুরুস্থান গ্রহণ করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, ইহাতে তর্কের কোন স্থল নাই। পরন্তু মন্ত্র দিলেও যে পুনরায় মনুষ্য গুরু হইতে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা থাকা বিবেচনা করিয়া তোমার এই বিষয়ের সংশয় দূর করিবে।

৩। গুরুশক্তি যে একমাত্র ত্যাগী পুরুষকেই আশ্রয় করে এইরূপ নহে, গৃহস্থ যদি নিবৃত্তিমার্গের শক্তিলাভ করিয়া থাকেন তবে তিনি শিষ্যকে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে কিছু দোষ হইবে না। সেই শিষ্যও নিবৃত্তি সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে। প্রবৃত্তিমার্গের মন্ত্রে নিবৃত্তিমার্গের গুরু হইতে দীক্ষিত হইলেও এ জন্মে না হউক জন্মান্তরে ঐ শিষ্য নিবৃত্তিমার্গের দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে এবং তাহা গ্রহণ করিবে। গুরুশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। শিষ্য যখন গুরুর স্থান প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার শিষ্যও দীক্ষিত হইয়া সম্যক্ গুরুশক্তি লাভ করিবে। যে ঘট যেরূপ নির্ম্মল, সেই ঘটে ঐ গুরুশক্তি তদ্রূপ প্রকাশিত হইবে। স্বভাবতঃ অধিক নির্ম্মলচিত্ত হইলে গুরুঘটে যদ্রূপ গুরুশক্তির প্রকাশ আছে, তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ শিষ্যের ঘটে হইতে পারে। গুরুপরম্পরা বিচার করিলে সর্ব্বত্রই দেখিবে যে মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্তরের পুরুষ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক

* তাঁহার গুরুদেব পরমারাধ্য ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত।

স্তরের পুরুষ অপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়া গিয়াছেন। যেমন গোরক্ষনাথ শিষ্য, মীননাথ গুরুর কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

৪। আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের গৃহস্থাশ্রমের নাম "জয়রাম" ছিল বলিয়া আমি তাঁহার কোন ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার পূর্ব্বনাম "রামদাস" ছিল এইরূপ আমি জানি না। গৃহস্থাশ্রমের নামের আদ্যক্ষর সমান রাখিয়া নূতন নামকরণ করাই আমাদের সাধারণ নিয়ম জানিবে।

৫। আমি যতদূর জানি গোস্বামী প্রভু ক্রমশঃ শীঘ্র শীঘ্র বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে যে সৎসঙ্গে পড়িয়াছিলেন, সম্পূর্ণ অধীনভাবে থাকিয়া সেই সঙ্গের গুণগুলি গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তত্তৎকালে অনেক সময় তত্তৎসঙ্গের মতগুলিও উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; পরে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত মতেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহার উপদেশ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। জিজ্ঞাসু শিষ্যদিগের মানসিক অবস্থার উপযোগীরূপে উপদেশ প্রদান করাতেও উপদেশের প্রভেদ হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ করি। এতৎ সম্বন্ধে এক্ষণে তোমাকে এই মাত্রই লিখিলাম। * * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩৪

ওঁ হরিঃ

শিবপুর, ৫ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩৩৯

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই বৈদিক বাক্যের অর্থ, প্রতিদিন (অহঃ+অহঃ=দিনং দিনং, প্রতিদিনম্) সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সন্ধ্যার উপাসনা বলিতে কেবল গায়ত্রী মন্ত্র বুঝায় না। অন্যান্য বহু মন্ত্র আছে, প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যোপাসনা করিবার (বিধি) শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সন্ধ্যাকালে অবিচ্ছিন্নরূপে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবার বিধান "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই বাক্য দ্বারা করা হয় নাই জানিবে। অতএব সকল সময়ে যে নাম করিতে উপদেশ করিয়াছি সেই নাম স্মরণ করিবে, তাহাতে উক্ত বাক্যের সহিত কোন বিরোধ হইবে না।

তুমি প্রাতঃকালে সন্ধ্যা করিয়া উপদিষ্ট নাম জপ করিবে। অন্য দশ প্রকার নাম জপ করিবার প্রয়োজন নাই। উচ্চশ্রেণীর দেবতা সকলই মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণাক্রান্ত, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য সত্ত্ব-গুণের তারতম্য আছে। তদনুসারে তাঁহাদের কার্য্যের ভেদ ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের

অশেষ কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। অশ্বিনীকুমার দেবতা পর্য্যন্ত আংশিকরূপে ব্রহ্মবিদ্যা এক ঋষিকুমারকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে। সূর্য্যদেব হইতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যজুর্ব্বেদের এক উৎকৃষ্ট অংশলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। কৌষীতকি উপনিষদে আছে যে এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজাকে মনুষ্যের পক্ষে উৎকৃষ্টসাধন উপদেশ করিতে গিয়া ইন্দ্র আংশিক ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ দেবীও সুরথ রাজাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান এবং বৈশ্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে কোন বিচিত্রতা নাই কিন্তু এইরূপ সময় সময় সাধারণভাবে করিলেও প্রত্যেক দেবতার বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম এবং বিশেষ বিশেষ অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ইত্যাদি বাক্যে সেই সকল অধিকার বিশেষ বিশেষ দেবতার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। রামের সহিত সংগ্রামে রাবণ আহার করিয়া সংগ্রাম করিতেছে এবং শ্রীরামচন্দ্র অনাহারে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া অগস্ত্য ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে সূর্য্যস্তোত্র উপদেশ করিয়া শারীরিক বলের জন্য সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ করেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ঐরূপ করিয়া বল লাভ করেন, এইরূপ অধ্যাত্ম রামায়ণে উল্লেখ আছে। দেহের বল ও আরোগ্যবিধানকর্ত্তা প্রধানতঃ মুখ্যকল্পে সূর্য্য;

তন্নিমিত্ত সূর্য্যেরই আরাধনা করিতে উপদেশ হইয়াছিল। এইরূপ সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী। কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবীর আরাধনা অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান্ উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে উল্লেখ আছে। কোন উপনিষদেও দেবীকে সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। "জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ" এই বাক্যে মুখ্যকল্পে শঙ্করকেই জ্ঞানদাতা বলা হইয়াছে। পরন্তু তৎপরবর্ত্তী "মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ" বাক্যে ভগবান্ বিষ্ণুকেই মোক্ষদাতা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এই সত্যই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। ভোগ্যবস্তু সকল দেবতাগণ ইচ্ছামাত্রেই প্রাপ্ত হয়েন, তন্নিমিত্তও তাঁহাদের আরাধনার কারণ নাই। মোক্ষের নিমিত্তই তাঁহারাও যে বিষ্ণু-পদের ধ্যান করেন তাহাই এই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য মধ্যে যিনি মোক্ষার্থী তাঁহারও সেই বিষ্ণুপদেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা করিলে অন্য কোন উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যে কোন দেবতাকেই প্রণাম করা যায়, তাহা শেষকল্পে তাঁহাতেই পৌঁছায়। "সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি" ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব বিষ্ণুবুদ্ধিতে সকলকেই প্রণাম করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না কিন্তু

মোক্ষার্থী পুরুষ মূল বিষ্ণুকেই মোক্ষের নিমিত্ত উপাসনা করিবেন; তন্নিমিত্ত অপর দেবতার উপাসনা করিলে সেই উপাসনাও নিষ্ফল হইবে না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই উপাসনার ফল মোক্ষ হইবে না, তাঁহারা অন্তিমে বিষ্ণুভক্তিই উপদেশ করিবেন। মহেশ্বর স্বয়ং যে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ করেন তাহা সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গায়ত্রী-মন্ত্রে সিদ্ধিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ নহে, ইহা অতিশয় কল্যাণকর সন্দেহ নাই। গায়ত্রীদেবীও বিষ্ণুভক্তিরই উদ্দীপনা করিয়াছেন, অবশ্য মোক্ষার্থীকেই করেন, অপরকে না। আমার পূজনীয় গুরুদেব প্রথমেই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারিবে। কিন্তু তৎপরে দীর্ঘকাল বহুসাধন করিবার পর ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। এই পদ তাঁহার গায়ত্রীসিদ্ধি দ্বারা পূর্ব্বে হয় নাই।

এই পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা সম্যক্ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইলে তোমার লিখিত সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। * * * * সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া তৎপর যে নাম দিয়াছি সেই নাম সাধন করিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ১। দ্বারকাধাম জলমগ্ন হইবার অনেক পর, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে বিষ্ণুস্বামী ঐ দ্বারকাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। তথায় ভগবৎ দর্শনলাভ করিয়া তিনি ভগবদ্-রূপ প্রতিষ্ঠিত করিবার অনুমতি পান, এবং দ্বারকার অধিষ্ঠান তথায় থাকিবে এইরূপ বরপ্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি দ্বারকায় অধিষ্ঠিত বর্ত্তমান দ্বারকাধাম প্রকাশ করেন। শঙ্খপুরাণে অথবা অন্য কোন পুরাণে, আমার ঠিক মনে হইতেছে না; এই ঘটনা আমি পড়িয়াছি। এক্ষণে তাহার আখ্যায়িকা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে না। যতদূর স্মরণ হইল উপরে লিখিলাম। ইহাও উক্ত আছে যে রুক্মিণীদেবী স্বয়ং এইস্থানে জগতের কল্যাণার্থে ভগবৎমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপও পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ—১। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার পর দ্বারকাধামও সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে বর্ত্তমান দ্বারকাধাম যাহা আছেন তাহা কোন্ দ্বারকা?

২। আশ্রিত শব্দের অর্থ যিনি আশ্রয় করিয়াছেন। যিনি নিজের নিজত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজের উপর নির্ভর না করিয়া, গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। যাঁহার কোন কার্য্যে অভিমান নাই, আদেশ প্রতিপালন করাই যাঁহার জীবনের সার তিনি ত মুক্তই হইয়াছেন, তাঁহার ইহলোকে কর্ম্মবশে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যমদূতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক হয় না। যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন, পরন্তু তদ্রূপ (উক্তরূপ) আত্মবুদ্ধিবিরহিত হন নাই, তাহারাও যমদূতের অধীন হন না। বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃকই তাঁহাদের গতি নির্ব্বাচিত হয়, এবং ক্রমশঃ তাঁহারা পরে মুক্তির অধিকারী হয়েন।

৩। তোমার ছোট মামা তোমার মাসীমা * গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তবে তিনিও অপেক্ষাকৃত উত্তম গতিই লাভ করিয়াছেন। ভগবৎ নাম কখনও ব্যর্থ হয় না জানিবে।

৪। বংশী খরিদ করিয়া তাহা মাজিয়া ধুইয়া মুখ লাগাইয়া বাজাইলে কোন দোষ হয় না।

প্রশ্ন :—২। আমরা আপনার আশ্রয় পাইয়াও অনেক সময় অন্যায় কাজ করিয়া ফেলি, তজ্জন্য আমাদিগকে যমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে কি?

৩। আমার ছোট মামা পত্রে আপনার নিকট হইতে নাম পাইয়াছিলেন; তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। আমার প্রতি তাঁহার খুব স্নেহ ছিল, তাঁহার কিরূপ গতি হইল জানিতে ইচ্ছা হয়।

---

* ইনি দীক্ষিতা ছিলেন।

৫। কেবল রক্তের সম্বন্ধ যে স্থানে আছে সেই স্থানেই বিবাহাদি নিষিদ্ধ। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের রক্ত-সম্বন্ধ নহে, সুতরাং তাহাদের সন্তানদিগের মধ্যে বিবাহের কোন নিষেধ নাই। পিতা মাতা ও পুত্র উভয়ে এক গুরুর শিষ্য হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের সাংসারিক সম্বন্ধ দূর হয় না। গুরুসম্বন্ধে এক ভ্রাতা ভগিনী তুল্য হয়, ইহা সাংসারিক সম্বন্ধের বাধক নহে।

৬। দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে অসমর্থ হইলে, বাম হস্তে মালায় জপ করিতে পার।

৭। হিন্দু মাত্রেরই কণ্ঠি ধারণ এবং তিলক করার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণের ত ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের পঞ্চবিধ বাহ্যলক্ষণের মধ্যে তিলকও একটি লক্ষণ। যথা :—"তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ পবিত্রং ধৌতবাসসং" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন :—৪। নূতন বাঁশী তৈয়ার করিবার সময়, বাঁশীতে মুখ লাগাইয়া বাজাইয়া দেখিয়া তৈয়ার করে; সুতরাং বাঁশী খরিদ করিয়া বাজাইলে দোষ আছে কি ?

৫। গুরুভ্রাতাগণের পরিবারবর্গের মধ্যে বিবাহ হয় কিনা ?

৬। দক্ষিণ-হস্তে মালা জপ করিতে অসমর্থ হইলে বামহস্তে জপ করা যায় কিনা ?

৭। দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের বংশধরদিগকে এই তিলক ও কণ্ঠি ধারণ করান যায় কিনা ?

৮। এখানে শ্রীযুক্ত—বলেন যে "সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণ হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতাভগিনীগণ ও

৮। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভজন করিলে সকলেই বৈষ্ণব হয়েন সন্দেহ নাই, এবং উপযুক্তরূপে ভজন করিলে সকলেই তুল্যগতি প্রাপ্ত হইতে পারেন ইহাও সত্য ; কিন্তু জীবিত থাকিতে ব্যবহার বিষয়ে সকল জাতির লোক একতা প্রাপ্ত হয় না। সকল জাতির লোকই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সাধু হইতে পারেন, কিন্তু ভগবানের ভোগ পাক করিবার অধিকারী সকলে সমভাবে হয় না। যাহাদিগের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তাহাদিগকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। ছত্রিকুলে* যাঁহার জন্ম তিনিও নিষ্ঠাবান্ হইলে তাঁহাকে সাধুসমাজে রসুইয়াশ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। তদিতর জাতিতে যাঁহার জন্ম সেই সাধুকে সামাজিক রসুইকার্য্যে নিযুক্ত করা যায় না। তবে তিনি নিজে যদি নিজ ইষ্টদেবের পূজার নিমিত্ত পাক করিয়া ভোগ দেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণব সে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। দীক্ষার পর সাধু সকলেরই অচ্যুত গোত্র হয় সত্য ; কিন্তু তন্নিমিত্ত ব্যবহার বিষয়ে সকলের এক প্রকার অধিকার হয় না। গৃহস্থাশ্রমবাসিদিগের মধ্যেও একই গোত্র ব্রাহ্মণের এবং অন্য জাতির হইতে দেখা যায়, কিন্তু তন্নিমিত্ত ব্যবহার বিষয়ে তাহাদের একতা হয় না। ভগবদ্ ভজন করিতে সকল জাতির লোকেরই

আপনি কেন আমার বাড়ী অন্ন আহার করিবেন না ?” এই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি ?

---

* অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কুলে।

অধিকার সমান আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত ব্যবহার বিষয়ে তাহাদের সকলের একতা হয় না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩৬

ওঁ হরিঃ

মধুপুর, ১৭।১।৩৩

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এইক্ষণ এই লিখিতেছি। কখনও দেখা হইলে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ করিয়া বলিব।

১। আমাদের পন্থা এই যে, সর্ব্বভূতে ভগবৎ-সত্ত্বা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বজীবরূপই ভগবানের রূপ। যতদিন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে ততদিন সমস্ত ভূতে ভগবৎ-সত্ত্বার ধ্যান করিবে, এবং নিজে সকলের সেবক হইয়া আচরণ করিবে। ইহাই একমাত্র বিচার, ইহাই একমাত্র নিজের কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকেই ভগবানের প্রকাশিতরূপ মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে। ইঁহাদের কাহারও প্রতি আপন বুদ্ধি করিবে না, এবং কোন বস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহার, নিজে সেবকমাত্র এই বুদ্ধি রক্ষা করিতে যত্ন করিলে অন্যান্য সাধনে যে বৈরাগ্য বিচার

প্রশ্ন :—১। কিরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে? সংসার সাধনপথের বিঘ্ন কিনা?

প্রভৃতির আবশ্যকতা সমস্তই ইহার দ্বারা কৃত হইয়া যায়, এবং ইহার ফলও সকল সাধন অপেক্ষা অধিক। বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করাও শাস্ত্রমূলে ভগবানই আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থ তাঁহার সংসারের বৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করা, নিজের ভোগের নিমিত্ত নহে। এই বুদ্ধি যাহার উপজাত হয় তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। সংসার তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি না জন্মিয়াছে, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসী নহেন জানিবে।

২। প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি, এরূপ কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি জানি না। বরং তাহার বিপরীত প্রমাণই শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। জীবের স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ ইহা অন্নের দ্বারা প্রস্তুত। ইহার পরিচালক প্রাণ। যাঁহারা অন্নময় স্থূল দেহেই আত্মবুদ্ধিযুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। এই প্রাণকেই আত্মা বলিয়া তাঁহারা জানেন। পরন্তু যাঁহারা সাধনে অগ্রসর হইয়া স্থূল দেহেতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে মনই প্রাণের পরিচালক। মনের দ্বারাই প্রাণ পরিচালিত হইয়া পুনরায় দেহের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করে। এই প্রাণময় পুরুষের আত্মা মন, এইরূপ

প্রশ্ন :—২। আর্য্যমিশন গাতায় দেখিয়াছি প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

প্রাণময় পুরুষ অবধারণ করেন। প্রাণ মনেতে লয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সাধনবলে এই মনোময়কে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আত্ম-বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে মনেরও আত্মাস্বরূপ বিজ্ঞানাত্মক বুদ্ধি অবস্থিত; মনও পরে বিজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহার উপরে যথার্থ জীবাত্মা। ঐ সকল কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে ও ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। ইচ্ছা করিলে তাহা তুমি পাঠ করিতে পার। পাঠ করিলে উপকার হইবে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এই উপনিষদ্‌বাক্যের অনুসরণ করা হইয়াছে। অতএব প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি এবং মনই আত্মা ইত্যাদি যে তুমি লিখিয়াছ, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া আমি দেখিতেছি।

বাস্তবিক আজ্ঞাচক্রে মনের স্থান বটে, এবং প্রাণ অবলম্বন করিয়া মন দেহে কার্য্য করে ইহাও সত্য, সুতরাং প্রাণকে স্থির করিতে পারিলে, মনের কার্য্যশক্তি অনেক পরিমাণেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহাও সত্য; কিন্তু ব্রহ্মস্থান আজ্ঞাপুরে নহে, তদুপরিস্থিত সহস্রদলচক্রে, জীবরূপে হৃদয়েও তাঁহার প্রকাশ-ভাব আছে। কিন্তু তাঁহার নিজ মূলস্থান, অর্থাৎ দেহ, মন এবং বুদ্ধিকে প্রেরণা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শক্তির স্থিতির মূলস্থান সহস্রদল পদ্মের মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে আছে। আজ্ঞাপুর-চক্রের মধ্যস্থলে যে ধ্যান অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সুষুম্না নাড়ীর মুখ খুলিবার নিমিত্ত, সেইস্থানে সুষুম্না নাড়ীর মুখ আছে। সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া আজ্ঞাপুরের অধোস্থিত

পঞ্চচক্র এবং ষষ্ঠ আজ্ঞাপুরচক্র ভেদ করিয়া সুষুম্না দ্বারা সহস্রদলে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এই অভিপ্রায়েই প্রথম প্রথম আজ্ঞাপুরচক্রে ধ্যান অবলম্বন করা হয়, ইহা ধ্যান অবলম্বনের শেষ স্থান নহে।

৩। চিত্ত শব্দে মনকে বুঝায় না। নির্ম্মল বুদ্ধিই চিত্ত, তাহাতে মন লয়প্রাপ্ত হয়। তাহার উপরে জীবাত্মার স্থিতি। সুতরাং চিত্তকে পরিহার করিয়া জীবকে মোক্ষের নিমিত্ত অগ্রসর হইতে হয়।

এই সকল তোমার পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ বলিয়া সংক্ষেপে লিখিলাম। তুমি শাস্ত্রের মূল গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবে। আধুনিক টীকা টিপ্পনীওয়ালাদের কথা লইয়া নিজ বুদ্ধিকে ভ্রান্ত করিবে না। আমি আগামী কল্য এখান হইতে ১২নং ভড়পাড়া রোডের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে থাকিব। শিবপুরে নূতন আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। তাহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্ভবতঃ ১৭ই মাঘ হইবে। তাহার নিশ্চিত সংবাদ পরে লইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

প্রশ্ন :—৩। চিত্ত ও মন কি এক?

৩৭

ওঁ হরিঃ

মধুপুর, ২০।১২।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

১। সকলেরই স্পর্শের গুণ আছে। সেই নিমিত্ত একের স্পর্শ অন্যের উপর ক্রিয়া করে। স্পর্শের দ্বারা সাময়িক ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারাই কেহকে কৃতকৃত্য হইতে আমি কখনও শুনি নাই এবং শাস্ত্রেও তাহার কোন প্রমাণ দেখি নাই। পূর্ণসিদ্ধ আচার্য্য ঋষিগণ অনেককে শিষ্য করিয়াছেন এরূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কিন্তু শিষ্যদিগকে তৎপর দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণ করিতে হইত। ভগবান্ নারায়ণ ঋষি ব্রাহ্মণকুমারকে দীক্ষিত করেন, কিন্তু তৎপর তৃতীয় জন্মে তিনি মোক্ষলাভ করেন, এরূপ নারদপঞ্চরাত্রে উল্লেখ আছে। বাল্মিকীকে ভগবান্ নারদ মন্ত্র উপদেশ করেন, কিন্তু বহুকাল উৎকট তপস্যার পর তিনি সিদ্ধমনোরথ হয়েন। অনন্ত জন্মের সংস্কার প্রত্যেক জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিতে বহু আয়াস এবং দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয়। ইহা জানিয়া হতাশ হইবে না।

প্রশ্ন :—১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমৎ বিবেকানন্দকে স্পর্শদ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন। স্পর্শদ্বারা সাধু মহাপুরুষগণ শিষ্যদের ভিতর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দেন। আমি তেমন কিছু অনুভব করি না কেন?

আমার গুরুদেবের জীবন-চরিত পড়িয়া দেখিও, বালককাল অবধি তিনি কত নির্ম্মল এবং কত সাধনপরায়ণ ছিলেন। প্রথম গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধ হয়েন, কিন্তু তথাপি বৈরাগ্য আশ্রম অবলম্বনের পর কত দীর্ঘকালব্যাপী কত কঠোর সাধনা করিয়া পরে ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। এরূপ প্রায় সকল মহাজনদের বিষয় বলা যাইতে পারে। অতএব কখনও এত ব্যস্ত হইও না। তুমি ত এক মাস কালও হয় নাই দীক্ষিত হইয়াছ, তাহাতে অতি অল্প সময়ই আমার সঙ্গে থাকিতে পারিয়াছ। পত্রে আর অধিক লিখিতে পারি না। সংক্ষেপে তোমার অন্য প্রশ্ন সকলের উত্তর নিম্নে দিতেছি।

২। ভগবান্ ভৃগুপদচিহ্ন রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি রাজসূয় যজ্ঞেও ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবার ভার লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার ভাগবতসত্ত্বার কিঞ্চিন্মাত্রও বিলুপ্ত হয় নাই। যে সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত কথা সকল লিখিত আছে, তাহাতে ইহাও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বেদব্যাস, নারদ এবং এইরূপ অন্যান্য ঋষি সকল তাঁহারই পূজা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেই পরমারাধ্য বলিয়া উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ লোকশিক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণসেবা যে অপর সকল জাতির

প্রশ্ন :—২। ভগবান্ নিজে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ কেন শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবেন ?

পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের সেবা নিজে করিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তই ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সেবা ও মর্য্যাদা করিলে জীবের উপকার হইবে এই নিমিত্তই তাঁহার এই ব্যবহার।

৩। প্রথম উপাস্যের তত্ত্ব গুরুমুখে জ্ঞাত হইয়া সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তির উদয় হয়। যাঁহার প্রতি ভক্তি হয় তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হইলে, কাহার প্রতি ভক্তি হইবে? এই প্রকার জ্ঞান পূর্ব্বে হয়, তৎপরে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবৎ দর্শন লাভ হয়। যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে হয় তাহা ত তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছি। ভগবান্ সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বময়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল ঘটে ঘটে তিনি বিরাজমান আছেন। ইহা জানিয়া সকলের নিকট অবনতমস্তক হইয়া যথাসাধ্য সেবা করিবে, ইহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছি।

৪। জপ-সংখ্যা বাড়াইতে পারিলেই ভাল; যত অধিক করিতে পার, ততই মঙ্গল।

৫। এইক্ষণে আমার গুরুদেবের জীবন-চরিত প্রথম পড়িলে তোমার উপকার হইবে। আমার প্রণীত ১০৮ শ্রীযুক্ত রামদাস

প্রশ্ন :—৩। যাঁহাকে (ভগবান্‌কে) কোন দিন দেখি নাই তাঁহার প্রতি কেমন করিয়া ভক্তি হইবে?

৪। জপ নির্দ্দিষ্ট রাখিব না বাড়াইব?

৫। আমার এখন কি কি পুস্তক পড়া ভাল?

কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত নামক গ্রন্থ ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জীর দোকানে পাওয়া যায়, তথা হইতে নেওয়াইয়া পড়িতে পার। ইহার শেষ অধ্যায়টি বারংবার পড়িবে। অন্যান্য গ্রন্থ যাহা আমার লিখিত, তাহাও ঐ দোকানে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" ও "গুরু-শিষ্য সংবাদ" অপেক্ষাকৃত সহজ, ঐ সকল গ্রন্থ তুমি পাঠ করিতে পার। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলেও অনেক উপকার পাইবে।

৬। ঈশ্বর কাহারও অধীন নহেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় জীবকে দর্শন দিয়া থাকেন। কবে তোমাকে দর্শন দিবেন তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহি। দীক্ষার সময়ই তিনি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তি পূর্ব্বক ভজন করিলে তিনি সময় সময় পরিচয় দিতেই থাকিবেন।

৭। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই শীঘ্র ভগবৎলাভ হইয়া যায় এমন নহে। বহু লোক গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ভগবৎলাভ অল্পেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও কেহ কেহ লাভ করিয়াছেন। সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় এখন তোমার হইয়াছে বলিয়া আমি বোধ করি না। * * * * ইতি— আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

প্রশ্ন :—৬। আমার ভগবদ্দর্শন হইবে কিনা ?

৭। ভগবৎ লাভ করিতে হইলে আমাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবে কিনা ?

৩৮

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্কাশ্রম, হাওড়া

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

১। * ভগবদ্ বিষয়ের ধারণা দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণেই ইহা স্থির হইতেছে না বলিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। বহু জন্মার্জ্জিত সংস্কার সকল সহজেই বিনষ্ট হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলে তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

২। স্মৃতিতে † "মায়া" শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ‡ তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে এতদ্দেশেই নানা প্রকার বিরুদ্ধ

---

* প্রশ্ন ঃ—ভগবদ্ বিষয়ে ধারণা সহজে হয় না কেন ?

† বেদার্থ স্মরণ করিয়া ঋষিগণ বেদানুকূল যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমস্তের সাধারণ নাম "স্মৃতি"। বেদান্তশাস্ত্রের নানা ভাষ্যসমূহে স্মৃতি শব্দ এই ব্যাপক অর্থে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সাংখ্যশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই স্মৃতিমধ্যে গণ্য। কেবল মনুসংহিতা প্রভৃতি ব্যবহারনির্ণায়ক শাস্ত্রমাত্রই স্মৃতি, অপর শাস্ত্র স্মৃতি নহে, এরূপ নয়। এইস্থলে শ্রীযুক্ত বাবাজীমহারাজও "স্মৃতি" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ প্রশ্ন ঃ—মায়া শব্দের ব্যাখ্যা নানারূপ, কোন্‌টি গ্রহণ করিব ?

ধারণা আছে। পাশ্চাত্যবাসিগণের নিকট ইহা বোধগম্য করা আরও কঠিন। সুতরাং তাহাদের পক্ষে মায়ার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ে কিছু বিশেষ ধারণা হওয়ারই সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশে·········* হয় এবং মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া যে বোধ ইহাই মায়া বলিয়া গণনা করা হয়, পরন্তু শ্রুতি ইহাকে ভগবানের আত্মভূতা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই এই মায়াকে "দেবাত্মশক্তি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই শক্তিতে যুক্ত হইয়া ব্রহ্ম আছেন, ইহাও শ্রুতি "মায়িনং তু মহেশ্বরম্" এবং অন্যান্য বাক্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও ভগবান্ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যাদি বাক্যে মায়াকে গুণাত্মিকা এবং নিজশক্তি ("মম") বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি বাক্যে মায়ার চিৎ জগৎকে ভগবান্ নিজেরই প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তুমি যে ঋষিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছ, তাহাতে জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকৃত নহে, ইহা ব্রহ্মেরই নিজ অঙ্গীভূত অংশমাত্র বলিয়া গণ্য। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি", ইহাই শ্রুতিসম্মত মায়াবাদ জানিবে।

৩। † শিশুদের মস্তিষ্কের উপরিভাগে যে স্থান কোমল

---

* এই জায়গাটি পড়া গেল না।

† প্রশ্ন :—সহস্রদল পদ্ম কোথায় ?

বলিয়া বোধ হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায় সেইখানে সহস্রদল কমল স্থিত আছে। তথায় ধ্যান করিতে হইবে।

৪। * এই জগৎ ব্রহ্মময়, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, তাঁহারই অংশ মাত্র। সমস্ত ঘটে জীবরূপে তিনি প্রকাশিত হইতেছেন। দীক্ষার সময় তোমাকে বলিয়া দিয়াছি যে সকল ঘটে ভগবান্ আছেন জানিয়া এইক্ষণ হইতে তুমি নিজে দাসবুদ্ধিতে সকল জীবের সেবা করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা করিবে না। **গুরু কেবল এক বিশেষ দেহে আবদ্ধ নহেন, তিনি ভগবদ্ হইতে অভিন্ন ইহা জানিবে। যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তোমাকে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন, সেই দেহ কখন চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে মাত্র গুরু-বুদ্ধি করিলে, গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই জানিবে। সর্ব্বজীবে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবাভাব রাখিলে গুরুদেহ অবর্ত্তমানেও তদ্দ্বারাই গুরুসেবারূপ ভগবৎসেবা হয়। অবশ্য দেহও বিশেষ আদরণীয়, কারণ ইহা অবলম্বনে গুরু তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু এই দেহমাত্র তিনি নহেন, তিনি আত্মস্বরূপ সেই এক সর্ব্বব্যাপি পদার্থ। অতএব গুরু হইতে দূরে থাকিলেও গুরুসেবার অভাব হয় না, যদি এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা যায়।**

* প্রশ্ন :—গুরু হইতে দূরে আছি, কিরূপে তাঁহার সেবা করিব ?

৫। * শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ",

অতএব সন্ন্যাস অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও তদ্‌বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করা যে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা নহে। আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিসাধন করিলে গৃহস্থাশ্রমবাসীও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে যোগ্য হইতে পারেন। ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ এবং কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে তাহা মৎপ্রণীত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে। গৃহস্থাশ্রম ক্লেশকর বিবেচনায় তাহা ছাড়িয়া কেবল সন্ন্যাস লইলেই যে মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয় তাহা নহে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥"

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত মানসিক অবস্থা না হইলে, যদি কেহ আশ্রম পরিত্যাগ করে, সে সন্ন্যাসীর কার্য্য করিতে পারে না; আর আশ্রমবিহিত কার্য্য সে ত পরিত্যাগই করিয়াছে, অতএব উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার উন্নতি আরও দূরবর্ত্তী হয়।

* * * তুমি যখন ইচ্ছা করিবে এইখানে আসিতে পারিবে।

* প্রশ্ন :—সন্ন্যাসই কি একমাত্র মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়?

তোমার স্ত্রীকে কোন ভগবৎনাম আপাততঃ সর্ব্বদা মনে জপ করিতে বলিবে। তাহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৩৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৩।৩।২৯ ইং

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার জিজ্ঞাস্য * বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু নিম্নে লিখিতেছি। খুব বিচারপূর্ব্বক ইহার অভিপ্রায় অবধারণ করিয়া লিখিবে তোমার সংশয় দূর হইল কিনা এবং ভজনবিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ হইল কিনা।

সমুদ্র হইতে সূর্য্যের কিরণে এবং বায়ুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জল বাষ্পাকার প্রাপ্ত হইয়া আকাশে উড্ডান হয়,

* প্রশ্ন ঃ—দুই চারি বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে দুইবেলা ভজন করিয়াও কেহ কেহ বোধ করেন যে আভ্যন্তরীণ ভোগাসক্তি প্রভৃতির বিশেষ কোন হ্রাস হয় নাই, অথবা অন্য কোন শুভ ফলও তাঁহাদের লক্ষ্যপথে পতিত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ভজনসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় আসা অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ সংশয়প্রণোদিত হইয়া একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে "………তাহা হইলে ভজনের কি প্রয়োজনীয়তা" এই প্রশ্ন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই ৩৯নং পত্র লিখেন। গুরুভ্রাতাটির প্রশ্নের নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশটুকু বাদ দেওয়া হইল।

পরে মেঘরূপ প্রাপ্ত হয় এবং হিমালয় প্রভৃতি পাহাড়ে বৃষ্টির জল অথবা বরফ হইয়া পড়ে, তথায় পড়িয়া বরফও পুনরায় জল হয়, সেই জল ভূগর্ভে পতিত হইয়া পুনরায় স্বীয় উৎপত্তিস্থান সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বেগে নিম্নদিকে ধাবিত হয়। যে পর্য্যন্ত সমুদ্রকে প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহার গতি কোন প্রকারে বন্ধ হয় না। হিমালয়ের জল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নাভিমুখে দক্ষিণদিকে গমন করে, কিন্তু দক্ষিণদিকের রাস্তা ভগবান্ সোজা করিয়া রাখেন নাই, কোন স্রোতটি বা সোজা রাস্তা পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হয়, কোন স্রোত বা বাধা পাইয়া উল্টাদিকে ঘুরিয়া চলে এবং নানা দেশ তির্য্যগ্‌ভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পুনরায় নিম্নে দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অবশেষে সকল স্রোতই সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, কেহ বিলম্বে কেহ শীঘ্র এইমাত্র প্রভেদ। বিধাতা কোন কোন স্রোতকে কোন কোন স্থানে নানাপ্রকার তির্য্যগ্‌ভাবে চালিত করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করাইয়া পরে পুনরায় নিম্নের দক্ষিণ-দিকস্থিত সমুদ্রাভিমুখে চালিত করেন। তাহাতে ঐ সকল স্রোতের পক্ষে সমুদ্রপ্রাপ্তি বিলম্বে হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফলে ভারতের নিম্ন সমস্ত স্থানই জলপূর্ণ, যেখানে মৃত্তিকা খনন কর কিছুদূর নিম্নে গেলেই তথায় জল পাওয়া যায় এবং অসংখ্য নরনারী সেই জল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই দিকে ঐ সকল স্রোতের পক্ষে ঘূর্ণায়মান রাস্তায় চলিয়া

সমুদ্রে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত বস্তুতঃ কিছু ক্ষতি নাই; কারণ কাল অনন্ত, সহস্র অথবা লক্ষ বৎসরও তৎসহ তুলনায়, সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুবৎও নহে, অতএব এই বিলম্ব অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ঘূর্ণায়মান রাস্তায় এমন কি উল্টাদিকে চলিবার দরুণ জাগতিক সর্ব্বস্থানের জীবের পক্ষে তদ্দ্বারা কল্যাণই সাধিত হয়। যদি স্রোতসকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট জীব মনে করা যায়, তবে তৎসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহাদের মধ্যে যেটি জানে যে ঘুরিয়াই যাউক অথবা সোজাই যাউক, তাহার গতি সমুদ্রে হইবেই, সেইটির মনে অশান্তি হয় না। যেরূপ ঘূর্ণিত রাস্তায়ই যাউক না কেন, সে যথার্থদর্শী হইলে মনে করিবে বিধাতা তাহাকে ঘুরাইয়া নিয়া অসংখ্য জীবের কল্যাণই সাধিত করিতেছেন; তাহার সমুদ্রপ্রাপ্তি যখন নিশ্চয়ই আছে, তখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া সে ক্লেশবোধ করে না, শান্তিতেই বিধাতার অধীন হইয়া আপন পথে চলিতে থাকে। আর যে সকল স্রোত এই তত্ত্ব অবগত নহে, নিজে চলিতেছে এইমাত্র জানে, কোন্‌খানে গিয়া শেষে পড়িবে তাহা জানে না এবং কি উদ্দেশ্যে কাহার দ্বারা চালিত হইয়া বক্রগতি অবলম্বন করিতেছে তাহা বুঝে না, সেই সকল অজ্ঞ স্রোত নিজের বক্রগতি দেখিয়া নিজেকে ধিৎকার দেয়, এবং কাজেই ক্লেশভাগী হয়। পূর্ব্বের উল্লিখিত জ্ঞানী স্রোতটি কখনও বক্রগতিতে চলিলেও তন্নিমিত্ত ক্ষুণ্ণ হয় না।

জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়বিধ স্রোতই বিধাতাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া কখন সরল, কখন বক্রপথে চলে, কিন্তু জ্ঞানী স্রোতটি কদাপি তন্নিমিত্ত ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ক্লেশভাগী হয় না, অজ্ঞানীটি ক্লেশমগ্ন হয়। সাংসারিক জীবসম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ অবস্থা জানিবে। সকলেই ভগবৎশক্তিতে পরিচালিত হইয়া বিশ্বাধিপতির জাগতিক ব্যাপার সাধিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টির অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, বক্রগতি ও সরলগতি উভয়ই সেই শোভারই বর্দ্ধক। সকলই সমুদ্রস্বরূপ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই দিকে তাঁহাকেই প্রাপ্তির নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে এবং তাঁহাকেই অন্তিমে লাভ করিবে; পরন্তু জগৎপাতার বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকার কর্ম্মগতি লাভ করিয়া তাঁহারই অনন্ত কৌশলের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত স্রোতসম্বন্ধে যেমন একটির ঘূর্ণায়মান বক্ররাস্তার গতি পরিত্যক্ত হইয়া সরল রাস্তার গতি প্রাপ্ত হওয়া দেখিয়া, ইহার সমুদ্রপ্রাপ্তির সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বোধে এইরূপ বলা যাইতে পারে, যে এই স্রোতটি কৃতকৃত্য হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়া ইহার প্রশংসা করা যাইতে পারে; তদ্রূপ শীঘ্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক কর্ম্ম (যাহাকে সৎকর্ম্ম বলে তদ্রূপ কর্ম্ম) করিতে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করা যায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে বিলম্ববোধক কর্ম্মকে দেখিয়া তাহার নিন্দা করা যায়। পরন্তু এইরূপ নিন্দাস্তুতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অজ্ঞানেরই

পরিচায়ক। অতএব ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে"। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে অপরের দোষদর্শনকেই দোষ বলে। ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ত সকল জীব চলিতেছেই; কিন্তু এই বিষয়ের জ্ঞান-উদ্দীপনের নিমিত্তই **ভজন**, ভজনের ফলে ক্রমশঃ এই জ্ঞান উদিত হয়। **এই নিমিত্ত যে যে পথে সংসারমার্গে চলুক না কেন, সর্ব্বত্রই ভজনের আবশ্যকতা আছে।** তবে ভজন করা মাত্রই অথবা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সমস্ত কার্য্য এই ঈশ্বরাধীন এই কথা শুনিবামাত্রই সেই জ্ঞান স্থায়ী হয় না। বহুদিন সাধন ও মনন করিতে করিতে ইহা পাকা হইতে থাকে। **পরন্তু কোন কালেই এই বিষয়ের চেষ্টা একান্ত নিষ্ফল হয় না, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কার্য্য করেই এবং ফল দেয়ই;** তবে ইহা অনুভবের বিষয়, সকলের সকল সময় হয় না; তোমার শরীর প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তাহা তুমি অনুভব কর না, তোমার সঙ্গীয় লোকেও তাহা অনুভব করে না, দীর্ঘকাল পরে তাহা অনুভূত হয়। এইরূপ ইহাও জানিবে। স্থূল দেহের পরিবর্ত্তনও স্থূল, সুতরাং তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদি সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ অতি সূক্ষ্ম, ইহার পরিবর্ত্তন অতি অল্পে অল্পে হয় এবং অতি দীর্ঘকালে ধরা পড়ে। কিন্তু পরিবর্ত্তন হইতেছেই। ভজন বৃথা যায় না, ইহার ফল অনেক

স্থলে দীর্ঘকালে প্রকাশ পায় এইমাত্র প্রভেদ। পত্রে আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। অতএব এইস্থানে এই বিষয় শেষ করিলাম। তুমি ইহা ভালরূপ চিন্তা করিয়া ফল আমাকে জানাইবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৭ই জ্যৈষ্ঠ

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। একাদশীর ব্রত কোন কোন বার আমাদের নিয়মানুসারে দ্বাদশী তিথিতে পড়ে। ইহা সত্য। কিন্তু ভগবান্ অন্তর্দ্দর্শী, তিনি তোমার অবস্থা অবশ্য দেখিতেছেন। তোমার দ্বাদশীতে ব্রত করিতে অসুবিধা * হইলে স্থানীয় নিয়মানুসারে তুমি পূর্ব্ব দিবসই করিবে; দুই দিবস উপবাস করা বিধি নহে এবং তোমার শরীরেও তাহা সহ্য হইবে না। যে দিবস ব্রত করা যায় তৎপর দিবস নিয়মিতরূপ পারণ

* এই গুরুভগিনীটি বালবিধবা, পিতৃগৃহে থাকিতেন এবং এই সময়ে সেই সংসারের কর্ত্তৃপক্ষ ও গুরুজনেরা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজজীর শিষ্য হয়েন নাই (পরে হইয়াছিলেন)। তাঁহারা তৎকালে তাঁহাদের বিবেচনা মতে উপযুক্ত দিনে একাদশী না করিলে ছাড়িতেন না, অথচ সাম্প্রদায়িক নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে মনে করিয়া কখনও কখনও তিনি দুই দিনই উপবাস করিতেন।

করিতে হয়। অতএব তুমি দুই দিবস উপবাস করিও না। ইহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না। অবশ্য পুনরায় আমার দেখা পাইবে; তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইও না। মাই, দুঃখ সুখ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অনুসারে সকলেরই ভোগ করিতে হয়; তাহা ভোগ না করিলে ক্ষয় হয় না। তোমার এইরূপ অবস্থা চিরদিন রহিবে না। কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মনে সন্তোষ ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে থাক, দুঃখ কাটিয়া যাইবে। শ্রীমান্ —বাবু উৎসবের সময় এখানে আসিতে পারে, আসিলে তাহার সঙ্গে গোপীচন্দন দিয়া দিব। নতুবা তুমি পুনরায় পত্র লিখিও, ডাকে পাঠাইয়া দিব। গোপীচন্দনের অভাবে গঙ্গা মৃত্তিকা, তদভাবে তুলসীতলার মৃত্তিকা লইয়া তিলক স্বরূপ করিবে। তোমাদের প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।১০।৩২

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র * পাইয়াছি এবং তোমার প্রেরিত পাঁচ টাকা গতকল্য প্রাপ্ত হইয়া পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

* অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং নিম্নজাতিদিগের মন্দিরপ্রবেশ সম্পর্কে উপদেশ চাহিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট তাঁহার জনৈক শিষ্য পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই উত্তর।

নিম্নজাতীয় লোকের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা অথবা বিদ্বেষ-বুদ্ধি রাখা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এইক্ষণকার কালে যেরূপ ঘৃণার সহিত ব্যবহার অনেক সময় করা হয় তাহার অনুমোদন আমি করি না। মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া সকল জাতীয় লোকেরই ঠাকুর দর্শন করিতে কোনও বাধা আমি দেখি না। যাহারা ঠাকুর দর্শন করিতে যান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও মন্দিরের ভিতরে তাঁহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। বাহির হইতেই দর্শন করেন। যে স্থান হইতে তাঁহারা দর্শন করেন, সেই স্থানে অন্য সকল শ্রেণীর লোকই গিয়া দর্শন করিতে কিছু আপত্তি দেখি না।

সকল জাতীয় লোকের হাতে পাক করা খাদ্যদ্রব্য সকলেই খাইতে পারে এমন কোন মত গান্ধীজী প্রচার করেন নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বয়ং স্বপাক খান এইরূপ আমি অবগত হইয়াছি। আর যদি তাঁহারা অন্যরকম মত প্রচারিত করিতেন, তথাপি তাহা আমাদের গ্রহণীয় নহে। ইহা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। তবে এইক্ষণকার কালে যে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে গুণগত ভেদ তেমন দৃষ্ট হয় না। অতএব কেবল প্রাচীন বৈজ্ঞানিক আদর্শ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরা সকল জাতীয় লোকের হাতে খাওয়ার অনুমোদন করি না। এইক্ষণকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অন্ত্যজ জাতীয় মনুষ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং অপকৃষ্ট-জাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গুণ দেখিতে

পাওয়া যায়। আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত সামাজিক ভেদ একেবারে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা না করিলেও ব্যবহারিক ভেদ রক্ষার বিষয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। সর্ব্বসাধারণভাবে যাহা সমাজে চল হইয়া যায় তাহার সহিত বিরোধভাব যত কম রাখিয়া চলা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা, করা উচিত। এই উভয় দিক্ লক্ষ্য করিয়া কাজ করিলে কোনও গোলমাল হইবে না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২১।২।২৯

পরমকল্যাণবরেষু—

—বাবু *, আপনার পত্রসহ আপনার প্রণীত The Appeal of a Hindu to Critics of Jesus Christ গ্রন্থ পাইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার উল্লিখিত কোন কোন বিষয়ে আমার অভিমত আপনাকে জানাইতে লিখিয়াছেন, তন্নিমিত্ত এবং পুস্তকখানির আয়তন তত বৃহৎ নহে, বিশেষতঃ এক সুপ্রসিদ্ধ মহাজনের চরিত্র বিষয়ক

* এই ভদ্রলোকটি আমাদের গুরুভ্রাতা নহেন। The Appeal of a Hindu to Critics of Jesus Christ নামক একখানি পুস্তিকা ইনি লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজজীর নিকট পড়িয়া অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিচার ইহাতে সন্নিবেশিত আছে এইরূপ আপনার গ্রন্থের নাম হইতে বুঝিয়া, আমি ইহা তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু দেখিয়া লইব মনে করিয়া ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু কিছু পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের বিচারপ্রণালীর গাম্ভীর্য্য ও উদারতা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করাতে ক্রমশঃ আমি সমস্ত গ্রন্থই পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। যথার্থ হিন্দুদিগের পক্ষে মহাজনদিগের চরিত্র যেরূপ অন্তরে বিচার করিতে হয়, আপনি এই গ্রন্থে তদ্রূপই করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কেবল কতকগুলি আচার নিয়ম মাত্র বুঝায় না এবং ইহা কেবল কোন বিশেষ দেশবাসী বিশেষ শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম নহে; ইহা সনাতন ধর্ম্ম, মনুষ্যমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে এবং মনুষ্য-মাত্রকেই ইহার উপদেশ সকল বিষয় করে *। ইহা সর্ব্ববিধ মনুষ্যের সর্ব্ববিধ প্রকৃতির উপযোগী ধর্ম্ম। পরন্তু মানবপ্রকৃতি অনন্ত প্রকার ভেদবিশিষ্ট, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ সকল দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে অনন্ত প্রকারের হইয়াছে। আচার নিয়মের উপদেশ ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে আছে সত্য; তাহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ ধর্ম্মের উচ্চ উপদেশ সকল ধারণা করিবার জন্য শরীর এবং মনের বিশেষ পবিত্রতার আবশ্যক; সেই পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত সাধারণ জীবের

* "মনুষ্য মাত্রকেই ইহার উপদেশ সকল বিষয় করে", অর্থাৎ এই ধর্ম্মের উপদেশসমূহ মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে উপযোগী।

সর্ব্ববিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্তৎবিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত আচার নিয়ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে উচ্চ জ্ঞানলাভের উপযোগী পবিত্রতা মনের ও শরীরের সম্বন্ধে আসিতে পারে না। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন "আচারহীনন্ত ন পুনন্তি বেদাঃ", অতএব তৎ-প্রদর্শিত আচারকে হিন্দুগণ খুব মর্য্যাদা করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু আচারবিষয়ক উপদেশ সকলও ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে অতিশয় বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। পরন্তু এই সকল আচার মাত্রই হিন্দুধর্ম্ম নহে; আচার নিয়ম যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র, এই সকল প্রকৃত অন্তরঙ্গ ধর্ম্মসাধনের সহায়কারী মাত্র; অন্তরঙ্গ সাধনের সহিত যুক্ত থাকিলেই এই সকল উপকারী হয়; নতুবা অনেকস্থলে কুফল উৎপাদন করে। যেমন ধন সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে শুভ-কার্য্যের সাধক হয়; কুপাত্রের অধিকৃত হইলে তাহা কুকার্য্যেরই আনুকূল্য করে; ইহাও তদ্রূপ।

অন্তরঙ্গ সাধন বিষয়েও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ সকলের বহু পার্থক্য আছে। অন্তরঙ্গ, অন্তরঙ্গতর, অন্তরঙ্গতম প্রভৃতি বহু ভেদ থাকা ইহাতে দৃষ্ট হয়। সাধকগণ উত্তরোত্তর উর্দ্ধভূমি সকল যেমন লাভ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধনোপদেশ সকলও সদ্বিবেচক গুরু পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন।

অপরাপর যে সকল প্রাচীন ধর্ম্ম মনুষ্যলোকে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন অন্তরঙ্গ-সাধন-আদর্শ নিহিত আছে; সুতরাং তৎসমস্তই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র; কোনটির সহিতই সনাতন সর্ব্বব্যাপী হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ নাই। অপরাপর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও যাহা নিজে যথার্থ সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা সত্য বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন তাহাই জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের উপদেশের সহিত তৎসমস্তের কোন বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অকাম মহাত্মা যীশু খৃষ্টের মুখ্য উপদেশ সকল আপনার গ্রন্থে একত্রিত করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের সহিত তাহার একবাক্যতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারই করিয়াছেন। ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত বস্তু। সকল দেশেই যেমন যেমন মনুষ্যপ্রকৃতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনি তেমনি ঋষিদিগের উপদেশসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভবের বিষয় হইতে থাকে; ইহা কল্পনামাত্র নহে। সুতরাং সকল দেশে এবং সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই ঋষিবাক্যের অনুরূপ উপদেশসকল দৃষ্ট হয়। অতএব খৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে আপনি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার কোনই অনভিমত নাই। অত্যলম্—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪৩

ওঁ হরিঃ

প্রিয়—, আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়াছিলাম তখন প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে সাকার উপাসনার সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার অর্থ যদি কেহ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, যে সকল দেবদেবীর উপাসনা বিশেষ বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তাঁহাদিগকে ইষ্ট-বুদ্ধিতে উপাসনা করা কর্ত্তব্য ইহাই আমার বলিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। জগতের সমস্ত রূপই ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু বিশেষ শক্তির প্রকাশ আছে, অন্যে তাহা নাই ; কিন্তু এই অনন্ত জীবশক্তির আশ্রয়রূপে এক ব্রহ্মই বর্ত্তমান আছেন, সমস্ত বিশেষ রূপই তদাশ্রিত, সকলই তাঁহার রূপ ইহা জানিয়া তাঁহাকে **সর্ব্বরূপীরূপে** উপাসনা করিবার সার্থকতা অবশ্য আছে। বস্তুতঃ জাগতিক সমগ্ররূপ এবং সমস্ত শক্তির আশ্রয়-রূপেই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে। এতৎ সমস্ত বাদ দিলে তাঁহাকে ধরিবার আর কিছু থাকে না। তিনি একান্ত অনির্দ্দেশ্য পদার্থ হইয়া পড়েন।

এইক্ষণ বিশেষ মূর্ত্তিমান্‌রূপে উপাসনার বিষয়ও কিছু বলিব। প্রত্যেক জাগতিক বস্তু—প্রত্যেক জাগতিক জীব—কোন বিশেষ শক্তিময় এবং ইহাদিগের মধ্যে শক্তির প্রভেদ অনন্ত প্রকারের। কোন এক বিশেষ বস্তু (জীবকে) ইষ্টরূপে উপাসনা করিলে

সেই জীবে প্রকাশিত শক্তি সাধকে সঞ্চারিত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলেও সেই উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। ধ্যেয় বস্তু অথবা জীবেতে যে শক্তি আছে; তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটিমাত্র শ্রুতিবাক্যের বিষয় উল্লেখ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ভূমাবিদ্যা প্রকরণে ভগবান্ সনৎকুমার শ্রীমান্ নারদমুনিকে উপদেশ করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন শব্দকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। এই উপাসনার ফল বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন, এই উপাসনাদ্বারা শব্দের গতি যে পর্য্যন্ত সেই পর্য্যন্তই সাধকের আয়ত্তাধীন হয়। ইহা অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুর শক্তি অধিক আছে। সেই সকল বস্তু পর পর উল্লেখ করিয়া তৎ তৎ বস্তুর উপাসনার ফলে সেই বস্তুগত বিশেষ শক্তির লাভই যে উপাসনার ফল তাহা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে এই সীমাবদ্ধ শক্তিযুক্ত বস্তু—সাধারণ জীব অথবা দেবতাকে অভীষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া শাস্ত্রের উপদেশ নহে। ভগবানের যে বিশেষ মূর্ত্তিতে তিনি জীবকে পারগামী করিবার শক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন সেই মূর্ত্তিকেই অভীষ্টরূপে অর্চ্চনা করিলে জীব তদ্গত শক্তি লাভ করিয়া পারগামী হইতে পারেন। এই জগৎ সৃষ্টির প্রসারণ করিতে ভগবান্ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়াছেন, রুদ্র

তাঁহার সংহার মূর্ত্তি। বিষ্ণু জগতের স্থিতি কারণ এবং তিনি জগতের কল্যাণ বিধান করেন ও জীবকে পারগামী করিয়া থাকেন। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। প্রকাশিত জগতে ইনি সত্ত্ব-গুণের অধিপতি। সত্ত্বগুণই তাঁহার দেহরূপে কল্পিত হয়। নির্ম্মল সত্ত্বগুণের ভিতর দিয়া না গিয়া কেহ গুণাতীত বস্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ। সুতরাং মোক্ষার্থী ব্যক্তি সত্ত্বগুণময় বপু বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। "মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ" বাক্যে ইহা ঋষিগণ স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত সমস্ত দেবগণও তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রুতি স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনিই যে দেবতাসকলের নিত্য উপাস্য তাহা বেদ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই সর্ব্ববিধ যজ্ঞের ঈশ্বর বলিয়া সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ" এই বিষ্ণুই যে ভূভার হরণের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাও মহাভারত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭।২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭।২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭।২৩
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ৭।২৫
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭।২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ৭।২৯

এই সকল গীতার শ্লোকের অনুবাদ মৎসম্পাদিত গীতায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া লইও। এই সকল শ্লোকে দেখিবে :—প্রথম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অন্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি জগতের স্থিতি কারণ এবং নিয়ন্তা হওয়াতে তাঁহার নিয়ন্তৃত্বাধীনে যে অন্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে; এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন যে, শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল দেবদেবীর উপাসনা করিয়া অধিক অভীষ্ট ফল তাহাদিগ হইতে প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূলতঃ তিনিই তৎসমস্তের বিধান করিয়া থাকেন। ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে, কারণ জগৎ তাঁহার কৃপাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই জগতের নিয়ন্তা। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ২৩ সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিলেন যে, সেই সকল ফল অন্তবিশিষ্ট, সুতরাং তুচ্ছ, এবং যাহারা এই সকল অন্তবিশিষ্ট তুচ্ছ ফলের নিমিত্ত অন্য দেবদেবীর

উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি অতি অল্প, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তিনিই যে শাশ্বত অব্যয় পুরুষ তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ ২৯ সংখ্যক শ্লোকে বলিলেন যে, **যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী তাঁহারা তাঁহারই ভজন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্ হইয়া সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হয়েন।**

অতএব যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে যে শীতলা, মনসাপ্রভৃতি দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না, এমন কথা আমি বলিয়াছি বলিয়া বুঝিতে হইবে না। এই সকল দেবতা যথার্থ অস্তিত্বশীল উচ্চ শ্রেণীর জীব; কেবল বিশেষ প্রয়োজনার্থ তাঁহাদিগের সহায়তা অবলম্বন করা যায়। যেমন বৈদ্য হইতে রোগের উপশম বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, যেমন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করাতে ব্রহ্ম উপাসকের কোন অন্তরায় ঘটে না। বৈদ্য, শিক্ষক প্রভৃতিকে ব্রহ্মোপাসক সহায়কারী ব্রহ্মরূপেই ভাবনা করিতে যত্ন করেন। এই সকল দেবদেবী হইতেও প্রার্থনা দ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রহণ করিলে তাহাতে দোষ ঘটে না। তাঁহারাও ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত, এই বুদ্ধি স্থাপন করিয়া যিনি তাঁহাদিগ হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করেন, তিনি ব্রহ্ম হইতেই তৎসমস্ত লাভ করেন বলিয়া ধারণা করেন। পরন্তু যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষের শাখা, পল্লব প্রভৃতি সকলই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়

এবং সকলেই আপনার অধিকারগত বিষয় ঐ জল সিঞ্চন-কারীকে দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ মূল ব্রহ্মের (স্থিতিকারণ বিষ্ণুর) উপাসনা করিলে তদ্দ্বারা সকল দেবতাই প্রসন্ন হয়েন এবং সকলেই ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করিতে যত্ন করেন এবং কেহই সেই সাধকের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হন না।

এইরূপ সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত মহেশ্বরের উপাসনা খুব উপযোগী হয়। অতএব দেবোপাসনার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত প্রধানতঃ বিষ্ণুর ও তৎপরে মহেশ্বরের উপাসনা বিশেষ প্রশস্ত।

দেবতারা মিথ্যা কল্পনা নহে। "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" বাক্যে যে "কল্পনা" শব্দ আছে তাহার অর্থ ব্রহ্মই রূপ সকল ধারণ করেন, এই স্থলে কল্পনা অর্থ মিথ্যা নহে। সাধকদিগের কল্যাণার্থ তিনি রূপ সকল (ধারণ) করেন। সুতরাং সেই সকল মিথ্যা নহে। দেবতাসকল তাঁহারই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই ধৃত সেই সকল মূর্ত্তি তাঁহারই দ্বারা ধ্যাত হইলে তিনি তৎতৎ মূর্ত্তিতে সাধকের নিকট প্রকাশিত হন। ভিন্ন পৃথক্‌রূপে সেই সকল অস্তিত্বশীল দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্রহ্মসত্ত্বায় বর্ত্তমান আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণলীলাকে বর্ণনা উপলক্ষে গোপিকাদিগের কথা কেবল আনুসঙ্গিকরূপে তাহাতে উল্লিখিত আছে। গোপিকাদিগের মধ্যে ভেদ করিয়া

তাহাদের বিশেষভাব বর্ণনা করা গ্রন্থের অভিপ্রায় নহে। যেমন মহাভারত কুরুবংশীয়দিগের কীর্ত্তিবর্ণনার গ্রন্থ। কেবল আনুসঙ্গিকরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার কিয়দংশ তাহাতে বর্ণিত আছে। যে অংশের সহিত কুরুবংশীয়দিগের সম্বন্ধ আছে কেবল সেই অংশই মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ব্রজলীলা বিশেষরূপে মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। পরন্তু মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া অন্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের জন্মলীলা ও ব্রজলীলা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করা উচিত নহে। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে রাধিকার নাম ও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা না থাকাতে অন্য গ্রন্থে বর্ণিত তাঁহার বিবরণ মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন হেতু নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণে তাঁহার বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং দুর্গা ও রাধিকা যে পরস্পর হইতে বিভিন্ন নহেন তাহাও তাহাতে বর্ণিত আছে। যাহাই হউক কেবল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির ধ্যান কখনই নিষ্ফল নহে। শ্রীরাধিকা ভিন্ন তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যানও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ।

শতদিকে সর্ব্বদা সাধকের মন ধাবিত হইতেছে; মন্ত্রশক্তি এবং সাধনের দ্বারা এই চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া এক ভগবন্নিষ্ঠ হয় এবং এইরূপ হইলেই ইহাকে ঐকান্তিকতা বলে। ঐকান্তিকতা লাভ করা মুখের কথা নহে। বহু সাধনের ফলে তাহা ঘটিয়া থাকে। তাহা ঘটিলে ভগবানের প্রতি স্থায়ী অনুরাগ জন্মে; তাহাকেই পরাভক্তি বলে এবং ইহা উপজাত হইলে তিনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন।

৪৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩।২।৩৪

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সেবাবুদ্ধিতে অপরকে ভগবৎমন্ত্র দিলে তাহাতে কিছু দোষ হয় না। নিজে অন্যের গুরু হইতেছি, কি হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া যিনি শিষ্যকে মন্ত্র দেন বা ব্যবহার করেন তাঁহার শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে, কিন্তু ভগবানই এই দেহ অবলম্বন করিয়া শিষ্যের প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন এইরূপ মনে করিয়া যিনি মন্ত্র দান করেন, তাঁহার কোন শক্তিক্ষয়ের কারণ নাই, ভগবান্ তাঁহার শক্তি পূরণ করিয়া দেন। একজন রোগীকে ঔষধ ও পথ্যাদি দান করিলে যেমন কাজ করা হয়, আধ্যাত্মিক অভাবযুক্ত লোককে ভগবৎমন্ত্র দান করিলেও তাঁহার তদ্রূপ সেবা হইয়া থাকে, এই সেবাবুদ্ধিতে মন্ত্রদান করিলে নিজের কোন ক্ষতি হয় না। * * * *

সাদা পাড়ের কাপড়ই সাধারণতঃ দীক্ষার সময় দেওয়া উচিত। তোমাদের পক্ষে সাধারণতঃ অন্যের উচ্ছিষ্ট না খাওয়াই উচিত, তবে পিতামাতার * উচ্ছিষ্ট প্রয়োজন হইলে

* প্রয়োজন হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাইতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনুমোদন করিতেন।

খাইতে দোষ নাই। তোমরা আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক (বঃ) শ্রীসন্তদাস

৪৫

ওঁ হরিঃ

শিবপুর আশ্রম, ১৩ই শ্রাবণ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি অনেক প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ, কিন্তু তাহা পত্রে লিখা যায় না, তবে দুইটি প্রশ্নের উত্তর পত্রে লিখিবার যোগ্য, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

যথার্থ বৈষ্ণবের পক্ষে সকল দেবতাই উপাস্য বিষ্ণুর অঙ্গীভূত, সুতরাং কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। বিষ্ণুর প্রসাদ-বুদ্ধিতে দৃষ্টতঃ অন্য দেবতার প্রসাদকেও গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে কিছু দোষ ঘটিবে না। কিন্তু ঐ প্রকারের সর্ব্ববিধ প্রসাদ গ্রহণীয় নহে, মদ্যমাংসাদিযুক্ত অন্য দেবপ্রসাদ কদাপি গ্রহণ করিবে না, তবে তাহাতেও অবজ্ঞা করিবে না, তদ্রূপ প্রসাদ গ্রহণ করিতে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া গ্রহণ করিবে না। অন্যান্য দেবতার যে সকল পূজা সামাজিক লোক করিয়া থাকে তাহা প্রায়শঃ সকাম পূজা, কোন বিশেষ ফল লাভের নিমিত্ত সেই সকল পূজা হইয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তের সেই সকল পূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; বিষ্ণুভক্ত আপনার

মনের আব্দার যাহা কিছু হয়, তাহা আপন ইষ্টদেবকেই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং সকল প্রকার ফলই দিতে পারেন। তবে যাঁহাদের ভক্তি বিশুদ্ধ তাঁহারা ভগবৎপ্রীত্যর্থই তৎপূজা ও আরাধনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিজের সম্বন্ধে কামনা পূরণের জন্য যে আরাধনা করেন এমন নহে, কিন্তু তাঁহারা কামনা না করিলেও তাঁহাদের অভাব সকল ভগবান স্বয়ং পূরণ করিয়া দেন।

"ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থ বহুকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; তুমি লিখিয়াছ একস্থানে 'মন্বন্তর' শব্দ লিখা আছে, সেই স্থানে 'মহাযুগ' শব্দ লিখা উচিত। ইহা হইতে পারে, তবে বোধ করি গ্রন্থ পড়িলেই, এই ভুল থাকিয়া থাকিলে, তাহা আপনা হইতে ধরা পড়িবে। তোমার অপর জিজ্ঞাস্য বিষয়ে যদি তোমার একান্ত জানিতে ঔৎসুক্য হয় তবে এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিও, যাহা জানি বলিয়া দিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক (বঃ) শ্রীসন্তদাস

৪৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬. ১. ৩১ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি বিষ্ণুপূজা করিতে পার এবং করা ভাল। তোমার পুরোহিত যে পূজাবিধি

লিখিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ মন্ত্রপূর্ব্বক পূজা করা তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। পূজার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে, তৎসমস্ত পত্রে লিখা যায় না ও আমার তত সময়ও নাই। সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি ; তদ্রূপ কার্য্য করিবে।

(১) **সংক্ষেপে পূজা** :—প্রথমে স্নান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করিবে। তুলসী, পুষ্প ও চন্দন এবং অর্ঘ্য-পাত্র (জলশঙ্খ) ও পূজার জল, নৈবেদ্য প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিবে। অবশ্য তৎপূর্ব্বে ঘর মুক্ত করা চাই। নৈবেদ্যে কিছু মিষ্টদ্রব্য অথবা ফল রাখিলেই চলিবে। এইরূপ করিয়া ধূপপাত্রে ধূপ জ্বালাইবে এবং ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইবে। তৎপর ওঁ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ গরুড়ধ্বজ। উত্তিষ্ঠ কমলাকান্ত ত্রৈলোক্যমঙ্গলং কুরু ॥ এই মন্ত্র হাত জোড় করিয়া ভগবানের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন করিবে। তৎপর কিছু মিষ্টান্নভোগ তাঁহাকে নিবেদন করিবে। মিষ্টান্নের উপর ইষ্টমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া তাহা ভগবানকে ঐ ইষ্টমন্ত্র দ্বারাই নিবেদন করিবে। ঐ মিষ্টান্নের সঙ্গে এক গ্লাস পানীয় জল রাখিয়া তাহাও এক সঙ্গে ভগবানকে নিবেদন করিবে। তৎপর ইষ্টমন্ত্রের দ্বারাই ধূপ দীপ প্রদর্শন করাইবে। তৎপর স্নান করাইবে। চিত্রপটে পূজা করিলে ঠাকুরজীর গামছা ভিজাইয়া পুছিয়া ফেলিবে। তৎপর ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা চরণে চন্দন, তুলসী ও পুষ্প দান করিবে। পুনঃ পূর্ব্ব প্রকারে কিছু ভোগ দিয়া ধূপ দীপ ইত্যাদি দ্বারা আরতি করিবে।

তৎপর স্তুতি পাঠ করিয়া আত্মনিবেদন পূর্ব্বক পূজার দোষ ক্ষমা করিতে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক এইভাবে পূজা করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।

(ক) ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা তুলসী ভগবানে অর্পণ করা যায়।

(খ) ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুদেবকেও তুলসী অর্পণ করা যাইতে পারে কিন্তু ব্যবহারতঃ অনেক বৈষ্ণব তাহা করেন না।

(গ) কোনও প্রকার অশৌচেই মালাজপ অথবা তিলক ধারণ নিষিদ্ধ নহে, তাহা সর্ব্বদা করিবে।

(ঘ) স্ত্রীলোক মাসে মাসে অশুচি হইয়া যে তিন দিবস স্নান করিবে না, সেই তিন দিন নূতন করিয়া তিলক ধারণ করিবে না এবং জপের মালা স্পর্শ করিবে না। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে; তৎপর তিলকস্বরূপ করিবে ও মালা স্পর্শ করিয়া জপ করিবে।

(ঙ) রাধা, কৃষ্ণ ও গুরু এই তিন জনের মূর্ত্তি একত্র থাকিলে অর্থাৎ এক আসনে অথবা কুর্শির উপর থাকিলে সকলকে একসঙ্গে ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা অন্ন, ফলমূলাদি ও জল ভক্তি-পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। ঐ তিন মূর্ত্তিকেই একেরই তিন মূর্ত্তি জ্ঞানে একসঙ্গে নিবেদন করিবে। তুমি কায়স্থ হইলেও নিজ ইষ্ট দেবতার পূজার অধিকারী। প্রীতি-পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে অন্নপাক করিয়া ভগবানে অর্পণ করিয়া প্রসাদ পাইবে। তাহাতে কোনও দোষ নাই। আমার

পূজ্যপাদ গুরুদেবকেও ঐ প্রকারে অন্ন নিবেদন করিতে পার।

(চ) জগন্নাথক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহা খাইতে দোষ নাই। কিন্তু উচ্ছিষ্টই খাইতে হইবে এমন কোন নিয়মও নাই।

(ছ) ছেলেপেলে কিম্বা অপর কাহারও সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করা নিয়ম নহে। ছেলেপেলেকে একান্ত এক সঙ্গে বসাইতে হইলে নিজ পাত্র হইতে অন্ন তুলিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া যায়। বালক নিজ হাতে খাইতে না পারিলে অন্য কেহ খাওয়াইয়া দিতে পারেন।

(জ) আমাদের দীক্ষা বেদ ও তন্ত্র উভয়ের অনুমোদিত।

(ঝ) দশমী ও একাদশী এক দিবসে হইলে অর্থাৎ যে দিনে একাদশী সেই দিনে দশমী যদি কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে তবে সেই একাদশীকে দশমীবিদ্ধা একাদশী বলে। বিদ্ধা একাদশীতে আমাদের ব্রত করা নিষেধ। পরদিন যদি একাদশী কিছুমাত্র না থাকে তথাপি সেই দিবসেই ব্রতোপবাস করিবে। আমাদের সম্প্রদায়ে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে অর্থাৎ ৪৫ দণ্ডের পর হইতেই দিবসের আরম্ভ বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ৫৬ দণ্ডের পর হইতে দিবস আরম্ভ বলিয়া গণনা করা হয়। পঞ্জিকায় ঐ ৫৬ দণ্ডের অধিক ব্যাপী দশমী হইলে ঐ দিবস বৈষ্ণব মতে একাদশী নহে, তৎপর দিবস একাদশীর ব্রত বলিয়া উল্লেখ থাকে।

আমাদের ৪৫ দণ্ডের পর। তুমি নিজে ব্রত বিচার করিতে না পারিলে বৈষ্ণবমতে একাদশী যে দিন লিখে সেই দিনই করিতে পার।

(ঞ) তোমার মন্ত্র কত অক্ষরের তাহা অন্যের নিকট বলিবে না। যিনিই স্বপ্নে উপদেশ করিয়া থাকুন, অন্ততঃ তিন হাজার করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। একান্ত যদি কোনও দিবস কোনও কারণে প্রতিবন্ধক ঘটে, অন্য দিবস সংখ্যা পূরণ করিবে। বিষয়-বাসনা যে পরিমাণে নিবৃত্ত হইবে, সেই পরিমাণে মন ভগবদ্ভজনে নিবিষ্ট হইবে। সাধ্য মতন চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব মন স্থির করিয়া জপ করিবে। কিন্তু মন স্থির না হইলে যে জপ করিবে না এরূপ নহে। জপ করিবেই—মন স্থির হউক আর না হউক।

(ট) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আমাদের এখানকার আশ্রমে যেরূপ দেখিয়াছ তদ্রূপই ধ্যান করিবে।

(ঠ) দাস্যভাবের অর্থ অধীনভাব। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন, তুমি আমার আত্মাস্বরূপ, আমি যন্ত্রমাত্র এইরূপ বোধ। তোমার সখা ভাবে মনে হয় তুমি করিতে পার কিন্তু যে ভাবেই হউক একাত্মতা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌কে প্রভু, পিতা ইত্যাদি সম্বোধন করাতে কোনও দোষ নাই। শ্রীরাধিকাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্‌রূপে না দেখিয়া তাঁহারই একাঙ্গরূপে ভাবনাই প্রশস্ত। পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে

হইলে তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে কোনও দোষ নাই। আমাদের সম্প্রদায় গৌড়ীয় সম্প্রদায় নহে। তাঁহাদের প্রণালীর অনুকরণ করা তোমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। তাহা করিবে না। আমি যেরূপ দাস্যভাবের বর্ণনা করিলাম এইরূপ দাস্যভাবের ভজনকেই প্রশস্ত জানিবে। গুরু-শিষ্য-সংবাদ পুস্তক পড়িতে পার।

(ড) গোপীচন্দন ও গঙ্গামৃত্তিকার একান্ত অভাব ঘটিলে সেই সময় তুলসীতলার মৃত্তিকার দ্বারা তিলক করিবে।

(ঢ) মাংস খাওয়া বৈষ্ণবের পক্ষে নিন্দনীয়। পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ তাহাতে লোভ প্রথম প্রথম উপস্থিত হইতে-পারে। কিন্তু তাহা দমন করিয়া সংযম অভ্যাস করাই উচিত। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন,···শে মাঘ, ১৩২৫ সাল

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি কি প্রকারে বিকার নষ্ট হয় জানিতে চাহিয়াছ। পরন্তু সদ্‌গুরু কৃপা ভিন্ন বিকার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। নিম্নলিখিত প্রকারে চলিতে পারিলে এক বৎসরে বিকার অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে, ভরসা করি।

১। তোমার দেহ-সম্বন্ধীয় ভোগ দিবার জন্য জগৎ-স্বামী

তোমার স্বামীর দেহে বর্ত্তমান আছেন, জানিয়া তাঁহার সেবা ভক্তিপূর্ব্বক করা চাই এবং অপর পর-পুরুষের সঙ্গের অভিলাষ মন হইতে সর্ব্বদা বিসর্জ্জন করা চাই; মন অন্যদিকে যাইতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাসন করিয়া ধিৎকার দিয়া মনকে ফিরাইতে প্রযত্ন করা আবশ্যক।

২। সর্ব্বদা নিষ্কপট সরল ব্যবহার সকলের সহিত করা আবশ্যক। মিথ্যা কপট বাক্য সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

৩। পর-নিন্দা করিবে না।

৪। আত্ম-প্রশংসা কদাপি করিবে না।

৫। কার্য্য কর্ম্মে সর্ব্বদা আলস্য বর্জ্জন করা চাই। সদা গৃহকর্ম্ম করিবে এবং ক্ষমাশীল হইয়া সদয় ব্যবহার দ্বারা দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলের সেবা করিবে।

এই পাঁচটি কর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়ম করিয়া আভ্যন্তরিক বিশুদ্ধতা পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা ভগবান্ সঙ্গে আছেন ইহা ধ্যান-ধারণা করিয়া চলিতে চলিতে ধারণা যত দৃঢ় হইবে ততই শীঘ্র শীঘ্র নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইবে।................।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৪৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৩. ১০. ২৭ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। নিম্নে প্রশ্নের উত্তর লিখিলাম:—

১। প্রত্যূষে ৪।৪॥ টার সময় উঠা খুব ভাল; তখন বিছানায় বসিয়াই জপ করিলে যে কোন কুফল হয় তাহা নহে; কিন্তু মুখ ধুইয়া এবং শৌচে গিয়া ও অন্ততঃ কাপড় ছাড়িয়া আসনে বসিয়া জপ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরন্তু তাহা করিতে না পারিলে অন্ততঃ মুখ ধুইয়া বিছানায়ও বসিয়া জপ করা ভাল। তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না।

২। সাধ্য মতন মনকে সংযত করিয়া নাম জপ করিবে। কিন্তু মন চঞ্চলস্বভাব, স্বভাবতঃ বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়; তাহা সহজে স্থির হইবে না; স্থির করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু স্থির না হইলেও নাম করিবে, তাহাতেও অনেক উপকার হইবে।

৩। সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সকল সময়ে মনে মনে নাম স্মরণ করিতে অভ্যাস করাই বিধেয়; তাহাতে শৌচাশৌচের বিচার নাই। মালায় জপ করিতে যথাসম্ভব শুচি হইয়া বসিবে।

৪। মৎস্য আহার বাঙ্গালীর পক্ষে আমি একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বলি না; তবে ছাড়িতে পারিলে ভাল। আর তীর্থস্থানে কখনও ইহা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—আমার নিকট পত্র লিখিতে প্রত্যেক পত্রে নিজ ঠিকানা দিবে।

৪৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন ৮. ১. ৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয় —, তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তৎসহ ৫৫৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার অভিপ্রায় অনুসারে তোমার প্রেরিত টাকার দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ দেওয়া হইবে এবং আশ্রমস্থ সাধুদের সেবা করান হইবে এবং তোমার লিখিত দুইজন ব্রজবাসী ও চার জন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। দক্ষিণাদি তোমার লিখিত অনুসারে দেওয়া হইবে।

তোমার প্রশ্নের উত্তর সকল সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি ঃ—

১। প্রস্তরের উপরে অঙ্কিত শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্নে তুলসী গঙ্গাজল তুমি এবং তোমার অবর্ত্তমানে * তোমার স্ত্রী দিতে পার। তাহাতে কোনও দোষ নাই। তোমাদের ইষ্টমন্ত্রের দ্বারাই ঐ জল তুলসী দিবে।

২। তুমি জপে বসিবার পূর্ব্বে তোমার পিতৃদেবকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতে কোনও দোষ নাই, ভালই।

৩। কালাশৌচ মধ্যে তীর্থদর্শন এবং দেবালয়ে পূজাদি দেওয় বিষয়ে কোন নিষেধ আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ভক্তি-পূর্ব্বক তাহা করিলে কোন দোষ হইবে না বলিয়াই আমার ধারণা

৪। কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়, এরূপ শাস্ত্রে লেখ

* অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে।

আছে সত্য, পরন্তু ইহাও ঐ সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে কাশীতে কোন পাপ কৃত হইলে মরণান্তে তাহার ফল অতি তীব্রভাবে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং কাশীতে মৃত্যু হইলেই যে পরম মোক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে ইহা বলিতে পারা যায় না। তবে কাশীতে মৃত ব্যক্তি যমের অধিকারগত হয়েন না। তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত রুদ্রের পিশাচগণের দ্বারা বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা দণ্ডিত হয়েন এবং দণ্ডভোগান্তে তাঁহাদের পাপ ক্ষীণ হইলে তাঁহারা রুদ্রপ্রদত্ত জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরে মোক্ষমার্গ লাভ করেন। বস্তুতঃ মুক্তি অনেক প্রকারের। উপযুক্তরূপে গয়াতে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে মুক্তি হয় লেখা আছে। সেই মুক্তি পরম মোক্ষ নহে যাহা পরম জ্ঞানী ও ভক্তদিগের প্রাপ্য। যমযাতনা হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সেই মুক্তির অর্থ। যাহা পরম মোক্ষ বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরম জ্ঞানী ও ভক্তদিগেরই লভ্য। কেবল কোন বিশেষ স্থানে মৃত্যুতে তাহা লব্ধ হয় না।

৫। শ্রাদ্ধকার্য্য পরমমোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্যও করা উচিত। যেমন মহেশ্বরাদির পূজা পুষ্পাদি ও খাদ্য-দ্রব্যাদির দ্বারা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন এবং অর্চ্চনাকারীকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন, সেইরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের নিমিত্ত শ্রাদ্ধীয় দানে তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন। যেমন দেবতাদিগের ঐ সকল পূজা দ্রব্যাদির অভাব নাই, তদ্রূপ মোক্ষ-প্রাপ্ত পুরুষদিগেরও শ্রাদ্ধে প্রদত্ত দ্রব্যের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তথাপি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দানকর্ত্তার যে প্রীতি প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা দেবতা ও মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ উভয়েই প্রসন্ন হয়েন এবং দাতার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যাঁহারা পরম মোক্ষলাভ করেন নাই, আপেক্ষিক মুক্তি মাত্র লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ত শ্রাদ্ধকার্য্যে উপকারই হইয়া থাকে। অতএব সকলের সম্বন্ধেই শ্রাদ্ধকার্য্য কর্ত্তব্য।

৬। তোমার পিতৃবিয়োগজনিত মনস্তাপ আর অল্পকালই স্থায়ী হইবে। কাল সকল দুঃখকেই ক্রমশঃ দূর করিয়া দেয়।

৭। দানকৃত কলসী অথবা তাহার মূল্য তুমি যাহাই ইচ্ছা কর তাহাই পাঠাইতে পার

৮। পত্রে অধিক লেখা সুবিধাজনক নহে। তোমার অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, যখন দেখা হইবে তখন বুঝিয়া লইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৫ই জ্যৈষ্ঠ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নে লিখিতেছি :—

১। গুরুতত্ত্ব এই যে গুরু পরমাত্মাই ; পরমাত্মাই তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপী হইয়াছেন।

২। আমার ডায়েরী যাহা নকল করিয়া লইয়াছ, তাহা

পাঠে উপকার বোধ করিলে পাঠ করিতে পার; ভালই। ইহাতে ভজননিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে।

৩। "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ও "শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবন-চরিতের পরিশিষ্টে" যে ভজন-প্রণালী লেখা হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হইলে তদ্রূপ করিবে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

৪। মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, মহাপ্রভু তাঁহার এক ভক্তকে কোন কারণে শাপ দিয়াছিলেন যে একশত জন্মের পূর্ব্বে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাহাতে সেই শিষ্য বলিল, তবে একশত জন্মের পরে ত নিশ্চয়ই হইবে। ইহা আর কতদিনই বা; এই বলিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আমার আর চিন্তা কি, আমার ত সর্ব্বাভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।" গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইলে শিষ্য নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়, মনে করে আমার ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেই। এই ধারণায় তাহার অন্তরের মালিন্য দূর হয়, প্রসন্নতা আসে এবং অন্তরে বল সঞ্চারিত হয়, ভয় দূর হয়; বল সঞ্চারিত হইলেই তাহার ভয়বিষয়ক স্মৃতি দূর হয়, এবং সিদ্ধিলাভ সহজ হয়। এই প্রণালী ঠিক জানিবে। তোমাকে ত বলিয়াছিই যে তোমার ভয় কিছু নাই। অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তবে উতলা হইতে নাই; সময় মত সকলই হয়। অসময়ে ব্যস্ত হইলে বিলম্বই ঘটে। ধীরে ধীরে প্রসন্নচিত্তে থাকিয়া অগ্রসর হইতে থাক, কল্যাণ লাভ করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

চতুর্থ অধ্যায়

সঙ্কটকালে কর্ত্তব্য

৫১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩।১০।২৮

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। পরন্তু তুমি আমার এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে—

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, সেই কর্ম্মানুসারে ফল সে ইহজন্মে প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি এতৎসমস্ত জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল বলিয়া জানিবে। কোন এক ব্যক্তিকে নিমিত্ত মাত্র খাড়া করিয়া বিধাতাপুরুষ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্ম্মের ফল-স্বরূপ সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি প্রভৃতি উপস্থিত করিয়া দেন, অতএব দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তিকে তোমার সুখ অথবা দুঃখদাতা বলিয়া মনে কর, বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তোমার কর্ম্মেরই ফল তুমি ভোগ করিতেছ ও করিবে। এই অভাব ও দুঃখের ভোগের দ্বারা তোমার জন্মান্তরের কৃত পাপ সকল ধৌত হইয়া তুমি নির্ম্মল হইবে। তবে যাহাকে নিমিত্ত-রূপে খাড়া করিয়া বিধাতাপুরুষ অপরের দুঃখ সংঘটন করেন, তাহার সেই কর্ম্মের ফল তাহাকে জন্মান্তরে অবশ্য ভোগ করিতে

হইবে ; পরন্তু সদ্বিবেচক লোক সেই অপকারী ব্যক্তিকে দয়াই করিয়া থাকেন। তিনি মনে করেন যে এই ব্যক্তির দ্বারা বিধাতা আমার মলিন কর্ম্ম সকল ধৌত করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ইহার জন্মান্তরে এই কর্ম্মের জন্য দুঃখই পাইতে হইবে, অতএব তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি দয়াই করিয়া থাকেন। যেমন ম্যাথরের দ্বারা পাইখানা পরিষ্কার করান হয়, তাহাতে সকলের বাটী পরিষ্কার থাকে, কিন্তু সেই কার্য্যের ফলে ম্যাথর পতিত অস্পৃশ্য হইয়া থাকে ; ইহাও তদ্রূপ জানিবে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ ম্যাথরের কৃতকর্ম্মকে তাহার নিজের উপকার জানিয়া ম্যাথরের প্রতি সদয়চিত্তই হইয়া থাকেন। তদ্রূপ তোমার দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতিও তোমার দয়াই হওয়া উচিত। এইরূপ বুদ্ধি যাহার অন্তরে উপস্থিত হয়, বিধাতা তাহার দুঃখ-ভোগের মাত্রাও কমাইয়া দেন।

পরন্তু তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে সংসার ক্রীড়ার ভূমি-মাত্র। ইহার সুখদুঃখ, অভাবপ্রাচুর্য্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এবং বাহিরের জিনিষ ; তোমার আত্মাতে এই সকল স্থান পায় না। যখন উপস্থিত হয় তখন তুমি ইহাদের সহিত একাত্ম-বুদ্ধি হইয়া যাও এবং নিজেকে সুখী, দুঃখী, ক্ষতিগ্রস্ত, লাভবান্ বলিয়া মনে কর, কিন্তু সেই সকল সুখদুঃখের লাভক্ষতির অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর তোমার নিকট ঐ সকল স্বপ্নবৎ বোধ হয়। রোগ চলিয়া গিয়া শরীর সুস্থ হইলে পরে রোগের বিষয় স্মৃতিতে আসিলে তাহা দুঃখ দেয় না, স্বপ্নবৎ বোধ হয়। বাস্তবিক

তুমি সর্ব্বদা এই সমস্ত অবস্থার অতীত বলিয়া সর্ব্বদা মনে ধারণা করিতে যত্ন করিবে। যেমন পাশাখেলাতে কাহারও হার, কাহারও জিত হয়, বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিকট খেলায় হারও খেলাই থাকে, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি খেলায় হারকেও দুঃখের কারণ বোধ করে। সাংসারিক লাভক্ষতিও এইরূপই জানিবে। এই সংসারের খেলা অতি অল্পাদনের বিষয়, অনন্তকালের তুলনায় ইহা সমুদ্রে বিন্দুবৎও নহে। অতএব এখানকার লাভক্ষতি বুদ্ধিমান্ পুরুষকে ব্যথিত করে না। আর ইহা জানিবে যে, যতদিন পরমায়ু আছে, ততদিন এই শরীররক্ষার উপযোগী আহার্য্যবস্তু কোন না কোন সূত্রে ভগবান্ দিবেনই। যে দিন অন্ন তিনি জুটাইবেন না সেদিন অতি ধনী ব্যক্তিকেও উপবাসী থাকিতে হইবে। অতএব তন্নিমিত্ত চিন্তা না করিয়া বীরের মত সংসারের খেলা খেলিয়া যাও, কোন ক্ষতি অথবা বিপদকে তোমার নিজের ক্ষতি অথবা বিপদ বলিয়া মনে করিবে না, ইহা খেলায় হার হওয়ার মত গণ্য করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। এইরূপ বলিতে পার যে তোমার পোষ্য আছে, তাহাদের প্রতিপালনের জন্য চিন্তা করিতে হয়, ইহাও মোহ বলিয়া জানিবে। তোমার সাধ্যানুসারে কর্ম্মচেষ্টা করিয়া তাহাতে যাহা পাও,তাহাদের জন্য তাহা উপস্থিত করিবে, এইরূপ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। তোমার পোষ্য যাহারা, তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে তাহারা ভোগ্যবস্তু পাইবে, অধিক কিরূপে আসিবে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া

মনকে স্থির রাখিবে। যে সকল মোকর্দ্দমা হয় তাহাতে অবশ্য সাধ্যমত প্রতিবাদ করিবে, জয়পরাজয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই, ইহা বিধাতার হাতে। সত্য মোকর্দ্দমায়ও পরাজয় হয়, মিথ্যা মোকর্দ্দমারও জয় হয়। কিন্তু সংগ্রামের ফল যেরূপই হোক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে খুব যত্নের সহিত সংগ্রাম করিবে। এইরূপ করিতে পারিলে তুমি সুখলাভ করিবে। এই কথাগুলি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিও, **বার বার পত্রখানা পড়িও**। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৯.১২.২৮

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার প্রেরিত দুই টাকা উৎসবের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়া পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। উৎসব আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী তারিখে হইবে।

শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমার শরীর সুস্থ হয় এই ইচ্ছা করি। রোগ, শোক প্রভৃতি জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই সকল ভোগের দ্বারাই জন্মান্তরের দুষ্কৃতি কাটিয়া যায়। এই সকল দুষ্কৃতি কাটিয়া

না গেলে চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, এবং ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। ইহা নিশ্চিত সত্য জানিবে। অতএব রোগ, শোক উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে নাই। যথাসাধ্য ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু ভোগ শেষ না হইলে ঔষধাদিতেও তেমন ফল দেয় না। ক্রমশঃ কাল পাইয়া ফল দান করে। পরন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, রোগ চিরদিন থাকে না, ইহা নষ্ট হইয়া যাইবেই। অতএব নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভজন করিতে থাক, ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। পত্রে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। অত্রমঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১১।১০।২৭

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয় —, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অনন্তজন্মের কর্ম্মসংস্কার যে অল্পকালেই একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে পারে না। ভজন করিতে করিতে অল্পে অল্পে চিত্তের শুদ্ধি আসিবে; তন্নিমিত্ত উতলা হইতে নাই। এখানে যখন সুবিধা হয় তখন আসিবে, তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না। আগামী বর্ষের প্রথম ভাগে আমারও কলিকাতায় যাইবার সম্ভাবনা আছে। তথায়ও দেখা হইতে

পারে। তুমি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬।১১।২৯

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার প্রেরিত ৮৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কার্য্যের ফলাফলের জন্য চিন্তিত না হইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থিরবুদ্ধিতে অবধারণ করিয়া লোকের নিন্দা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিলে মনে অশান্তি আসে না। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। জগতের কল্যাণকর ও হিতকর বলিয়া যাহা নিরপেক্ষ বিচারে অবধারণ করিবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ভয়ের কি কারণ হইতে পারে? অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৫

ওঁ হরিঃ

মধুপুর

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। এইবার কঠিন শারীরিক ক্লেশে তুমি পতিত হইয়াছিলে, শরীর চালন-সামর্থ্য তোমার একেবারেই ছিল না। * * পরন্তু এই শারীরিক ক্লেশ ও

শক্তিহীনতা তোমাকে শিক্ষা দিবে যে বাস্তবিক্ জীবের নিজের কোন সামর্থ্য নাই। অতি বলবান্ মনস্বী পুরুষও পলকের মধ্যে বলহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। শরীর পতনের সময় দুর্ব্বলতা সাধারণতঃ আরও অধিক হয়। তখন অসহায় ভাব অধিকতর হইয়া থাকে। নাম করিতে পূর্ব্বাবধি যাহারা খুব অভ্যাস করে তাহাদেরই সেই সময় নামের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এইক্ষণ শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য নাম করিতে আলস্য হয়। জোর করিয়া করিতে অরুচি হয়। ইহা ভগবৎকৃপায় সারিয়া যাইবে। তোমার ঠিকুজী-কোষ্ঠী থাকিলে তাহা জ্যোতিষীকে দেখাইলে জানিতে পারিবে কত অধিক বিপদ তোমার এই সময়ে হইবার কথা; ভগবৎকৃপায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করার ন্যায় অবস্থা তোমার এক্ষণে হইয়াছে।

নিজের অহংকর্ত্তা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে এখন হইতে অভ্যাস করিতে যদি পার তবে এই শারীরিক ক্লেশও তোমার বিশেষ কল্যাণের নিমিত্ত হইবে। * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৬

ওঁ হরিঃ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানবে।

তোমার পত্রের লিখিতানুরূপ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিবার কোন উপযুক্ত হেতু নাই জানিবে। তুমি এই মানসিক উদ্বেগ দূর কর। অধিকন্তু বলিতেছি যে তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চ মানসিক সাধন অবলম্বন করা উচিত। তুমি ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিবে যে জগতে কোন কার্য্য—এমন কি পাপকার্য্যও আকস্মিক নহে। সাধুজনের পক্ষে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পাপকার্য্যের দ্বারাও তাঁহাদের কল্যাণ অবশেষে সাধিত হইয়াছে। অতএব গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া মনের অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ভগবৎ নিয়তির অধীন করিয়া শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ পরীক্ষা স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া যিনি চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই চরম শান্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩৷৩৷২৯ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাকে যে ভগবৎ নাম দিয়াছি, তাহা অতিশয় শক্তিসমন্বিত, তুমি নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা যত অধিক পার প্রত্যহ

উপদেশ অনুসারে জপ কর। তদ্দ্বারা সমস্ত কল্যাণ হইবে। সুখ-দুঃখাদি ভোগ তোমার জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে হইয়াই যাইবে। কিন্তু ভজন করিলে অবশ্য তাহার বেগ কমিবে, এবং সৌভাগ্য উদিত হইবে। যখন যেরূপ অবস্থা হয়, সেই অবস্থার উপযোগী কর্ত্তব্য-কার্য্য স্থির বুদ্ধিতে অবধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহা করিয়া যাইবে। অকৃতকার্য্য হইলে তাহা বিধাতার ইচ্ছা জানিয়া দুঃখিত হইবে না। জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভগবান্ দিয়াছেন, এইমাত্র মনে করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিবে। চিরদিন দুঃখ থাকিবে না। সুতরাং চিন্তিত হইও না। পত্রে আর অধিক কিছু লিখিতে পারি না। যাহা লিখিলাম তাহা বেশ স্থির বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সুখদুঃখ সকল সংসারী লোকেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ নিজে পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন; তাঁহারা রাজপুত্র হইলেও তাঁহাদিগকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সাধারণের পক্ষে অসহনীয়। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং

ভগবৎ অবতার, কিন্তু তাঁহাকে কত ক্লেশ না সহিতে হইয়াছিল তবে এই হয় যে কষ্টে পড়িয়াও ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত সংসারী লোক ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে, পরে সেই সব ক্লেশও তাঁহাদের সুখেরই কারণ হইয়া উঠে; যেমন পাণ্ডবদের হইয়াছিল। ক্লেশ ভোগের দ্বারা জন্মান্তরের কৃত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়, এবং আত্মা নির্ম্মল হইয়া উঠে। অতএব তুমি ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিবে। তাহাতে অশেষবিধ কল্যাণ হইবে। তুমি আনন্দেই থাক, আমি এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৫৯

ওঁ হরিঃ

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র ও তোমার প্রেরিত ১০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, ভোগ না করিলে ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অতএব ক্লেশকর সময় উপস্থিত হইলে তন্নিমিত্ত ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষের উচিত নহে। দেখ, ভগবানকে সখারূপে লাভ করিয়াও পাণ্ডবগণ কত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতিশয় ধার্ম্মিক ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়াও বহু রাজা ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র, নল, শ্রীবৎস

প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্ত আছে। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর। ** বুদ্ধিপূর্ব্বক উপস্থিত কর্ম্ম সকল কর। ভজনে মন বসে না লিখিয়াছ, পরন্তু মন স্থির হইয়া বসুক আর না বসুক নিয়মিতরূপে ভগবৎ নাম স্মরণে ত্রুটী করিবে না। ইহাতে বহুবিধ পাতক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যত অধিক নাম করিবে, ততই ভাল জানিবে। তোমরা বাটীস্থ সকলে আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। আমার শরীর এযাবৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই এবং খুব দুর্ব্বলই আছে। আগামী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিবস আমি পশ্চিমে যাত্রা করিব। রাস্তায় দুই এক স্থানে বিশ্রাম করিয়া কার্ত্তিকের মধ্যভাগে শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছিব মনস্থ আছে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮।২।৩৪

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। যাহারা গৃহস্থাশ্রমে গুরুতা ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে গৃহস্থ শিষ্য করাতে কোন দোষ হয় না। অতএব তুমি দীক্ষা দিলে কোন দোষ হইবে না। তোমার জায়গা যাহারা অন্যায় পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, সেই জায়গা ছাড়াইতে যে সমস্ত বৈধ উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিতে

কোন দোষ নাই। পঞ্চায়েৎ জমিদার বিচার করিতে, অথবা আদালতে বিচার করিতে পার। এইরূপ বৈধকার্য্য করিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিতে কোন দোষ হয় না। কর্ম্ম করা বিষয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত। রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার শাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে, তাহা করিলে কোন দোষ হইবে না, বরং করাই উচিত। জন্মান্তরের কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে সুখদুঃখাদি হয় সত্য ; কিন্তু ইহজন্মের কর্ম্মের দ্বারাই সেই সকল ভোগের অবসান হয়। ঔষধাদি খাওয়াও ইহজন্মের কর্ম্ম। অতএব ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নাম মনে মনে জপ করিতে সকল সময়ই পারা যায়। দুই বেলা আসনে বসিয়া করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য ভগবৎ উপাসনা নিয়মিতরূপে করিলে তদ্দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্মের ভোগ অপেক্ষাকৃত সহজে কাটিয়া যায়। পরন্তু প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতীত একেবারে ক্ষয় হয় না। তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

১আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩.৭.২৭ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

—বাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি। অনন্ত জন্মের সংস্কার জীবের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া সংসার-বন্ধন জন্মাইয়াছে। ইহা

সহজে পরিত্যাগ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে পুত্র সন্ন্যাস (সৎপথ) অবলম্বন করাতে স্বয়ং ব্যাসদেবও সাময়িকভাবে পুত্রবিরহে কাতর হইয়াছিলেন। অতএব হতাশ হইবেন না; সাধ্যমত প্রীতির সহিত শরণাপন্ন হইয়া ভগবৎনাম সাধন করিতে থাকুন। অবশ্য তাহাতে কল্যাণ লাভ হইবে। নিত্য কিছু সদ্গ্রন্থ (বিশেষতঃ ভক্তদিগের জীবনচরিত্র) পাঠ করিতে পারিলে ভাল হয়। আপনারা গঙ্গাতীরে বাস করেন। ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গায় অবগাহন, তাঁহাকে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতিও প্রত্যহ করিতে পারিলে অনেক উপকার হইবে। ভগবৎ ইচ্ছায় পুনরায় দেখা হইলে আলাপ হইতে পারিবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন,

সোমবার, ১২ই সেপ্টেম্বর

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। ভগবৎ আরাধনায় ভবিষ্যৎ দুঃখ দূর হয়; পরন্তু জন্মান্তরের কৃত কর্ম্ম, যাহার ফলভোগের নিমিত্ত এই দেহটি প্রস্তুত হইয়াছে, যাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে, তাহার সুখদুঃখাত্মক ফল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগেরও শরীরে ভোগ হইয়া থাকে; তাহা স্পষ্টরূপে ভগবান্ বেদব্যাস জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন

এবং তোমাদিগকেও অনেকবার বলিয়াছি। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ ভজনের ফলে নিজের ইহজন্মের প্রারব্ধের অবধারিত যে বর্ত্তমান দুঃখ হইতেছে, তাহা কাটিতেছে না দেখিয়া নিরীশ্বরবাদী হয়েন না; বরং এই কষ্টভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কাটিয়া যাইতেছে মনে করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। এই বিষয়টি বেশ চিন্তা করিয়া মনকে দৃঢ় করিবে। ব্রজবাবু আদর করিয়া বলিয়াছেন মধুপুরে যাইয়া কয়েকদিন থাকিতে, তাহাতে কোন দোষ নাই, তথায় যাইতে পার। তুলসীপত্র ভোগের উপর দিয়া ভগবানকে মনে মনে ধ্যান করিয়া মনে মনে মন্ত্রের দ্বারা তাহা নিবেদন করিবে। পরে প্রসাদ পাইবে; তাহাতে দোষ হইবে না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। এখানে যখন আসিতে ইচ্ছা হইবে তখন মধুপুর হইতে এখানে আসিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৩

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্ক আশ্রম, শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র দুইখানা একসঙ্গে অদ্য পাইলাম। প্রায় দেড়মাস ভোগের পর জ্বর এক্ষণে আমার শরীর ত্যাগ করিয়াছে। তবে দুর্ব্বলতা খুব আছে, তাহা ক্রমশঃ সারিতেছে ও সারিয়া যাইবে। প্রাক্তন কর্ম্মের ফল

সকলকেই ভোগ কারতে হয়; জ্ঞানী অজ্ঞানী কেহই তাহা একেবারে ছাড়িতে পারে না। শরীর ধারণ পর্য্যন্ত সুখদুঃখাদি ভোগ বিষয়ে সাধারণতঃ সকলকেই প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন থাকিতে হয়। এই কর্ম্ম ভোগের দ্বারাই শেষ হয়। রোগ সকল এই কর্ম্মেরই ফল। প্রসিদ্ধ মহাজনেরাও অনেকে রোগ নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়াছেন। বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, গোরক্ষপুরের শ্রীযুক্ত গম্ভীরানাথ বাবাজী, এবং আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব কোন কোন সময় শারীরিক রোগ ভোগ করিয়াছেন; সুতরাং তোমার প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে সময় সময় রোগ হইতেছে তন্নিমিত্ত তুমি ঈশ্বরে দোষারোপ করিও না। বরং তাঁহার এই অসীম কৃপা জানিবে যে শরীরে রোগ হইলেও তাহার ফলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তোমার উন্নতিই তিনি সাধন করিয়া দিতেছেন। তাহা তুমি পরে বুঝিতে পারিবে। রোগ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রমতে ভগবৎ উপদেশ এই যে, রোগ হইলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসা রোগের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, অতএব তোমার রোগের চিকিৎসা করিতে ত্রুটি করিবে না। এক্ষণে তুমি রান্না করা বন্ধ করিও। তোমার ভাইকেই স্নান করিয়া রাঁধিতে বলিবে। তাহাই ভোগ দিয়া আহার করিবে। তাহাতে এই আপৎকালে কোন সংশয় করিবে না। শ্রীমান্—বাবুকেও একটি পাচক ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী রসোয়ের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিলে

ভাল হয় বলিয়া লিখিলাম। কারণ তোমার অর্শ রোগের পক্ষে রসোয়ের কার্য্য তত ভাল নহে। তবে অল্প ২।৩ জনের মতন অগ্নির কাছে অধিকক্ষণ না থাকিয়া করিয়া নিলে তাহাতে ক্ষতি নাও হইতে পারে। আমিও বালককালে রাধিবার সময় একটু দূরে চৌকিতে বসিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে পারিতাম। ইসবগুল রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে পর দিবস তাহা প্রত্যহ খাইবে। ইসবগুলের সহিত মিশ্রিও এক সঙ্গে ভিজাইয়া রাখিবে, তাহা খাইবে। * * * * তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১২ই বৈশাখ

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। তুমি এইক্ষণ এত অধিক লিখার কার্য্য করিও না, কারণ এইক্ষণও তোমার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হয় নাই জানিবে। তোমার ভ্রাতাদের উপনয়ন অবশ্য শ্রীভগবৎ কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ভরসা করি। তুমি যে সুখের আদর্শ লিখিয়াছ ইহা সাংসারিক মনুষ্য সুখ; ইহা ব্রহ্মানন্দ নহে। ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক সুখ দেব-লোকে আছে। কিন্তু বিবেকী পুরুষগণ ইহাকেও ক্লেশ বলিয়াই বোধ করেন। তুমি প্রকৃতিস্থ হইয়া ভজনাদি উপযুক্তরূপে

করিতে পারিলে, ভগবৎ কৃপায় তাহা ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। তুমি যথার্থ কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। তুমি যে ক্লেশ পাইয়াছ লিখিয়াছ এবং কেহ কেহ তোমাকে ক্লেশ দিয়াছে মনে করিতেছ তাহা তোমার কল্যাণের জন্য; কেহ শত্রুভাবে তোমাকে ক্লেশ দেয় নাই, ইহা তোমার জন্মান্তরের কর্ম্মনিমিত্ত জানিবে। পরন্তু এই ক্লেশ তোমার পক্ষে শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমার উপকারেরই হেতু হইয়াছে, ইহা প্রকৃতিস্থ হইলে বুঝিতে পারিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং তোমার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকেও আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৫

ওঁ হরিঃ

৺বৃন্দাবনধাম

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পিতার পত্র দেখিয়াছি। ইহাতে তোমার জন্য সুখের স্বপ্ন বেশ রঞ্জিত করিয়াছে, কিন্তু বিবাহ করিয়া ২।১ মাস বাড়ীতে বসিয়া খাইলেই সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে। বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রীপুত্রাদির ভার তোমারই উপর পড়িবে। না তোমার পিতা, না তোমার ভ্রাতৃগণ—কেহ এই ভার লইবেন না। তুমি ঘরে বসিয়া বসিয়া খাইবে আর সন্তান উৎপাদন করিয়া পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি করিবে, নিজে কিছু উপার্জ্জন

করিবে না, ইহা তোমার কোন ভ্রাতা সহ্য করিবে না। তোমার স্ত্রীও যে ইহা সহ্য করিয়া দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিবে ইহাও দুরাশা মাত্র। অন্য কথা কি, তুমি নিজে স্ত্রীপুত্রের প্রতি মোহবশতঃ তাহাদের ভরণপোষণ, পুত্রদিগের শিক্ষা, কন্যাদিগের বিবাহ প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছ তাহাতে অর্থোপার্জ্জন হওয়া খুবই কঠিন হইবে। সুতরাং জীবন ক্লেশে ক্লেশেই যাপন করিতে হইবে। সংসারে যাহা সর্ব্বত্র ঘটিতেছে দেখিতেছি তাহাই তোমাকে লিখিলাম। অতএব যদি বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর তবে ভালরূপ পড়াশুনা করিয়া যাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয় তদ্রূপ করিয়া পরে বিবাহ করা উচিত। বিবাহ **** করিলে পড়াশুনা বিশেষ হইবার সম্ভাবনা কম। ২।১ বৎসর পরেই হয়ত সন্তান হইবে, এবং পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। আমার শরীর এযাবৎ সুস্থ হয় নাই; চিকিৎসক এবং অপর সকলের অভিপ্রায়ে জলবায়ু এবং স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। অতএব আগামী সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ বাংলাদেশে যাইব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৭।৫

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পূর্ব্বে লিখিত পত্রের প্রাপ্তির পর আমার নিশ্চয়ই স্মরণ হয় যে ৩।৪ দিবসের মধ্যে তাহার উত্তর তোমাকে লিখিয়াছি। তথাপি তুমি এই পত্রে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছ যে তোমার সেই পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি কি এইরূপ আশা করিতে পার যে রাজার হুকুম হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন না করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেও যেমন প্রজাকে দণ্ডার্হ হইতে হয়, তদ্রূপ তোমার পত্র পাওয়া মাত্র উত্তর না দিলেই তাহাতে আমার অপরাধ হইবে। বৃন্দাবন হইতে চিঠি আসিতে ও যাইতে কতদিন যায় ইহাও ত তোমার হিসাব করা উচিত। তুমি তাহা কিছু-মাত্র না করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছ, তাহাতে আমার ইহাই ধারণা হইতেছে যে তোমার মস্তিষ্ক পুনরায় কিঞ্চিৎ গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শালগ্রাম লইবার জন্য তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। কিছুদিন অগ্র পশ্চাৎ পাইলে তাহাতে কিছু ক্ষতির স্থল নাই। স্থৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। পণ্ডিতেরা তুমি সন্ধ্যা বন্দনাদি কর না বলিয়া ঘৃণা করেন লিখি-য়াছ। যাহাদের ঘৃণা করিবার প্রকৃতি তাহারা ঘৃণা করিবেই। তাহাতে তোমার কি আসিয়া যায়? তুমি এত পরের কথা

গায় মাখিয়া লও কেন ? তুমি যে বিষ্ণুমন্ত্র সাধন কর তিনি কি সর্ব্বব্যাপী নহেন ? সমস্ত রূপই কি তাঁহার রূপ নহে ? যে আদিত্যস্থ দেবতা সচরাচর গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাসিত হয়েন, তিনি কি বিষ্ণুর অঙ্গীভূত নহেন ? তাঁহার এক বামন অবতারেই যখন ত্রিবিক্রম রূপের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন, তখন তাঁহার এক পাদেই ত ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইল। যে ত্রিলোকের মধ্যে ক্ষুদ্র একাংশ আদিত্যমণ্ডল, সেই ব্যাপক বিষ্ণুকে উপাসনা করিলে কি সেই আদিত্যের উপাসনা বর্জ্জিত থাকে ? তোমাকে কতবার এ সকল উপদেশ করা হইয়াছে, তথাপি তোমার কিছু ধারণা হয় না কেন ? অপর কেহ একজন তোমাকে সামান্য একটি কথা বলিল, আর তুমি সহ্য করিতে পার না এবং তাহাতে তোমার মতি সন্দেহযুক্ত হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এত দিনের পর তোমার ইহা অপেক্ষা অধিক আত্মশক্তি অর্জ্জিত হওয়া উচিত। তুমি কি জান না যে বৈদিক সন্ধ্যা বন্দনা গৃহস্থা-শ্রমীর জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ? ইহা বৈরাগ্য আশ্রমের জন্য উপদেশ নহে এবং এইরূপ বহু শাস্ত্র প্রমাণও তুমি ত দেখিয়া থাকিবে। না দেখিয়া থাকিলে অল্প চেষ্টায় দেখিতে পার। যিনি সর্ব্বাশ্রয় বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন তাঁহার অপর বিশেষ আরাধনার প্রয়োজন হয় না। বিষ্ণুর আরাধনাতেই সর্ব্ব আরাধনা সিদ্ধ হয়। যাহা হউক এই সকল তর্ক বিচার করিবারই বা তোমার প্রয়োজন কি ? যেরূপ গুরূপদেশ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তদ্রূপ আচরণ তুমি করিবে। সংসারে ৫০০

প্রকারের * মত আছে। সকলেই *** † আপন আপন মতের বড়াই করে এবং অপরের নিন্দা করে। তোমার নিন্দা কেহ করিবে না এইরূপ যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে তুমি কোন মত গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইবে না। নিজে প্রাপ্ত উপদেশে নিষ্ঠা রাখিয়া চল, অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিও না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—'

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬শে শ্রাবণ

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার শরীরের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইয়াছে এবং তুমি পরীক্ষায় ভাল পাশ হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি বাড়ীতে থাকিয়া যথাসম্ভব চাকুরীর চেষ্টা করিবে, কিন্তু এখনও কিছুদিন তোমার চিকিৎসাধীন থাকা প্রয়োজন। নিয়ম মতন থাকিয়া যথাসম্ভব চিকিৎসা করাইবে।

খুব ঝড় উঠিলে উন্নতমস্তক বৃক্ষসকলের মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু মৃত্তিকাসংলগ্ন দূর্ব্বা ঘাসের গায় ঝড় কিছুমাত্র লাগে না। নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এই কথাটি মনে রাখিবে। বিপদ আপদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই আসিয়া থাকে। সেই সময় খুব নরম হইয়া কোন প্রকার উচ্চমস্তক বা অহঙ্কার না করিয়া

* অর্থাৎ বহু প্রকারের। † পড়া গেল না।

ভগবৎ নাম স্মরণ করিয়া থাকিলে বিপদ সহজে কাটিয়া যায়। যাঁহারা তোমার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট তাঁহাদিগকে ভগবৎরূপ বলিয়া ধারণা করিয়া, তাঁহাদিগের মূর্ত্তি প্রত্যহ ধ্যান করিয়া করজোড়ে এইরূপভাবে প্রার্থনা করিবে যে "প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি এই মূর্ত্তিতে আমার বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছ, অবশ্য আমার আরও কল্যাণেরই নিমিত্ত এখন শাসন করিতেছ, কিন্তু তোমার মঙ্গলময় ভাব আমাকে বুঝিতে দাও, যাহাতে আমি সর্ব্বদা অকুতোভয়ে থাকিতে পারি—ইত্যাদি"*। একজন সাধু এক বনে আসন করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার আসনের নিকট একটি গর্ত্তে এক ভীষণ সাপ ছিল, তিনি তাহা জানিতেন না। এক দিবস হঠাৎ সেই সাপ গর্ত্তের ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া তাঁহার মুখের সমান উচ্চ হইয়া ফণা বিস্তার করিলে, তিনি হাত জোড় করিয়া সেই সর্পকে ভগবৎবুদ্ধিতে বলিলেন "প্রভু, আমি কোথায় যাইব বল? কোথায় গেলে তুমি আমায় দেখিবে না? যদি এই শরীরকে তুমি ধ্বংস করিতে চাহ, তবে তাহাই কর; আমি কোথায় পলাইয়া গেলে তোমা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে পারি? ইত্যাদি †। তৎপরই সর্প পুনরায় গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল এবং তাঁহাকে আর কখনও ভয় দেখাইল না। এই গল্পটি মনে রাখিয়া চলিবে।

* ইত্যাদি অর্থে এই মর্ম্মে প্রাণের কথা আরও যাহা আসে।

† অর্থাৎ এই মর্ম্মে আরও কথা বলিলেন।

তোমার অর্থকষ্ট হইয়াছে; শ্রীভগবৎকৃপায় ক্রমশঃ তাহা দূর হইবে বলিয়া ভরসা করি। কিন্তু এই ক্লেশ যদি তোমায় অবিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয়শীলতা কমাইয়া দেয়, তবেই ইহা সার্থক হইবে। নিজের আয় অনুসারে ব্যয় করিতে হয়; কর্জ্জ করিয়া পরোপকার করিতে তাহারা পারে, যাহাদের এমন অধিক সম্পত্তি আছে যে আবশ্যক হইলে তাহা অনায়াসে বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে পারে। এই কথাগুলি মনে রাখিও। *** চাকুরী হইতে পারিলে অবশ্য ভালই।

অশৌচাদি স্থলে শালগ্রামাদি পূজাসম্বন্ধে দেশাচার অনুসরণ করিয়া চলিবে। তবে নিজ ইষ্টমূর্ত্তির সেবাপূজায় এই সকল অশৌচেও বাধা নাই; অন্নাদি নিবেদন করিয়া প্রসাদ খাওয়াই নিয়ম।

অসমর্থ শরীরে বিছানায়ও মালা জপ করিতে বাধা নাই। তবে স্ত্রীলোকের অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীমতী--র খুব ক্লেশ হইতেছে, শ্রীভগবৎকৃপায় তাহা অনতিবিলম্বে দূর হইতে আরম্ভ করিবে বলিয়া ভরসা করি।

জন্মাষ্টমী ব্রত আগামী কল্য, তোমার চিঠি গতকল্য পাইয়াছি। কিরূপে জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে উত্তর পাইতে আশা কর? শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রতোপবাসাদি করিবে, অসমর্থ শরীরে করিবে না। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামীমতে একাদশীব্রত পালন করে, অপরের সহিত থাকিতে এই মতেই

ব্রত করিতে পার, কিন্তু যেখানে অশান্তি* ও অসুবিধা হইবে না, সেইখানে শ্রীনিম্বার্কমতেই ব্রত করিতে চেষ্টা করিবে। ঔষধকে ভগবৎপ্রদত্ত প্রসাদস্বরূপ মনে করিয়াই গ্রহণ করিবে। অপর ব্রাহ্মণবাড়ীতে যদি বিষ্ণুভোগ যে প্রণালীতে রাঁধে সেই প্রণালীতে রাঁধিয়া দেয়, তবে ভগবৎভোগ দিয়া তাহা নিজে আহার করিতে কোন বাধা নাই। বিশেষ অসচ্চরিত্র লোক রসোই করিলে না খাইতে পারিলেই ভাল। লুচি প্রভৃতি ঘৃতপক্ক বস্তুতে তত অধিক বিচার না করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই ; ডাল, ভাত, রোটী এই সকল কাচ্চা (সকৃড়া) রসোই + ...একটু বিশেষ বিচার করিতে হয়। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।৮।২৯ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এবং তোমার স্বামী

+ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের স্বহস্ত লিখিত এই চিঠিখানির এই স্থানে দুএকটি শব্দ পড়া গেল না। ভাত, ডাল ও রুটীর সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক— এইরূপই সম্পূর্ণ বাক্যটির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

* এই গুরুভ্রাতাটি এই সময়ে এরূপ অবস্থায় ছিলেন যে সকলের অনভিমতে নিজে পৃথক্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিলে নিজের ও অপরের বিশেষ উদ্বেগ ও অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, এই জন্য বাবা কৃপা করিয়া তাঁহাকে এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি শ্রীনিম্বার্কমতেই ব্রতাদি পালন করিয়া থাকেন।

উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার স্বামী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। পরন্তু মাই ইহার যে ব্যারাম অনেকদিন হইতে হইয়াছে, ইহা জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল। পরন্তু শরীরে ব্যারাম থাকিলেও *** ইহা ভগবৎ কৃপা জানিবে। এই ভোগের দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং অন্তরাত্মা পরিষ্কৃত হইতেছেন। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তুমি মনের দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। মনে সর্ব্বদা এই ভাব রাখিতে চেষ্টা করিবে যে দুঃখ সুখ যাহা কিছু ভোগ বিধাতা দেন তাহা হইয়া যাউক, ভগবৎ চরণে মতি স্থির হউক। এইরূপ মতিই জীবের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর

গোস্বামী মত হইতে শ্রীনিম্বার্কমতের বিশেষ এইরূপ : সকল মতেই একাদশী দশমী সংযুক্ত হইলে পরিত্যাজ্যা হয়, তৎপরদিনে উপবাস হয়। কিন্তু কি হইলে তিথি পূর্ব্বতিথি দ্বারা বিদ্ধা হয় তাহা লইয়া মতভেদ। স্মার্ত্তমতে, একাদশী তিথি যে দিনে পড়ে, সেইদিন সূর্য্যোদয়ের পরে দশমী থাকিলে, একাদশী তিথি "বিদ্ধা" হইল, সেদিন উপবাস হইবে না, পরদিন হইবে। গোস্বামী মতে সেইদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে পূর্ব্বরাত্রিশেষ চারি দণ্ড, তাহার মধ্যেও কিছু যদি দশমী হয়, তাহা হইলেও সেই একাদশী তিথি "বিদ্ধা" বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপবাস তৎপরদিনে হইবে। শ্রীনিম্বার্ক-মতে সেই দিনের পূর্ব্বরাত্রির অর্দ্ধেকের পরে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন ৪৫ দণ্ডের পরে (স্থূলতঃ রাত্রি বারোটার পর) যদি দশমী থাকে, তাহা হইলেই একাদশী তিথি "বিদ্ধা" হইবে এবং উপবাস তদ্দিনে না হইয়া তৎপরদিনে হইবে। উদাহরণ যথা :—যদি সোমবার রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত দশমী থাকে, তাহা হইলে মঙ্গলবারে একাদশী ব্রত হইবে না, বুধবারে হইবে। ইহাই শ্রীনিম্বার্কমত।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ লিখিত এই গ্রন্থের ৪৬ সংখ্যক পত্রের (ঋ) প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।

জানিবে। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের আর অধিক কিছু উত্তর দিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই স্মরণ রাখিবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা উভয়ে কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৬৯

ওঁ হরিঃ

অস্মিন পত্রে শ্রীমান্ — আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর সময় সময় অসুস্থ হয় লিখিয়াছ, তাহা আমিও দেখিয়া আসিয়াছি। তন্নিমিত্ত অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, অবশ্য জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে সময় সময় কাহারও কাহারও উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু সকলেরই যে সকল সময় হয় তাহা নহে। যে সকল স্থানের জলবায়ু উত্তম বলিয়া বিখ্যাত আছে সে সকল স্থানের অনেক লোক পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। যত দিন ক্লেশভোগের সময় দূর না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কোন স্থানে পীড়া ছাড়ে না। গ্রহদোষ দূর হইলে ছাড়িয়া যায়। তুমি এই কথা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। আর অন্য কোন স্থানে গিয়া যে তুমি ইচ্ছানুরূপ যত্ন পাইবে আমি এরূপ দেখিতেছি না। তবে এগ্রারার *

* শ্রীবৃন্দাবনে যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর কিছু সম্পত্তি আছে, সেই স্থানের নাম। শ্রীবৃন্দাবনের সমতলভূমি হইতে এই স্থানটি উচ্চ বলিয়া জলবায়ু ভাল ও স্বাস্থ্যকর।

জলবায়ু ভাল আছে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি। তথায় শ্রীমান্ অনন্তদাসের নিকট গিয়া থাকিলে তোমার অযত্ন হইবে না, তুমি ইচ্ছা করিলে তথায় যাইতে পার। আর যদি একান্তই তোমার অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় তাহাতে আমার নিজের কোন আপত্তি নাই জানিবে। তোমরা আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭০

ওঁ হরিঃ

১২নং ভড়পাড়া রোড,
পোঃ বোটানিকেল গার্ডেন
শিবপুর, হাওড়া।

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার মাতা নিজহস্তে তিলক স্বরূপ করিতে অসমর্থ হইলে তুমি অথবা তোমার দাদা করিয়া দিতে পারিবে। তোমরা নিজের শরীরে তিলকের বিন্দু দিতে যে মন্ত্র পাঠ করিয়া দাও সেই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে তিলকের বিন্দু দিয়া দিও। ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হয়—তদ্ভিন্ন ক্ষয় হয় না। যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহাদেরও কর্ম্ম ভোগ ভিন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না,—এই ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়, এবং চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে। তোমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের কথা শুনিয়াছ। তিনিও উৎকট রোগ বহুদিন ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করেন। শ্রীগোস্বামী প্রভু বহুবৎসর হৃদ্‌রোগের যাতনা সহ্য করেন। এইরূপ অন্যান্য মহাজনদিগেরও জীবনে রোগের যাতনা ভোগের কথা উল্লিখিত আছে। যাহারা জন্মান্তরে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, ইহজন্মে সুখভোগের দ্বারা সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলে তাহাদের চিত্তের শুদ্ধি আসে। যাহারা জন্মান্তরে পাপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, ইহজন্মে ক্লেশভোগের দ্বারা তাহাদের সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্তের শুদ্ধি জন্মে। অতএব সুখ অথবা দুঃখ বিধাতা প্রেরণ করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে অসহিষ্ণু না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা ভোগ করিয়া লয়েন। ইহাতেই তাঁহার কল্যাণ হয় জানিবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৪।২।২৮ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এবং তোমার মাতা প্রভৃতি সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার মাতার শেষ কালের রোগ, নিঃশেষ হইয়া সারিয়া যাওয়া

কঠিন। আফিম ব্যবহার করিয়া কেহ কেহ উপকার লাভ করিয়াছে সত্য, তুমিও তাহা ব্যবহার করিয়া দেখিতে পার, যদি চিকিৎসকগণ মত করেন। অবস্থা অনুসারে সম্ভব মতন ব্যয় করিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা করিবে। রাজাদের ব্যারাম হইলে বহু ব্যয় করিয়া নামী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান হয়; তাহাতে কাহারও রোগ সারে, কেহ মারা যায়। গরীব লোকের ঠিক এইরূপ রোগ হইলে সাধারণ ঔষধ সাধারণ চিকিৎসক দ্বারা দেওয়া হয়; তাহাতেও তদ্রূপই রোগ কাহারও সারে, কেহ মারা যায়। নামী চিকিৎসক দ্বারা বহু অর্থব্যয় করিলেই যে আরোগ্য লাভ করিবে এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না। তোমার যেমন অবস্থা তদ্রূপই ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইলেই তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইল। এই পর্য্যন্ত করিয়াই নিজের মনস্তাপ দূর করিবে।……নিজমনে উপস্থিত কর্ত্তব্য যথাসম্ভব সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পঞ্চম অধ্যায়

শোকশান্তি

৭২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৫।৬।২৯ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। যে রোগ কাশীতে ভোগ করিতেছিলেন, * মাথাঘোরা প্রভৃতি ও পেটের অজীর্ণতা, তাহা ত শিবপুরে চিকিৎসার দ্বারা সারিয়াই গিয়াছিল। ভগবান্ সমস্ত রোগ মুক্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। এইবার তাঁহার শরীর বাঁচিয়া উঠিলে, আরও অনেক বৎসর জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন ক্লেশ হইত এবং সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে আমার দেহান্ত হইতে পারিত। তাহাতে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইতেন; আমার তদ্রূপ ইচ্ছা ছিল না; ভগবান্ তাঁহাকে এই সময় লইয়া গিয়া এই সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপদে বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছেন। ৩রা জুলাই এখানে তাঁহার ভাণ্ডারা হইবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

* শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেহান্তের পর এই বিষয়ে জনৈকা গুরুভগ্নীকে লিখিত। এই গুরুভগ্নীটি দীর্ঘকাল যাবৎ কাশীধামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

৭৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২শে জানুয়ারী

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমাকে (বিশেষতঃ তোমার মাতাকে) আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব জানি না। এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, তোমার পিতার শরীর যাতনা ভুগিয়া ভুগিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় ধীরে ধীরে তাহাকে পরিবারবর্গের প্রতি মায়িক আসক্তি পরিত্যাগ করাইয়া নির্ম্মলচিত্ত করিয়া সর্ব্ববিধ রোগ (মায় ভবরোগ) হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীগুরুদেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার যে উৎসব এখানে হইয়াছে তাহাতেও যোগদান করাইয়াছেন। তিনি এইক্ষণ সমস্ত যাতনামুক্ত হইয়াছেন। তোমাদের চক্ষের অগোচর হইয়াছেন, ইহাই তোমাদের কষ্টের কারণ সত্য; পরন্তু যদি পতি বিদেশে গিয়া সাম্রাজ্য লাভ করে তবে কি সাধ্বী স্ত্রী পতির সুখসংবাদ শুনিয়া নিজে পৃথক্ স্থানে থাকিলেও সন্তুষ্ট ও সুখী হয়েন না? এই কথা তোমার মাকে বলিবে। তিনি নিজে যে কয়দিন শারীরিক ভোগ শেষ হইবার নিমিত্ত প্রয়োজন সেই কয়দিন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পরে শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। অতএব তোমরা শোক করিও না, মঙ্গলময় রাজ্যই শীঘ্র শীঘ্র তোমাদের নিমিত্ত উদ্ঘাটিত হইবে এবং সংসার-বাস তোমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এইবার এখানকার উৎসব অপরাপর বৎসর অপেক্ষা অধিক আনন্দ ও তৃপ্তিজনক হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমরা কল্যাণলাভ কর এবং অচিরে শোক-মুক্ত হও এই আমি ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৭।৮।৩০ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয় —, তোমার পত্র পাইয়াছি। —এর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া ইহা পরমেশ্বরেরই বিধান জানিয়া তাহা অপ্রিয় হইলেও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম। এই মেয়েটির পূর্ব্ব-জন্মে বহু সুকৃতি ছিল। ইহজন্মে যতদিন জীবিত রহিয়াছে ততদিন সকলের আদরের পাত্রী হইয়া আনন্দের সহিত কাল কাটাইয়াছে। তাহার মুখে সর্ব্বদা প্রসন্নতার চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইত; কখন নিরানন্দের ভাব দেখা যাইত না। ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল; এই সময়ে স্ত্রীলোক অতিশয় চঞ্চলচিত্ত এবং বিকারযুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু এই মেয়েটির সেইরূপ চাঞ্চল্যের ও বিকারের লক্ষণ কিছু প্রকাশ পাইত না। স্বাভাবিক সরলতা ও নির্ম্মল হাস্য ইহার মুখে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত। ইহ জীবন সুখের সহিত সে কাটাইয়া গিয়াছে; ইহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। পরন্তু বিবাহিত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এই সুখভোগ থাকিত না; সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ভোগ করিতেই হইত। বিধাতা-পুরুষ ইহাকে সেই ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন নাই; সুতরাং

যৌবনের প্রারম্ভেই এখান হইতে লইয়া গিয়াছেন। সে উত্তম গতি লাভ করিয়াছে। তাহার মাতা এবং পিসিমা বিশেষ ক্লেশ পাইয়াছেন এবং কিছুকাল পাইবেন। ইহা স্বাভাবিক; বুকের এক বৃহৎ গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাহা যে পর্য্যন্ত না শুকায় সেই পর্য্যন্ত বুক কড়্ কড়্ করিবে এবং ক্লেশ পাইবেন। কিন্তু তাহাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভগবান্ পরমানন্দ দিবেন ইহাই আমার বোধ হইতেছে। তুমি তাহাদিগকে আমার এই কথাটি জানাইবে। ****নিষ্পাপ থাকিয়া আনন্দের সহিত কালযাপন করিয়া এখন অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে গিয়াছে; ইহা জানিয়া তাহারাও সকল প্রকার বন্ধনশূন্য হইয়া ভগবৎ ভজনে এইক্ষণ অধিকতর মনোনিবেশ করুন। তাহারা এই দুঃখ অল্পদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইবার কারণ দেখিতে পাইবেন। **প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দুই অধ্যায় অন্ততঃ একটু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বেদনা কম বোধ হইবে বলিয়া আমি মনে করি।** বস্তুতঃ জীবের ইহজন্মের কর্ম্মের শেষ হইলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়; আমরা মোহবশতঃ তাহাকে রাখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অলঙ্ঘনীয় এবং ইহাই বাস্তবিক কল্যাণজনক; তদ্বিরুদ্ধ আমাদের চেষ্টা কল্যাণজনক নহে। তুমি এই পত্র পাঠ করিয়া মাতা ও পিসিমাকে দিবে। তাহারা যেন সময় সময় ইহা পাঠ করেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

অস্মিন্ পত্রে শ্রীমতী—ও—(মৃতার) মাতা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। —'র পরলোকগমনে তোমরা অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নিম্নে যাহা লিখিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে বিচার করিবে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সংসারাশ্রমেই সাধারণতঃ সকল লোক থাকে; তোমরাও বহুকাল রহিয়াছ ও অপর অনেককে দেখিয়াছ। ইহাতে দুঃখের ভাগ অধিক কি সুখের ভাগ অধিক দেখিয়াছ? ইহা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছ? শৈশবাবস্থায় সকলেই আদর করে, বুকে তুলিয়া লয়, দুগ্ধাদি মিষ্টবস্তু খাওয়ায়, কোমল শয্যায় শয়ন করায়। শিশুর কোন প্রকার ক্লেশ দেখিলে সকলেই দূর করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইহা কি শিশুর পক্ষে খুব সুখের অবস্থা? প্রায়ই ত কাঁদিতে থাকে এবং নিজের ইচ্ছানুসারে কিছু করিতে পারে না বলিয়া ক্লেশই বোধ করিয়া থাকে। পরে যখন কিছু বড় হয় তখন হাত পা চালাইয়া অপরের মতন খাড়া হইতে, চলিতে এবং এইরূপ অন্য কার্য্য অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না, পড়িয়া যায়, আঘাত লাগে, কাঁদে। কিন্তু তথাপি চেষ্টা করিতে বিরত হয় না। কারণ তাহার শুইয়া অথবা বসিয়া থাকার অবস্থা ক্লেশকর বোধ হয়। পরে যখন দাঁড়াইতে, চলিতে, দৌড়িতে শিখে, তখনও স্বাধীনতার অভাবে ক্লেশই বোধ করিয়া থাকে। ৫।৭ বৎসর বয়স হইলে পিতা মাতা পড়িতে দেয়। কিছু কিছু কাজকর্ম্ম শিখায়। স্বাধীন হইতে দেয় না; শাসনের অধীনে রাখে। সেই অবস্থা

ক্লেশকরই বোধ হয় এবং কতদিনে বড় হইয়া স্বাধীন হইবে তাহারই জন্য লালায়িত থাকে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত নিজের অন্নবস্ত্রের কোন চিন্তা করিতে হয় না। তথাপি সে নিজেকে সুখী বোধ করে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সংসারের বোঝা মাথায় পড়ে। বহু পরিশ্রমে ও ক্লেশে অনেকের উদরান্নও জুটে না। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিবে মনুষ্য জীবন সকলের পক্ষেই ক্লেশকর। সুখের অংশ অল্পই আছে। অপরের ভিতরের কথা জানা যায় না বলিয়া লোকে তাহাকে সুখী মনে করিতে পারে। কিন্তু তাহার ভিতরের অবস্থা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সে খুব ক্লেশে কালযাপন করে। অতএব জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই এই ক্লেশময় দেহ যাহাতে ধারণ করিতে না হয় তন্নিমিত্ত কঠোর তপশ্চরণাদি করিয়া থাকেন। তোমাদের—এর আয়ু পূর্ণ হওয়াতে এই ক্লেশের মূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তন্নিমিত্ত তোমরা এত দুঃখিত থাক কেন? এখন পর্য্যন্ত সে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ক্লেশ এই যাত্রায় ভোগ করে নাই। ইহার নিমিত্ত কি তোমরা দুঃখিত হইয়াছ? বলিতে পার বাঁচিয়া থাকিলে সে সুখী হইত। ইহা তোমাদের আশা মাত্র। এইরূপ আশা বিবাহের পূর্ব্বে সকলেই করিয়া থাকে এবং বিবাহের পর অল্প কিছুদিন সকলেই আমোদ আহ্লাদে অপেক্ষাকৃত সুখে কাটায়। কিন্তু এই সুখ অতি অল্পদিন স্থায়ী। কিছুদিনের মধ্যেই ইহা পুরাতন হইয়া যায়। সংসারের বোঝা, চিন্তা আসিয়া পড়ে। রোগ শোক শরীরকে আক্রমণ করে,

সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারে ত কত অসংখ্য স্ত্রীলোক দেখিয়াছ এবং পুরুষলোক দেখিয়াছ। যথার্থই সুখী বলিয়া আপনাকে মনে করিতেছে এরূপ কি দেখিয়াছ অথবা শুনিয়াছ? এই সকল বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। * * * * * এখানকার অপেক্ষা অসুখকর স্থানে যায় নাই। সুতরাং তাহার নিমিত্ত শোক করিও না। বরং যাঁহাতে তাহার আত্মা সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয় এইরূপ শ্রাদ্ধকার্য্য তাহার নিমিত্ত যথাসম্ভব কর। তোমরা না করিলেও যে সে ক্লেশে পাড়বে তাহা নয়। কারণ ইহ জীবনে তাহার পাপ মোটে ছিল না, এবং সে ভগবৎ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তবে তোমাদের কর্ত্তব্য তাহার প্রীতি সম্পাদন করা। তাহাতে তাহারও আনন্দ হইবে এবং তোমাদেরও কল্যাণ সে করিবে। ভরসা করি এই পত্রে লিখিত বিষয় সকল চিন্তা করিয়া তোমরা শোক পরিত্যাগ করিবে এবং ভগবৎ কৃপায় সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছ মনে করিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত তাঁহার ভজনে মনোনিবেশ করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—প্রিয়—, তুমি এই পত্রখানা নিজে বিশেষরূপে পড়িয়া শ্রীমতী—ও—(মৃতার) মাতাকে এবং তাহাদের বাটীস্থ অপর সকলকে শুনাইবে। তাহারা এই পত্রখানা যেন সময় সময় পাঠ করে, তাহাতে ভজন বিষয়ে উদ্দীপনা হইবে। ইতি।

৭৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৮।১।৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, পর পর তোমার দুইখানা পত্র পাইয়াছি, এবং শ্রীমান্—গতকল্য আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তোমার প্রেরিত ২টি চাঁপা ফুলের চারা পাইয়াছি। নূতন পঞ্জিকাও ডাকে পাইয়াছি। পরন্তু গতকল্য—র মাতার পরলোক-গমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের আপাততঃ ক্লেশ-কর অবস্থা চিন্তা করিয়া কিছু দুঃখিত হইলাম। তাহার জন্য কোন দুঃখ নাই। তিনি নিতান্তই সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। কোন নিরানন্দ তাহার নাই জানিবে। তুমি যথার্থই লিখিয়াছ যে তিনি তোমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। তিনি উপযুক্ত সময়েই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন্তানদিগের সম্মুখে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, সন্তান বিয়োগজনিত কোন ক্লেশ তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই এবং অতি অল্প সময় মাত্র সামান্য দৈহিক যাতনা ভোগ করিয়া তিনি পরলোকগতা হইয়াছেন। এইরূপ মৃত্যুতে তোমাদের শোক করা উচিত নহে। শ্রীমান্—প্রভৃতিকে আমার এই পত্র দেখাইবে এবং কয়েক দিন প্রাতঃকালে **কিছু উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিবে। তাহাতে**

চিত্তের গ্লানি দূর হইয়া অন্তর প্রসন্ন হইয়া উঠিবে। তাহাদের মাতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও প্রায় শেষ সময় পর্য্যন্ত কর্ম্ম-সমর্থ-শরীর থাকিয়া বিশেষ আয়াস বিনা তাহাদের সাক্ষাতে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে বাস্তবিক সুখের বিষয় হওয়া উচিত। তাহারা প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাহার নিমিত্ত আনন্দময়তার অভিলাষ করুক, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে আনন্দই দান করিবেন। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। তোমার পিতাকেও আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। শ্রীমান্—কে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে এবং বলিবে যে এই অবস্থায় তাহার পক্ষে মাছের ঝোল খাওয়া অবৈধ হইবে বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৮।১।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি, তোমার মাতৃবিয়োগে তোমরা সকলে ব্যথিত হইয়াছ সন্দেহ নাই। এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মধুরভাষিণী, সদা স্নিগ্ধ স্বভাব, এবং সকল সময়ের উপযুক্ত সেবাকারিণী মাতার সঙ্গহারা হইয়া ব্যথিত না হওয়া কঠিন। পরন্তু তিনি নিশ্চয়ই পরমাগতি লাভ করিয়া আনন্দময়

ধামে অবস্থিত হইয়াছেন : অতএব তাহার দিক্ হইতে দেখিলে তোমাদের ব্যথিত হইবার কোন কারণ নাই ; তাহার আনন্দ চিন্তায় তোমরা আনন্দিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহার পারলৌকিক অভ্যুদয়-সূচক ক্রিয়া সকল সম্পাদন কর। সম্প্রতি প্রত্যহ প্রাতে আসনে বসিয়া কিছু উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্ততঃ দুই অধ্যায় পাঠ করিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলে হৃদয়ের শোকচিহ্ন সকল বিলুপ্ত হইয়া অন্তর নিরুদ্বেগ হইয়া উঠিবে। শ্রাদ্ধবাসরে একেবারে দ্বাদশ মাসের পিণ্ডদান করিয়া সপিণ্ডী-করণ শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। পুরোহিতকে এই বিষয় বিশেষরূপে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিবে। এক পুত্র স্থলে ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। তোমার এক ভ্রাতা আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে উন্মাদ, শ্রাদ্ধ করিবার অযোগ্য। অতএব এক পুত্র স্থলের ব্যবস্থাই তোমার খাটিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিলে বৎসরব্যাপী কালাশৌচ থাকিবে না। তিলক, কণ্ঠী এবং মালা জপ তোমাদের পক্ষে কোন সময়েই নিষিদ্ধ নহে। অশৌচকালের মধ্যেও করিতে পারিবে। কণ্ঠীমালা মৃতদেহের সঙ্গেই দাহ করা ভাল, জপের মালা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তোমরা নিজে রাখিয়া দিতে পার। ঠাকুরঘরে ঐ মালা ঠাকুরের সিংহাসনে রাখিয়া দিবে। তোমাদের জপের মালার প্রয়োজন হইলে ঐ মালা নিয়া জপ করিবে। তোমার লিখিতানুসারে ত্রয়োদশ দিবসে এখানে ভাণ্ডারা করা হইবে। তোমরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া তোমার

মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য এবং তদুদ্দেশ্যে ভাণ্ডারা কার্য্য সম্পাদন কর এই আমি ইচ্ছা করি। তোমার মাতাও ইহাতে প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করিবেন। শ্রীমতী—ও শ্রীমতী—কে আমার এই পত্র দেখাইবে। তাহাদিগকে পৃথক্ পত্র দিলাম না। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

অস্মিন্ পত্রে শ্রীমান্—, আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। এই পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবে। তাহাতে তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর জানিতে পারিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

৭৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২০।৩।৩৪

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সংসারের নিয়মই দেখিতেছি যে মৃত্যু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করে না; বাল্য, যৌবন অথবা বার্দ্ধক্য এতৎ সমস্তই মৃত্যুর নিকট সমান। অবশ্য ইহা সকলেই দেখিতেছে ও জানে, তথাপি ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই এই বিষয়ে মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কিছু উচ্চৈঃস্বরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রত্যহ কিছু পাঠ করিবে। অর্থবোধ হউক না হউক পাঠ করিবে। তাহাতে

অন্তরের দুঃখ আপনা হইতে লাঘব হইয়া যাইবে। তোমার মা যদি পড়িতে পারেন ভাল, নতুবা কেহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে যেন বসিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনেন, তাহাতে উপকার হইবে। চিন্তিত হইও না, প্রত্যেকেরই জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আয়ু ও ভাগ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তাহার অন্যথা সম্ভবপর নহে। নিজে সাধ্য অনুসারে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাও, ইহাই শান্তিলাভের উপায়। তোমরা শান্ত মনে থাক এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭৮

ওঁ হরিঃ

৭।১।৪০

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পিতার বয়স এক্ষণকার কাল অনুসারে যথেষ্ট হইয়াছে। যদি তিনি শরীর এক্ষণে পরিত্যাগ করেন, তাহা স্বাভাবিক মরণই হইবে। সংসারে সর্ব্বদাই ইহা ঘটিতেছে। ইহা ভাবিয়া তোমার এত ক্লেশ হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেকেরই শরীর আহার্য্য বস্তু সকলের অংশমাত্র, তদ্দ্বারাই ইহার সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারাই ইহার পুষ্টি ও বৃদ্ধি; সুতরাং ইহার উপাদান আহার্য্য বস্তুর ন্যায় ইহাও ধ্বংসশীল। ইহার সহিত জীবের সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, ইহাকে আপনার বোধে ইহার প্রতি আসক্তিযুক্ত হওয়া মোহের পরিচয়। এই কথাগুলি তুমি বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। মোহকারী চামড়ার

আবরণ দেহ হইতে সরাইয়া লইলে স্ত্রীদেহই হউক অথবা পুরুষ দেহই হউক, উভয় দেহ বিষ্ঠা, মল, মূত্র, রুধির এবং মাংসময়। তাহা দেখিয়া লোকের ঘৃণারই উদ্রেক হয়, চর্ম্মের দ্বারা সেই সমস্ত আবৃত থাকে মাত্র। ইহা জানিয়া ইহার প্রতি প্রীতিস্থাপন বুদ্ধির মোহবশতঃই হইয়া থাকে। বিচারদ্বারাই এই মোহ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। ইহা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিতে এবং মোহ হইতে নির্লিপ্তভাবরূপ আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। তুমি লিখেছ যে তোমার মন সর্ব্বদা অশান্তিতে পূর্ণ কিছুকাল যাবৎ আছে। এই মোহই ইহার কারণ। পরের নিন্দাস্তুতি বাস্তবিক অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তন্নিমিত্ত অশান্তি বোধ করা, তাহাও বুদ্ধির মোহমূলক বলিয়া ইহাও সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৭৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৪।১০।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মানব শরীরে বাস কিছু সুখের বাস নয়। ইহাতে অধিকাংশ ক্লেশই ভোগ হইয়া থাকে। তোমার স্ত্রীর প্রাক্তন কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া

সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, এবং এ দেহবাসের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত তোমাদের শোক করা কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য গৃহকর্ম্মের অসুবিধা কিছু আপাততঃ হইয়াছে, তাহা সহজেই দূর হইয়া যাইবে। সকলকেই সময় উপস্থিত হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ইহা নিশ্চিত আছে, তন্নিমিত্ত প্রতিক্ষণ সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। তদ্রূপ প্রস্তুত থাকিলেই চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল থাকে, এবং ভজনেও মতি বসে। ছেলেপিলেরা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত আপন আপন কর্ম্মানুসারে অপরের সাহায্য পাইয়া বর্দ্ধিত হইবে। তন্নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না। তবে সকলের প্রতি আপন কর্ত্তব্য সাধ্যমত যত্ন করিয়া পালন করিবে। তোমরা আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮০

ওঁ হরিঃ

পাটনা, ২রা চৈত্র

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, আমি ১৫ দিন হইল আশ্রম ছাড়িয়া ৩।৪ স্থান ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি পাটনায় আসিয়াছি। আগামী কল্য এখান হইতে রোওয়ানা হইয়া ৺কাশীধামে এক রাত্রি বাস করিয়া আগামী রবিবার প্রাতে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিব মনস্থ করিয়াছি। তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম

যে তোমার একমাত্র পুত্র সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছে, ইহাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী যে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা স্বাভাবিকই বটে। দেহ ধারণ করিলে এইরূপ কষ্ট অনেকেরই ভোগ করিতে হইয়া থাকে। পরন্তু পুত্রটি মাত্র সাত বৎসর বয়স্ক হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত পরলোকে তাহার সেবা ও শুশ্রূষার ত্রুটী হইতেছে মনে করিয়া যে তুমি ক্লেশ ভোগ পাইতেছ ইহা অমূলক; তাহার এই যাত্রার শরীরের বয়স সাত বৎসর হইয়াছিল। সে অনন্ত কালের প্রাচীন জীব; বাল্যাবস্থা তাহার দেহেরই, তাহার নিজের নহে। এই দেহসম্বন্ধ এইক্ষণ রহিত হওয়াতে তাহার বাল্যাবস্থার ভাবও চলিয়া গিয়াছে। সে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে বিধাতার নিয়মানুসারে তোমরা স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহার পিতৃ-মাতৃরূপে অবধারিত হইয়া তাহার সেবা শুশ্রূষায় রত হইয়াছিলে, তাহার নিমিত্ত নিজে ক্লেশ স্বীকার করিতেও ত্রুটী কর নাই। তদ্রূপ ইহ সংসার হইতে সে যে স্থানে গিয়াছে, সেখানে সে নিঃসঙ্গ নহে, তাহার কর্ম্মানুসারে ভোগ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিধাতাপুরুষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। সে নিষ্পাপ থাকিতে থাকিতেই সুখ ভোগান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার গতি ভালই হইয়াছে জানিবে।

দেবতাদিগের মধ্যে কোন হিংসা নাই। বিষ্ণু, যজ্ঞেশ্বর, হরি, জগতের পালন ও স্থিতির কারণ; সুতরাং সকল দেবতাই

তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার বিদ্বেষকারী কোন দেবতা নাই। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রেও ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে " যাহা ব্রাহ্মণগণ নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। দেবীকে "নারায়ণী নমোহস্তুতে" ইত্যাদি নমস্কার বাক্যেও তাঁহাকে নারায়ণের শক্তি বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং নারায়ণের সহিত তাঁহার বিরোধ ত হইতেই পারে না। যে কোন মন্ত্রের উপাসক হউক, কাশীতে মৃত্যু হইলে মহেশ্বর তাহার দক্ষিণ কর্ণে বিষ্ণু-মন্ত্রের উপদেশ করেন বলিয়াই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শক্তি-মন্ত্রের উপাসক থাকিলে, তিনি বিষ্ণুমন্ত্রের উপদেশ করিলে যদি দেবী তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েন এবং তাহার অকল্যাণ হয়, তবে মহেশ্বর জগদ্‌গুরু হইয়াও তাহাকে বিষ্ণুমন্ত্রের উপদেশ দান করিবেন কেন? তিনি ত জগৎকল্যাণকর উপদেশই করিয়া থাকেন। আমি স্বয়ং যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক; নিজেও শক্তিমন্ত্র গ্রহণই করিয়াছিলাম। পরে যখন বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করি তখন দেবী রুষ্ট না হইয়া বরং সর্ব্বদা আমার আনুকূল্যই করিয়া আসিতেছেন বলিয়া অনুভব করি। তোমার যদি শুদ্ধ ঠিকুজী কোষ্ঠী থাকে, তবে ভাল গণৎকারের দ্বারা গণনা করিয়া দেখিবে যে এই সময় তোমার পুত্র-বিয়োগের সময় পূর্ব্বাবধি অবধারিত হইয়াই রহিয়াছে। বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করাতে বরং গ্রহবৈগুণ্যহেতু তোমার যত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহার লাঘবই হইয়াছে। অপর সকল

দেবতা যে বিষ্ণুরই আশ্রিত, এবং বিষ্ণু ব্যতিরেকে তাঁহারা স্বয়ং স্বাধীনভাবে যে কেহ ফল দিতে পারেন না, বিষ্ণুসাহায্যেই যে তাঁহাদের উপাসকগণ অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭ম অধ্যায়ের ২১।২২ শ্লোক প্রভৃতি স্থলে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে দেখিবে। অন্য দেবোপাসকদিগের উপাসনার দরুণ লব্ধ ফল যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এবং যাহারা মূল বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্য দেবতার উপাসনায় আসক্ত হয় তাহারা যে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে এবং স্থায়ী মোক্ষরূপ ফলদান করিতে যে ভগবান্ বিষ্ণুই সমর্থ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭ম অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্ট-রূপে বর্ণিত আছে। আমি এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি, মাস দেড় পরে তথা হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা আছে। * * *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উচ্চৈঃস্বরে তোমরা উভয়ে কিছুকাল পাঠ করিলে, তোমাদের অন্তরের ক্লেশ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। বুঝিতে পারা যায় না যায় ক্ষতি নাই, উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিবে। ইহা মন্ত্রমালা। বিয়োগজনিত দুঃখ উচ্চৈঃস্বরে পাঠের দ্বারা দূরীভূত হয় জানিবে। ইতি—

পুঃ—বিষ্ণু সর্ব্বাশ্রয়, জগতের স্থিতি; সুতরাং দেবতাদিগেরও স্থিতিকারণ তিনি, তাঁহাতেই সকলে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সকলের মূল। অতএব যেমন বৃক্ষের মূলে জল-সিঞ্চন করিলে ঐ বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পল্লবাদি সকলেরই পুষ্টিসাধন করা হয়, কোন

অংশ বর্জ্জিত থাকে না, তদ্রূপ বিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা সকল দেবতারই তৃপ্তিসাধন হয়, কাহাকেও বর্জ্জন করা হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৩।১১।৩৩

পরমকল্যাণবরেষু—

আমি ছয় দিবস হইল আশ্রমে অনেককাল অনুপস্থিতির পর ফিরিয়া আসিয়াছি। অনেক পত্রের মধ্যে তোমারও এক পত্র অদ্য প্রাপ্ত হইলাম। নিজের অথবা নিকট আত্মীয়স্বজনের পীড়া হইলে নিজে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক হইলেও চিকিৎসা করা প্রশস্ত নহে। যাহা হউক তুমি তোমার পিতাকে যে চিকিৎসা করিয়াছ, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই; তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। তোমার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য এত দিনে অবশ্যই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা অনাবশ্যক। যেরূপ করিয়াছ তাহাই ঠিক; দেশের নিয়মানুসারে করিলে তাহাতে দোষ হয় না। ভগবৎ নাম খুব নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিবে এবং কাহারও প্রতি দ্বেষ অথবা নিন্দা করিবে না, তাহাতে সকল প্রকার কল্যাণ হইবে। তুমি আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। প্রায় চারিমাস কাল আমার শরীর পীড়াগ্রস্ত ছিল। দুই সপ্তাহকাল

যাবৎ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। আমার পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীযুক্ত ৺গুরুদেবের তিরোভাব তিথিতে এই আশ্রমে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। এই বৎসর সেই উৎসব আগামী ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে হইবে। আমাদের সম্পর্কিত যদি কেহ তোমাদের তথায় থাকেন, তবে এই উৎসবের সংবাদ দিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮২

ওঁ হরিঃ

বরিশাল, ৬।৬।২৬ রবিবার

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই, তোমার এবং শ্রীমতী—র পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি এখান হইতে অদ্য পিরোজপুর যাইব এবং পিরোজপুর হইতে আগামী কল্য সায়ংকালে নৌকায় চড়িয়া বাগেরহাট যাইব।

সাংসারিক ভোগ ত তোমার অনেক হইয়াছে। সন্তানাদিও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিজেকে কি খুব সুখী বোধ করিয়াছ? এইরূপ ভোগ সমস্ত জীবজন্তুরই হয় এবং পূর্ব্বে অনন্ত জন্ম তোমাদের প্রত্যেকের হইয়া গিয়াছে। এই সকল ভোগ সকল জন্মেই ন্যূনাধিক পরিমাণে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত আত্মা তৃপ্ত হন নাই! সুতরাং তোমার কন্যাটি বিধবা হইয়াছে বলিয়া এই যাত্রায় এই সকল ভোগের তাহার কিছু অভাব হইয়াছে,

তাহাতে তোমার মন এত ব্যথিত হওয়া উচিত নহে। এই বৈধব্য বরং তাহার কল্যাণের নিমিত্তই হইয়াছে, কারণ সে ভগবদ্‌ভজন লাভ করিয়াছে। সংসারেও বিশেষ আসক্তির স্থল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভজন করিবার বিঘ্ন তত হইবে না এবং অন্তিমে পরা গতি লাভ করিবে। ইহা তাহার বিশেষ সৌভাগ্যেরই বিষয়। তাহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করাই তোমার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সাংসারিক ভোগ করিতে পারিল না বলিয়া আফ্‌শোষ্‌ করিয়া তাহার মনে সাংসারিক ভাবের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে উচিত নয়। তুমি এইরূপ কারলে সেও মনে মনে ঐ সকল চিন্তা করিয়া অন্তরে দুঃখভোগ করিবে। এখন যে সকল সাংসারিক ক্লেশ তোমাদের আছে তাহা থাকিবে না। ক্রমশঃ তাহা শীঘ্র হ্রাস হইয়া যাইবে। চিন্তিত হইও না। তোমরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং শ্রীমতী— কে বলিবে যে যাহাদের দীক্ষার বিষয় সে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহারা কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইলে দীক্ষালাভ করিতে পারিবে। ৩রা আষাঢ় আমি কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮৩

ওঁ হরি

৯ই পৌষ, ১৩০৯

৪৭নং বোসপাড়া, কলিকাতা

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি

জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েকদিন শয্যাগত ছিলাম। সুতরাং তোমার নিকট পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে, গতকল্য হইতে জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়াছে।

তোমার স্বামীর পরলোকগমন সংবাদ জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। সকলই বিধাতার ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। যদিও এক্ষণে তুমি অতিশয় অসহায়া বলিয়া মনে করিতেছ এবং সেই জন্য আমাদের দুঃখের বিষয়, তথাপি তুমি ইহা দৃঢ়রূপে জানিবে যে তুমি এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক স্পষ্টরূপে ভগবানের নিজ আশ্রয় লাভ করিবে। ইহা সত্য জানবে যে এক তিনিই তোমার, আমার এবং অপর সকলের স্বামী ; সাংসারিক স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হেতু তিনি যে প্রকৃত স্বামী তাহা লোকে জানিতে পারে না এবং জানিতে পারিলেও মায়াশক্তি তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। এক্ষণে তুমি সেই সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছ। তাঁহাকে তোমার প্রকৃত স্বামী জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হও, তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে। আর সময় সময় আমাকে পত্র লিখিয়া তোমার সর্ব্বপ্রকার অবস্থা জানাইবে। এখানকার মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

৮৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২।১।২৮ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। —আমারও অতি প্রিয় ছিল এবং তাহার সরল স্বভাবে তাহাকে সকলেই ভালবাসিত। তুমি এইরূপ পুত্রের বিয়োগে যে অতি কাতর হইয়াছ ইহা খুবই স্বাভাবিক। পরন্তু তুমি, আমি এবং জগৎ-সংসার যে বিধাতাপুরুষের অধীন, তিনি তাহাকে তোমার নিকট না রাখিয়া অন্যত্র লইয়া আরও উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার বিধানে ইহার মঙ্গলেরই নিমিত্ত এইরূপ হইয়াছে। অতএব তোমার তন্নিমিত্ত শোক স্বাভাবিক হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সে এখানে থাকিলে যে অবস্থা লাভ করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে করিত তদপেক্ষা উত্তম অবস্থাই সে প্রাপ্ত হইবে। ইহা তাহার অধিক উপযোগী হইবে। ইহা জানিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কিছু উচ্চৈঃস্বরে কয়েকদিন স্নানান্তে পাঠ করিও, তাহাতে শোক দূর হইয়া যাইবে।** আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধনার কথা

৮৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ভজনের সময় জ্যোতিদর্শন হয় এবং একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাও লিখিয়াছ। এই সকল সময় সময় হইয়াই থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে না। শ্রীভগবৎ ধ্যানে, শ্রীভগবৎ নাম স্মরণে, এবং শ্রীভগবৎ প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেই সর্ব্বদা যত্ন করিবে। যে পরিমাণে ইহাতে মন নিবিষ্ট হইবে, সেই পরিমাণে ভজনের উন্নতি জানিবে। আলোকাদি দর্শনকে বাহিরের জিনিষ বলিয়া জানিবে। আর ইহাও জানিবে যে সাধারণ ব্যবহারে যে পরিমাণে নিষ্কপটতা, সরলতা এবং স্বার্থ-শূন্য প্রীতির ভাব অন্তরে উদয় হয় সেই পরিমাণেই চিত্ত যথার্থ নির্ম্মল হইয়াছে, এই লক্ষ্য অন্তরে সর্ব্বদা রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। চতুর্ভুজাদি ক্ষেত্র কিংবা অপর কিছুর প্রতি মনোযোগ না করিয়া ভক্তির সহিত

ভগবৎ নাম স্মরণ করিবে। ভজন ভগবানেরই হইয়া থাকে, কোন রেখা, ক্ষেত্র, অথবা রঙের ভজন নহে; এতৎ সমস্ত জাগতিক পদার্থ বলিয়া জানিবে।

তোমার জ্বর হইয়াছে, সারিতেছে না লিখিয়াছ; চিরতা সিদ্ধ করিয়া তাহার জল প্রত্যহ প্রাতে আধপোয়া খাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। কিন্তু শীত যেন শরীরে লাগে না, এবং আহারের অনিয়ম যেন না হয়। খুব পেট ভরিয়া আহার কিছুদিন পর্য্যন্ত (জ্বরের পরে) করিতে নাই। দুই সপ্তাহ এইরূপে থাকিলে পরে জ্বর সারিয়া যায়। আর যদি মধুপুরের ন্যায় কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন বাস করিতে পার, তাহা হইলে ভাল হইতে পারে। যাহা হউক শারীরিক রোগের চিকিৎসা আমি জানি না। সাধারণভাবে তাই দু'কথা লিখিলাম। চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা পাইয়া কার্য্য করিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১০।৬।২৭

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। নানাকারণে মন কলুষিত হয়: কুসঙ্গ, কুআহার, কদাচার ইত্যাদি। যাহা হউক নিষ্ঠা পূর্ব্বক অধিক সংখ্যায় নাম জপ প্রত্যহ কর। ক্রমশঃ

দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইবে। গঙ্গাস্নান সময় সময় করিতে যত্ন করিবে; তাহাতে বহু পাপ কাটিয়া যায়। চিন্তিত হইও না, কালক্রমে ধীরে ধীরে মন শুদ্ধ হইবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৮।১২।২৭

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ভগবৎভক্তি লাভই মনুষ্য জীবনের মহৎ লাভ; তৎপ্রতিই লক্ষ্য রাখিবে। ভজন করিতে করিতে বাহিরের কিছু কিছু শক্তি সময় সময় প্রকাশ পায়, ইহা সত্য; কিন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ভক্তিলাভ হয় না। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৮৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২শে আশ্বিন

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয় –, তোমার পত্র পাইয়াছি। কাশীধামে আসিয়াছ;

পরন্তু অপর স্ত্রীলোকদিগের সহিত কেবল যাত্রা (দর্শন) করিয়া বেড়াইলে ভজন চলিবে না ; এবং বহু স্ত্রীলোক বাড়ীতে আছেন, তাঁহাদের সহিত গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিলে ভজনে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ভোর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া, শৌচাদি করিয়া শরীর ভিজা গামছা দ্বারা পুঁছিয়া ২।৩ ঘণ্টা প্রত্যহ নাম জপ করিতে চেষ্টা করিবে ; তৎপর গঙ্গাস্নান যদি করিতে যাও, তবে ফিরিয়া আসিবার সময় বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও ধুন্দিরাজ গণেশকে দর্শন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসা উচিত, ; অধিক দেবালয় দর্শন করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। ঘরকন্নার কার্য্য কর্ম্ম যাহা করিতে হয়, তাহা মনে মনে নাম করিতে করিতে সম্পাদন করিতে অভ্যাস করিবে এবং লোকের সহিত বৃথা কথা কহিয়া সময় নষ্ট যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করিবে ; আবশ্যকীয় ২।৪ কথা বলিয়া চুপ করিয়া কার্য্যকর্ম্ম করিবে। আবার সময় করিয়া দিনে রাত্রে মালা লইয়া জপ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ কিছু-দিন ধরিয়া নাম করিতে অভ্যাস করিলে পুনরায় নাম আপনা হইতে চলিতে থাকিবে এবং ভিতরের রাস্তা খুলিয়া যাইবে। অধিক কথা কহা বন্ধ না করিলে নাম চলিবে না। বিশ্বেশ্বরকে জল অথবা বিল্বপত্র চড়াইতে * * * * এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিবে ; অন্নপূর্ণাকে জল বিল্বপত্র চড়াইতে * * * এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিবে ; এবং গণেশকে চড়াইতে *** এই মন্ত্র বলিবে।

শ্রীমান্ — প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আমার শরীর ভালই আছে। — দাস আশ্রমে নাই, কোথায়

থাকে তাহার কোন খবর নাই। শ্রীমান্ — দাস আশ্রমে আছে; জ্বর হইয়াছিল, এখন সারিয়াছে। অপর সকলে ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯০

লিখিত পত্রের অংশ। *

* * * ভগবানের ভজন ত্রিবিধ উপায়ে হইয়া থাকে, কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা।

প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ পরিক্রমা, জোড়-হস্তে দণ্ডায়মান থাকা প্রভৃতি করার ভজন; ইহা শরীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভগবানের নাম জপ, তাঁহার স্তুতিপাঠ প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা ভজন।

তৃতীয়তঃ মনঃসংযম, তাঁহার ধ্যান ও চিন্তন মানসিক ভজন।

এই প্রত্যেক প্রকার ভজনের উপকারিতা আছে। সম্পূর্ণ তিনটির দ্বারা ভজন সাধিত হইলে শীঘ্র ফললাভ করা যায়। ইহার কোন অঙ্গের ত্রুটী হইলে বিলম্বে ফলের প্রাপ্তি হয়। এই তিনটির মধ্যে মানসিক ভজনই শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন অপর দুইটি ভজন হইলে তাহাও নিষ্ফল হয় না, বিলম্বে ফল সিদ্ধি হয়। ভগবৎপ্রসন্নতা লাভই ভজনের ফল। কিন্তু সাধকের চিত্ত যে

* সম্পূর্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই; যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপই প্রকাশিত হইল।

পরিমাণে নির্ম্মল হয় সেই পরিমাণেই ভগবৎকৃপার স্রোত তৎপ্রতি প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মানসিক ভজন যাহার হয় না তাহার চিত্তের নির্ম্মলতা অপর দুই সাধনের দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং তৎপ্রসন্নতাসূচক কৃপাস্রোত তাহাতে শীঘ্র প্রবাহিত হয় না। **অবহেলাপূর্ব্বক ভগবানের নাম করিলে তাহাতে অপরাধই হইয়া থাকে।** "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" প্রভৃতি যে সকল শ্লোক আছে, তাহা ভগবদ্‌নামের অর্থবাদ বাক্য মাত্র। এই প্রশংসাপর বাক্য নামে রুচি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত। শ্রীহট্টে বসিয়া সেবা করিতে তোমার মনে সাধ আছে লিখিয়াছ, ইহা তোমার অন্তরে শ্রীহট্টের প্রতি যে মোহ আছে তাহারই জ্ঞাপক। তুমি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, সকল মনুষ্যের প্রতিই সমবুদ্ধি রক্ষা করিতে চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য। জন্মস্থান বলিয়া যে বিশেষ আসক্তি ইহাকে মোহ বলিয়াই জানিবে। এই নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ জন্মস্থানে একবারের অধিক যাওয়া নিন্দনীয় মনে করেন। একবার যে যাওয়া তাহাও জ্ঞান উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে ; অধিকবার গেলে পূর্ব্বস্মৃতি বদ্ধমূল হইয়া মোহ বর্দ্ধিত করিবার আশঙ্কা আছে। এই কথা স্মরণ রাখিবে এবং পূর্ব্বাশ্রমের কুটুম্বদিগের ও আত্মীয়দিগের সহিত ব্যবহার যত বন্ধ করিতে পার ততই শ্রেয়স্কর বলিয়াই মনে করিবে। যেখানে আছ সেইখানে গৃহস্থীভাব ও গৃহস্থীসঙ্গ অধিক এবং অপ্রিয় বোধ করিলে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে গিয়া থাকিবে। ভজনের প্রতিকূল যে সঙ্গ দেখিবে সেই সঙ্গে

অধিককাল বাস করিবে না। গুরুর প্রতি অবজ্ঞা হইলে তাহা ভোগ করিতে হয়।

৯১

ওঁ হরিঃ

নয়ানপুর
গোবিন্দপুর আখড়া
শ্রীহট্ট ১১।৫।৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, আমি গত পরশ্ব শ্রীহট্টে আসিয়া গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আসানসোলে স্থায়ী হইয়াছ, এবং তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গঠন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবের কাম ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া উঠে। যেমন বর্ষাকালে কুকুরের, বসন্তকালে কোকিল এবং মনুষ্যাদির শরীরে অধিক পরিমাণে ঐ ইন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সময় অতীত হইয়া গেলে আর তদ্রূপ হয় না। সাধুদিগের যখন সুষুম্নামার্গ খুলিয়া যায়, তখন কুণ্ডলিনীশক্তি এক এক সময় এক এক চক্রে আঘাত করে; যখন লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে আঘাত করে তখন কামবৃত্তির অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উত্তেজনা হয়। যখন সেই চক্র ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া যায় তখন আপনা হইতে সেই সমস্ত বিকার দূর হয়, এবং নাভিমূলস্থ মণিপুরচক্রে যখন আঘাত করিয়া স্থিত হয়, তখন অত্যন্ত শুষ্কতা মনে উপস্থিত

হয়। সাধনভজনও কিছু ভাল লাগে না এবং ভিতর হইতে এক ছটফটানি ও অশান্তির ভাব উপস্থিত হয়, ঐ চক্র ছাড়িয়া হৃদয়ে উঠিলেই আবার খুব সরস ভাব আসে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন ফল আছে। কিন্তু সকলই পরিবর্ত্তনশীল, স্থায়ী কেউ নয়। অতএব তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহা উপেক্ষা করিয়া সাধকের পক্ষে নিষ্ঠার সহিত প্রত্যহ সাধ্যমত চেষ্টাপূর্ব্বক মনকে স্থির করিয়া ভগবৎ নাম ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। এই সকল আগন্তুক ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের ভজনে এবং কর্ত্তব্য-পালনে নিষ্ঠা রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯২

ওঁ হরিঃ

হাওড়া

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

মনকে সহজে বশীভূত করিতে পারা যায় না। দীর্ঘকাল চেষ্টা করিলে ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই সহজেই হইয়া যায়। মন বশীভূত হউক আর না হউক, মন্ত্রজপ করিতে ত্রুটী করিও না। তদ্দ্বারাই অনেক ফল হইবে। তোমরা আনন্দে থাক, এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১লা ভাদ্র

পরমকল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পাইলাম। জ্বর ত্যাগ হইয়াছে লিখিয়াছ; যদি শরীর সমর্থ ও বলবান বোধ কর এবং ৺— বাবুর স্ত্রী আসে, তবে তাহার সহিত আসিতে পার। কিন্তু তুমি নিয়মিতরূপে প্রত্যহ নামসাধন দৃঢ়তার সহিত করিতে না পারিলে শান্তি পাইবে না। নামসাধন বিনা শরীরের পাপ ক্ষয় হয় না, এবং তাহা না হইলে ভগবৎকৃপা প্রকাশ পাইতে পারে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬।৬।৩০

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার সঙ্গীত শিক্ষকটির অদ্য দীক্ষা হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যে পাঠ পড়, তাহা সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করা আবশ্যক। নতুবা কেবল এইরূপ পড়িয়া গেলে কোন উপকার হইবে না। যতটুকু আয়ত্ত করিতে

পার, ততটুকুই পাঠ লওয়া উচিত। * * * অম্বল বদহজমী হইলে ৪টি করিয়া লেবুর রস আধপোয়া জলে, পাথরের অথবা কাঁচের বাটিতে লইয়া প্রাতঃকালে ইহা পান করিবে এবং রাত্রে শোবার সময়ও পুনরায় ঐরূপ লেবুর রস জলের সহিত পান করিবে। এইরূপ কয়েক দিন করিলেই উপকার বোধ করিতে পারিবে। শিরঃপীড়ার উপকার ইহার দ্বারাই পাইবে বলিয়া বোধ করি। ভগবান্ যে অবস্থায় যেখানে রাখেন তাহাই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য ভজন ও সেবা-কর্ম্ম করিবে। ভগবানের বিধান কল্যাণের জন্যই হয়। অহঙ্কার অভিমান যত দূর হয় ততই কল্যাণ বলিয়া জানিবে। এই অহঙ্কার অভিমান দূর করাই সাধনভজনের প্রধান ফল বলিয়া জানিবে।

আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। অঙ্গুলির বেদনা সারে নাই, কম আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১১।১১।৩৩

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা ভজন করিবে। তোমার মন্ত্র সচেতন হইয়াছে। ভজনের সময় যে সব দৃশ্য

দেখিতে পাও, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। দেহে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই ছবি আছে। তাহার কোন অংশ কখনও চোখের সম্মুখে খুলিয়া যায়। ইহা আশ্চর্য্য নহে জানিবে। গুরুদেহ কদাপি নিত্য নহে, এই দেহের সঙ্গ নিত্য লাভ করা কখনও হইতে পারে না; ভগবৎরূপী * সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যেখানেই কেন থাক না এই দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। বিশ্বাস করিলে সময় সময় তাহার পরিচয়ও পাইবে। তুমি কল্যাণ লাভ কর ও আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। আমার পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের তিরোভাব তিথিতে প্রতিবৎসরই এই আশ্রমে উৎসব হইয়া থাকে। এই বৎসর আগামী ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে হইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩।১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ভজন করিতে করিতে নানা প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। নিবিষ্টচিত্তে ভজন করিয়া যাইবে; মন্ত্রের দিকেই মনোনিবেশ করিবে, অন্য যে কোন অবস্থা প্রকাশ পায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবে না।

* অর্থাৎ ভগবৎরূপী হইয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

তোমার বিবাহ সম্বন্ধে আমি এক্ষণে কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার প্রবৃত্তি হয় কর, প্রবৃত্তি না হয় না কর। তুমি কল্যাণ লাভ কর ও আনন্দে থাক এই ইচ্ছা করি। এখানে ভূমিকম্প যৎসামান্য হইয়াছিল— কোন অনিষ্ট হয় নাই। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩।১২।২৬

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। নিজ শরীরের দ্বারা যে পর্য্যন্ত কুলায় তদ্রূপ সেবা করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন। শরীর অসুস্থ হইলে যাহা করিতে পারিবে না, তাহা তোমার স্ত্রী অথবা অন্য প্রিয়পাত্রের দ্বারা করাইবে, তাহাতে কোন প্রকার মনে শঙ্কা করিও না; নিত্য তাঁহার নাম অন্তরে প্রেমগদ্‌গদ্‌ভাবে যথাসম্ভব স্মরণ করা ইহাই মুখ্য সেবা জানিবে। আর সামর্থ্য অনুসারে বাহ্য সেবা শ্রীভগবানের অবশ্য করিবে, এবং সমস্ত জীবকে তাঁহারই বিভিন্নমূর্ত্তি জানিয়া যথাসাধ্য সকলেরই সেবা করিবে। পাপী নীচ বলিয়া কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না, ইহাই যথার্থ বৈষ্ণব লক্ষণ জানিবে। এইরূপ সাধ্যমত সাধন করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিবেন, ভগবান্ তাহাকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিবেন,

ইহাতে কোন সংশয় কারও না। যেখানে থাকিতে ভাল বোধ কর, সেইখানেই থাকিয়া এইরূপে দিনপাত কর, তাহাতেই পরমা গতি লাভ করিবে। নাম সাধন করিতে করিতে কাহারও শরীরের গঠন অনুসারে ধ্বনি প্রকাশ পায়। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও খুব অল্প সময়েই এইরূপ ধ্বনি—যেমন ভ্রমরের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বজ্রধ্বনি, বংশীধ্বনি ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে উৎসাহ বর্দ্ধিত আপাততঃ হইলেও ইহা অনেকের পক্ষে বন্ধনের হেতু হয়। সে মনে করে আমি বেশ সিদ্ধ হইয়াছি। বাস্তবিক এই ধ্বনি নিজে কিছুই নহে। তুমি এই সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একান্ত মনে ভজন করিতে থাক; নানা প্রকার অলৌকিক শক্তি তদ্দ্বারা প্রকাশ হইতে থাকে; তৎসমস্তকে বাধা বলিয়া সাধক অগ্রাহ্য করেন। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন ২৫।৫।২৭ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। * * * *

সাধ্যমত নাম সাধন অবশ্য করিবে, তাহাতেই পার

হইয়া যাইবে। কাহাকেও ক্লেশ যাহাতে দিতে না হয় এবং কাহারও প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি যাহাতে না থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মনে বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইলেও তৎক্ষণাৎ বিচার বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদের প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

৯৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১১।৩।৩০

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। * * * *। শ্রীভগবৎ কৃপা তোমার উপর সর্ব্বদাই আছে জানিবে। সর্ব্বপ্রকার কুশল লাভ কর এই ইচ্ছা করি। বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মস্তকের উপরিভাগে মধ্যস্থলে সহস্রদল কমল আছে। শিশুদিগের মস্তকে যে স্থানে একটু গর্ত্ত মত থাকে ও টিপিলে নরম লাগে, সেই স্থানেই সহস্রদল কমলের স্থান বলিয়া জানিবে। আর মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নাংশে যে স্থান আছে সেইটিই চতুর্দ্দল-বিশিষ্ট মূলাধার পদ্মের স্থান জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০০

ওঁ হরিঃ

পুরুলিয়া ৩০।৩।৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

..তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মনে মনে জপ করিবে এবং জপের যে ধ্বনি হয় তাহাই মন দিয়া শ্রবণ করিতে থাকিবে। ভ্রূমধ্যে ভগবৎ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে তোমাকে বলিয়াছিলাম, ইহা যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি অথবা কেবল শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি; তৎভিন্ন অন্য মূর্ত্তি তোমার ধ্যেয় নহে জানিবে। ভগবানের নাম এবং মূর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে তাহাতে একটু প্রেম জন্মাইতে আরম্ভ করিলেই বাসনা সকল ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইবে। আমার সঙ্গে ৫।৬ জন সাধু আছেন, তাহাদের শুদ্ধ হাইলাকান্দি যাতায়াতে বহু ব্যয় লাগিবে। সেখানে থাকিতে অনেক ব্যয় লাগিবে। অতএব তোমার স্ত্রীকে শ্রীহট্ট নিয়া আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, শনিবার

তন্ত্রে যে ষট্চক্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আধ্যাত্মিক সাধনের ইহাই

স্বাভাবিক পন্থা—ইহার ভিতর দিয়া সকলকে যাইতে হয়। কিন্তু যাইবার প্রণালী বহু প্রকারের আছে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই ষট্‌চক্র বিদ্ধ করা। রাজযোগ যাহা কেবল ধ্যানাত্মক, তাহার ফলেও ষট্‌চক্র বিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ রাস্তায় চলিতে যাহারা ইচ্ছা করেন তাহাদের অধিকাংশেরই বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহাদের বীর্য্যধারণ নাই, তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও ক্ষয়রোগ হয়, কেহ উন্মাদ হইয়া যায়, কেহ গ্রহণী প্রভৃতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু কষ্ট পাইয়া থাকেন। তোমরা যে সাধন পাইয়াছ, নিষ্ঠাপূর্ব্বক সে সাধন অবলম্বন করিলে তদ্দ্বারা অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন ব্যতীতই ষট্‌চক্রের রাস্তা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৬।১২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমরা কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। ভরসা করি শ্রীভগবৎকৃপায় তুমি ও ছেলেপিলে প্রভৃতি বাটীস্থ সকলে সুস্থকায় হইবে। জপ ঠিক মত হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, কখনও কখনও

বেশ আনন্দ বোধ হয়, এবং অন্য সকল লোকের প্রতিও প্রীতির উদয় হয় জানিবে। কিন্তু কখনও কখনও শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয় তাহাতে শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; সেই সময় হৃদয়ে মন স্থির করিয়া জপ করিলে আস্তে আস্তে শুষ্কতা কাটিয়া যায়। তোমাদের বাটীতে গিয়া আমার কোন ক্লেশ হয় নাই, এবং তোমাদের কোন অপরাধ হয় নাই। স্বপ্নে দর্শন কখনও ঠিক হয়, কখনও বা কাল্পনিক হয়। অতএব কোন উপদেশ স্বপ্নে পাইলে তদ্বিষয়ে আমাকে জানাইয়া অনুমতি পাইলে পরে কার্য্য করা উচিত। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৭ই আশ্বিন

পরমকল্যাণবরেষু—

১। প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ধ্যানে মন স্থির করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। কিন্তু মনঃস্থির হউক না হউক, মন্ত্র জপ যথাসাধ্য করিবে। তাহাতে ত্রুটী করিবে না। অবিচ্ছেদে যত অধিক জপ করিতে পার ততই মঙ্গল।

২। যেমন বাষ্প অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহা হইতে নানারূপবিশিষ্ট মেঘ, জল ও বরফ প্রভৃতি প্রকাশিত

হয়। তৎসমস্ত ঐ অদৃশ্য বাষ্পেরই রূপ, বাষ্প হইতে অভিন্ন; তদ্রূপ তুমি, আমি, এই সমস্ত বিশ্ব অদৃশ্য পরমাত্মা হইতেই প্রকাশিত তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহার নিজের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তিনি অতি সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল বলিয়া। ইহা নিশ্চয় সত্য জানিয়া তাঁহাকেই নিজের আত্মা স্বরূপ জ্ঞান করিবে। নিজের আত্মা অলক্ষ্য হইলেও নিশ্চয়ই আছেন বলিয়া বোধ সকলের আছে; সেই আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—তাঁহারই অঙ্গীভূত, এইরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে। এইরূপ অলক্ষ্যে ধ্যান স্থির করা অনেকের পক্ষেই কঠিন; অতএব কেহ, পরমাত্মা যে অনন্ত আকাশরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন সেই অনন্ত আকাশরূপ তাঁহাকে ধ্যান করিয়া নিজেকে তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া ধ্যান করেন। যেমন ঘটস্থিত আকাশ অনন্ত আকাশের অঙ্গীভূত, যেমন পরমাণুস্থিত আকাশও ঐ মহৎ আকাশের অন্তর্ভূত, তদ্রূপ নিজেকে ধ্যান করেন। কেহ বা অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়রূপে ভগবানকে এবং তদন্তর্ভূত নিজেকে ধ্যান করেন। এরূপ অন্য প্রকারের ধ্যানও আছে। তুমি যেরূপ ধ্যান করিতে একাত্মতা-বুদ্ধি স্থাপনের নিমিত্ত সুবিধা বোধ কর, তদ্রূপই করিতে পার। সেই অদৃশ্য ভগবান্ যেমন পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপেও আবির্ভূত আছেন, এইরূপে তিনি সমস্ত জীবের প্রতিপালন করেন এবং সাধকগণকে

মোক্ষও প্রদান করেন। আমাদের সম্প্রদায়ে সচরাচর এই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত ভগবানকেই ধ্যানের বিষয় করিয়া নিজেকে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে অধীন দাস ভাবনা করা অধিক প্রচলিত। তাঁহাকেই সাধকগণ নিজ প্রভু আত্মা বলিয়া ধ্যান করেন। তুমি এইরূপ করিলে শান্তি পাইবে। পত্রে অধিক লিখা যায় না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ এবং এখানকার সকলের কুশল জানিবে। —দাসের নামীয় পত্রে তোমার লিখিতানুসারে ভিঃ পিঃ ডাকে গোপীচন্দন, করমালা ও স্তবের পুস্তক পাঠান হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১০।১।৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি হোমিওপ্যাথি পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে কিছু দোষ নাই, তাহা পড়িতে পার। যাহার শরীর অসমর্থ হয় নাই এবং কোন খারাপ ব্যাধি নাই, তাহার পক্ষে বিবাহ করাতে কোন দোষ নাই, বরং বিবাহ করাই উচিত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলেন। মনঃস্থির বহু আয়াসসাধ্য; যাহাদের চিত্ত হইতে সংসারাসক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদেরই মন ভজনে স্থির হইতে পারে, তাহাও বহুদিন চেষ্টার পর হয়।

অতএব মনঃস্থির হয় না বলিয়া ভজন পরিত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। শরীর, বাক্য ও মন এই তিনের দ্বারা ভজন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটি অপটু হইলে যে ভজন ছাড়িতে হয় তাহা নহে, যথাসাধ্য অপর দুইটির দ্বারা ভজন করিবে। এই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব ভগবৎ নাম জপ অবশ্য নিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রত্যহ করিবে। মনকে যে সংযত করিতে চেষ্টা করিবে না, এমন নহে। যতটুকু সম্ভব মনকে সংযত করিয়াই জপ করিবে। কিন্তু চঞ্চল হয় বলিয়াই জপ পরিত্যাগ করিবে না। এইরূপ করিলেও ভগবৎ প্রসন্নতা লাভ হয় এবং কল্যাণ হয়। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—(বঃ) শ্রীসন্তদাস

১০৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩৷৮৷৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সাধকের পক্ষে দৃঢ়ব্রতী হওয়া আবশ্যক। যদি প্রলোভন অতিশয় অধিক হয়, তবে এমন সঙ্গে আপনাকে যত্ন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক রাখিতে হয়, যাহাতে প্রলোভন তথায় পৌঁছিতে না পারে। শিক্ষকের কার্য্য করিতেছ, তাহাতে অপরের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছ কিরূপে আমি বুঝিলাম না। আপনার উদর-পোষণের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে। একই বিষয়ের জন্য

যদি অধিক লোক প্রার্থী হয়, তবে একজনই তাহা পাইবে, অপরে পাইবে না। যে পায় তাহার ইহা গ্রহণ করাতে অপরকে বঞ্চনা করিবার অপরাধ হয় না। নিয়মিত সময়ে ভজন করিবে, তাহাতে বহু পাপ ক্ষয় হইয়া যায় এবং বহু পাপে পতিত হইতে দেয় না। শ্রীমান্ —দাস এখানে নাই। পুরীতে থাকে। ছোট এবং বড় উভয় জীবন-চরিত ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জীর দোকানে পাওয়া যায়। এখানে নাই। কণ্ঠী দুই গাছি পাঠান যাইবে। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৬

ওঁ হরিঃ

পরমকল্যাণবরেষু—

* * * মনঃস্থির ভজন বিষয়ে করিতে হইলে বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া প্রয়োজন। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিতে, মন সেই দিকেই স্বভাবতঃ ধাবিত হইবে। তবে অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিতে পার। ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপ খুব দৃঢ়রূপে চিত্তে ধারণা করিতে হয়। দৃঢ় ধারণা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া মনকে বলপূর্ব্বক কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ পরে মন শান্ত হইতে আরম্ভ করে এবং ভজনে কিছু আনন্দ অনুভব তখন হয়, তাহাতে মনও আকৃষ্ট হইতে থাকে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে মনকে প্রথমে বসাইয়া

তাহার উর্দ্ধদিকে ধ্যেয় মূর্ত্তিকে বসাইয়া এইরূপ ধ্যান করিতে যত্ন করিতে পার। কিন্তু অধিক পরিশ্রম একেবারে করিবে না, মস্তিষ্ক গরম হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। এইক্ষণ তুমি নাম জপ করিতে অভ্যাস কর। তাহাতেই কল্যাণ হইবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৭।৫।২৯ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। শ্রীশ্রীবিগ্রহযুগলের আসন মধ্যস্থলে রাখিয়া, দুইপাশে দুই প্রতিমূর্ত্তি (গুরুজী ও দাদাগুরুজী) রাখাতে কোনও দোষ হয় নাই। গুরু ও গোবিন্দে একবুদ্ধি রক্ষা করাই শাস্ত্রীয় চিধি। গুরু ছাড়া গোবিন্দ নহেন, এবং গোবিন্দ ছাড়া গুরু নহেন। একত্রে রাখিয়া একসঙ্গে ভোগ দিলে কোনও দোষ হয় না। যদি গুরুমূর্ত্তি পৃথক্ ঘরে থাকেন তবে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ দিয়া সেই ভোগ পুনরায় গুরুমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত করিয়া ভোগ দিতে কোন দোষ নাই। বরং তাহাই করা ভাল। ভগবৎ ভোগ লাগিলে সেই ভোগের পদার্থ অমৃতময় হয়, ইহা আরও অধিক উপাদেয় হয়। তোমাদের উচ্ছিষ্ট অন্যকে দেওনা ; ইহা তদ্রূপ নহে, প্রসাদকে তদ্রূপ উচ্ছিষ্ট (সুতরাং দুষ্ট) মনে না করিয়া, ভগবানে নিবেদিত

হওয়ায় আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে করিবে। ভগবানই গুরুরূপে কৃপা করেন, অতএব উভয়ে একবুদ্ধি রাখিবে। ভগবৎ মূর্ত্তি বর্ত্তমানে রাখিয়া গুরু পূজা করিলে গুরুতে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বুদ্ধি স্থাপিত হইতে আরও সুবিধাই হইয়া থাকে। শ্রীমান্ — কে যে মন্ত্র দিয়াছি, কেবল সেই মন্ত্রই তিনি যেন জপ করেন। ইহাতেই অপর সমস্ত মন্ত্রশক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে। * * অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৫।২।৩১ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, সাধ্যমত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহা করিতে পারিলে তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিতে ইচ্ছা কর, করিতে পার। * * পরন্তু কেবল অধিক পরিমাণে জপের দ্বারাই সমস্ত পুরশ্চরণের ফল হয়। অন্য লোককে না জানাইয়া ভজন বিষয়ে আড়ম্বর না করিয়া একান্তে বসিয়া, একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। * * অ, উ, ম এই তিন অক্ষরের যোগে ওঙ্কার হয়, মকারের স্থানে অনুস্বার হয়। অতএব শেষে মকারের উচ্চারণ না করিয়া অনুস্বারের উচ্চারণ করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১০৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮ই নবেম্বর

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। গুরুস্থানে আসিতে যে তোমার ইচ্ছা আছে তাহা স্বাভাবিক সত্য। কিন্তু আসা যে ঘটিল না তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করিবে না, অবশ্য তাহারও প্রয়োজন আছে। বাস্তবিক পক্ষে জানিবে যে **শ্রীশ্রীভগবান্ সদ্‌গুরুই যথার্থ আপন জন; তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সকল স্থান হইতে কৃপা করিতে পারেন ও করিতেছেন। তাঁহাতে আপন বুদ্ধি করিয়া তিনি সর্ব্বদা নিকটে আছেন এই ধারণার অভ্যাস করিতে পারিলে শীঘ্রই তোমার সমস্ত তাপ দূর হইয়া যাইবে।** অত্র মঙ্গল। সময় সময় তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিও। ইতি—

পুঃ তোমার বাবার প্রেরিত বস্ত্রাদি পাইয়াছি এবং কোন কোন বস্ত্র পরান হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১১০

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কাশ্রম

শ্রীবৃন্দাবন, ৮ই মাঘ

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, স্ত্রীর ও আমার নামে লিখিত তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু তোমার হৃদয়ে সতত বসিয়া আছেন। তুমি তাহা অনুভব করিতে সতত যত্নবান্ হও। তোমার ভাবনার বিষয় কি আছে? তিনি দেহধারী থাকিতে তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্তই কার্য্যে পরিণত হইবে। তোমার ব্যবস্থা সব তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার কর্ম্মভোগের কথা লিখিয়াছ, কিন্তু জানিও যে তোমার কর্ম্ম কিছু নাই; তিনিই হৃদয়ে বসিয়া তাঁহার অনন্ত জগতের ব্যাপার প্রকাশের নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম—ভাল মন্দ সমস্ত কর্ম্ম—করাইতেছেন। তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুভব করিতে সাধ্যমত যত্ন করিও। আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল। তোমার বাবার শরীর সুস্থ হইতেছে না দুঃখের বিষয়। ভরসা করি শ্রীভগবানের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিবেন। ইতি—

আঃ—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১১১

ওঁ হরিঃ

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, কচি আম অতিশয় কষা থাকে, পরে ক্রমশঃ টক

হয়, পরে আরও টক হয়, তৎপরে টকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিষ্টও হইতে থাকে। পরে একেবারে মধুর হইয়া যায়, কিছুমাত্র টকরস থাকে না। অমৃত বর্ষণ করিয়া রসনাকে তৃপ্ত করে। ইহাই সংসারের নিয়ম। একদিনে কিছুই হয় না, ক্রমশঃ ক্রমশঃ দোষ সকল দূর হইয়া যাইবে। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ শ্রীভগবৎমায়ায় মোহিত, অবশ হইয়া সকলেই তাঁহার লীলাময় কার্য্য জগতে বিস্তার করিতেছে। তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করে এইরূপ কি সাধ্য জীবের আছে? মানসিক চিন্তা, মানসিক ভাব যাহা সময় সময় উপস্থিত হয়, তাহার উপরও জীবের আধিপত্য নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার, যাহা ইহজন্ম ঘটাইয়াছে, তাহা মুক্ত পুরুষগণও ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সুতরাং সেই সংস্কার সকল দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ইহজন্মে মানসিক ভাব সকল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সুখ দুঃখাদি প্রদান করে; মুক্ত পুরুষগণ নির্লিপ্ত ভাবে তাহা ভোগ করেন, বদ্ধ পুরুষ তাহাতে ম্রিয়মাণ হয় এই মাত্র প্রভেদ, কিন্তু ভোগ সকলকেই করিতে হয়। ইহজন্মই শেষ জানিয়া যে সকল ভাব সময় সময় মনে আসে তন্নিমিত্ত গ্লানি বোধ না করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে তাহার ভোগ গ্রহণ করা উচিত। এই সকল ভাব যথার্থ পক্ষে মলিন করিবে না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মভোগমাত্র ইহা দ্বারা ক্ষয় হইয়া যাইবে, নূতন কর্ম্মসংস্কার উৎপাদন করিবে না। সমস্ত ভোগ শেষ হইয়া গেলে আপনা হইতে পক্ক আম্রের ন্যায় বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মভোগ সমাপনের জন্য তাহা প্রয়োজন। সময় হইলে আপনা হইতে সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের ধ্যান করে সে সেই ধ্যেয় বস্তুর শক্তি লাভ করে। একদিকে দেবহূতি প্রেমের সহিত স্বীয় পতি মহর্ষি কর্দ্দমের সেবা করিয়া তাঁহার সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; অপরদিকে অজামিল অশুচিদেহ শূদ্রাণীতে আসক্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমর্য্যাদা, তপোবল প্রভৃতি সমস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। আহার্য্য বস্তুর প্রতি লোভবশতঃ তাহার ধ্যান করিয়া লোক অধোগামী হয়, আবার শ্রীভগবৎপ্রসাদের প্রতি প্রসাদবোধে লোভ করিয়াও লোভের বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয়, এইরূপ মনে রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। যে অবস্থায়ই শ্রীভগবান্ রাখেন তাহাতেই সন্তোষ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

তোমাদের গুরুদেব জগদ্গুরু, জগতের কল্যাণ-বিধাতা, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে এবং ইহাও সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে যে তিনি প্রতিনিয়ত তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছেন। ইহা (এ উপলব্ধি) যত অধিক স্থায়ী ও গাঢ় হইবে, ততই নিশ্চিন্ত, ভয়শূন্য, অবসাদ-বিহীন এবং উদ্যমশীল হইতে থাকিবে এবং কষ্টও সেই পরিমাণে দূর হইবে; বাহিরের কষ্টকর ঘটনা বলিয়া যাহা দেখিতেছ তাহা আর তত কষ্টকর বোধ হইবে না। তোমাদের এইবার এখানে আসিতে অসুবিধা হওয়ায় খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ; না-আসার কারণ উপলক্ষ্য মাত্র—যদি না আসা হয় তবে শ্রীভগবৎ

ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ জানিবে। পরে ক্রমশঃ ইহার যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গলেরই বিধান করিবেন। আগামী বৎসরের অন্তে ভরসা করি উপদ্রব সমস্ত মিটিয়া যাইবে। শ্রীমান্ দ্বারিক লিখিয়াছে যে তোমার বাবা এবং—বাবু আসিয়া কাশীর আমাদের বাটীতে কিছুদিন থাকিয়া টেক্স কমাইতে ও ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা আসিলে পশ্চিমের খণ্ডে থাকিতে পারিবেন, অসুবিধা হইবে না। টেক্স কমাইতে পারিলে উপকার হয়। তোমার বাবা কাশীধামে আসিলে তথা হইতে এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া গেলে সুখী হইব। শ্রীশ্রীভগবৎ কৃপায় তোমরা সকলে সর্ব্বপ্রকারে কুশলী হও এই আমি ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১১২

ওঁ হরিঃ

বঙ্গীয় নিম্বার্কাশ্রম

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মনসাদেবী জানেন যে তোমরা বিষ্ণু উপাসক, সুতরাং পশুবলি দাও না। অতএব তোমরা তাঁহার পূজা উপলক্ষে পশুবধ কর নাই বলিয়া যে তিনি অপ্রসন্ন হইবেন, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

দেবতারা এইরূপ হিংসুক প্রকৃতির হইলে তাঁহাদিগকে লোকে পূজা করিত না। তিনি ক্রুদ্ধা হইয়াছেন এইরূপ মনে করা তোমাদের ভ্রম। ঘটনাচক্রে বিড়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, তোমরা তাহাকে মার নাই, এবং এই বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধও নাই। তোমার পুত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা কর, যথাসময়ে বিবাহ হইবে। অনেকেরই বিবাহের অনেক স্থানে আলাপ হয় ও ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে যেখানে নিয়তি আছে সেই স্থানে বিবাহ হয়। এই বিষয়ে তোমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই জানিবে। তোমার প্রেরিত দুইটি টাকা প্রাপ্ত হইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তোমরা সকল প্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৩

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্কাশ্রম, ২০ আশ্বিন

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। দীক্ষা দ্বারা তুমি যে ঋষিকুলে আশ্রয় লাভ করিয়াছ, তাঁহাদের কৃপা সর্ব্বদাই আছে জানিবে। শেষরাত্রে ভজনের জন্য তোমাকে উৎসাহিত করিতে কোন মহাপুরুষই তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

শেষরাত্রে উঠিয়া ভজন করিলেই তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করা হইবে। মানসিক বিষহরি পূজা করিতে কোন বাধা নাই। উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজনার্থে দিবে। কিন্তু পাঠা কিম্বা এইরূপ অন্য কোন জীব বলি দিবে না। তুমি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই আশীর্ব্বাদ করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮।৬।২৯

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। এইক্ষণকার কালস্রোত নাস্তিকতার দিকে প্রবল বেগে চলিতেছে, ভজনের বিঘ্ন সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। খুব নিষ্ঠার সহিত নিয়ম করিয়া দৃঢ়ব্রতী হইয়া ভগবৎ নাম নিত্য যিনি জপ করিবেন, তিনি কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া যাইবেন। অতএব আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়মিতরূপে নাম সাধন করিতে সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৫

ওঁ হরিঃ

বৃন্দাবন, ৬।৩।৩০

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। — দাসের নামে

তুমি যে পত্র লিখিয়াছ, তাহাও দেখিয়াছি। — দাস এখানে নাই, শ্রীমান্ — দাস এইক্ষণে আশ্রমের কার্য্য কর্ম্ম দেখে ও চিঠি পত্র লেখে, প্রয়োজন হইলে তাহার নামে চিঠিপত্র লিখিবে। ভগবান্ এবং গুরু যে সন্নিধানে থাকেন তাহা চিত্ত নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারা যায় না। ভজন করিতে করিতে এবং সকল জীবের প্রতি সুহৃদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে ইহার অনুভব হইতে থাকে। আর ইহা স্মরণ রাখিবে, আত্মার কল্যাণ কোন কার্য্যের দ্বারা হইলেই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তখনই অনুভবের বিষয় হয় তাহা নহে। গঙ্গাস্নান তীর্থসেবাদি কার্য্য নিশ্চয়ই কল্যাণ সাধন করে। যাঁহাদের চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হয়, তাঁহারাই গঙ্গাদির পুণ্যস্পর্শজনিত উপকার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অপর লোকে অনুভব করিতে না পারিলেও যে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তুমি ভজন করিতে থাক, চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইলে এই সকল বুঝিতে পারিবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তির ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; তাহা মঙ্গলজনক, ইহা সর্ব্বদা করিতে পারিলে ভালই হইবে। **কিন্তু মন্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যান করিলে তাহা ফাঁকা হইয়া যাইবে, অন্তরে বসিবে না। মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করাই ভাল।** ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৬

ওঁ হরিঃ

১২নং ভড়পাড়া রোড্,
বোটানিক গার্ডেন,
হাওড়া

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, * * * সকলকেই ভগবানের মূর্ত্তি জানিয়া, বৈষ্ণব সর্ব্বদা সেবকভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিলে কল্যাণ হয়। শেষরাত্রে ও সায়ংকালে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া জপ করিবে ও কার্য্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকলের সহিত সেবক বুদ্ধিতে ব্যবহার করিলে শীঘ্র প্রসন্নতা লাভ করা যায়। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৪।১২।৩১ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। * * * উৎসবের দিন কিছু বিশেষভাবে শ্রীশ্রী-ঠাকুরজীকে ভোগ দিবে, এবং গুরু ভাই, ভগ্নী ও ভক্তজনকে প্রসাদ বিতরণ করিবে। অশৌচ হইলে, নিত্য পূজা বন্ধ কদাপি করিবে না। ভক্ত স্পর্শে ভগবানের শরীর কদাপি

দুষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বপাপহারক; তাঁহার অঙ্গ কেহই দুষ্ট করিতে পারে না। গঙ্গাজল ও তদভাবে তুলসীর জল দ্বারা শালগ্রামকে ও অপর সকল ঠাকুরকে স্নান করাইও, তাহাতেই বাহিরের সমস্ত মলিনতা দূর হইবে। **ভক্তিই পূজার মুখ্য অঙ্গ জানিবে।** ভক্তিতে সমস্ত বস্তু পবিত্র হয়। অর্ঘ্যপাত্রে দূর্ব্বা ও তুলসীচন্দনের সহিত চাউল দিতে পার, তাহাতে কোনও দোষ নাই। নৈবেদ্যে কদাপি চাউল দিবে না। নৈবেদ্যকে তুলসী দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানে অর্পণ করিবে। পুষ্প দিলেও কোন দোষ হয় না। কিন্তু তুলসী নিতান্তই দিতে হইবে। সকল ঠাকুরকেই এক বুদ্ধিতে একসঙ্গে ভোগ নিবেদন করা ভাল। তাহাতে কিছু দোষ হয় না। এক অথবা অধিক থালি হউক, সকল থালিই একসঙ্গে কুরসী (আসন) স্থিত সকল ঠাকুরকে ভোগ দিবে। আমাদের সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি পুস্তক আছে, তাহা দেবনাগর অক্ষরে ছাপা, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। শরীর অসুস্থ হইলে, তাহা আপৎকাল বলিয়া গণ্য। তাহাতে স্নান না করিয়া জপ পূজা করিলে কিছু দোষ হয় না। * * * আমার শরীর এক প্রকার ভাল আছে ও আশ্রমস্থ সকলে কুশলে আছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৯।২।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তুমি তোমার বাড়ীতে সমস্ত উৎসব করিও, তাহাতে কল্যাণ লাভ হইবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রত্যেক লোকেরই সময় সময় শরীরের ধাতু সকলের পরিবর্ত্তন ঘটে। সেজন্য কখন কখন নীরস ভাব ও কখন কখন সরস ভাব আসে। নীরস ভাব আসিলেও খুব নিষ্ঠার সহিত নিয়মিত সময়ে ভজন করা চাই। তাহাতে ত্রুটী করিবে না। এইরূপ করিলেই ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ করা যায়। তুমি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১১৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬।১২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি।

অন্য সাংসারিক কার্য্যে তোমার মন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, সেইজন্য ভজনে স্থির হয় না; সাংসারিক চিন্তাই আসিয়া

পড়ে। অবশ্য যতটুকু পার সাধ্যমত চেষ্টা করিবে মনকে স্থির করিয়া নাম করিতে, কিন্তু স্থির হয় না বলিয়া নামকে পরিত্যাগ করিবে না। নামের নিজের শক্তি আছে; তাহা ক্রমশঃ শরীরে প্রকাশিত হইবে। সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন,
নিম্বার্ক আশ্রম, ৯ই ভাদ্র

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ভজন করিতে করিতে যদি নিদ্রাবেশ হয় তবে উঠিয়া দাঁড়াইতে অথবা পায়চারি করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে জপ করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রাবেশ ছাড়িয়া গেলে, পুনরায় বসিয়া জপ করিবে। ৺জন্মাষ্টমীব্রত এইবার ১৯শে ভাদ্র তারিখেই হইবে। আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে এবং আশ্রমস্থ সকলে কুশলে আছেন। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৫।১২।২৭ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই—, তোমার পত্র পাইয়াছি। পূজার সময় নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। সকল দেবতাকেই নিজের ইষ্টের সহিত অভেদজ্ঞান করিতে হয়। তোমার মাতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে এবং তুমিও আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার মাতাকে বলিবে যে তিনি ভগবানের দাসী হইয়াছেন, তিনি এই সংসারে রাখুন বা তাঁহার ধামে নিয়া রাখুন ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তান্বিত না হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার চরণচিন্তন ও সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। এই দেহ ত অনিত্যই; ইহা দুইদিন অগ্রপশ্চাৎ যাইবেই, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বদা যাহাতে ইষ্ট-চিন্তা করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩০।৯।২৭ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

—বাবু—, আপনি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। দ্বিজাতির পক্ষেই ওঁ মন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা সাধারণতঃ শাস্ত্রে আছে

জানিবেন। তদিতর জাতির পক্ষে ওঁকার ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে; উভয়ের অর্থ একই। যথা :—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের বিধানকর্ত্তা অথচ স্বরূপে নির্ম্মল চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম। আর নমঃ পদের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে যে ভগবানের বর্ণনা আছে তাঁহাতে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। মন্ত্রের এই সাধারণ অর্থ জানিয়া রাখিবেন। মন্ত্র সাধন করিতে করিতে ভগবৎরূপের অর্থ ক্রমশঃ অন্তরে প্রকাশিত হইবে। কেবল নিজ কর্ণে শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য লোকে না শোনে এমন করিয়াও জপ করিবার বিধি আছে; আর মনে মনে করিবারও বিধি আছে। তন্মধ্যে আপনি কেবল নিজকর্ণে শুনিতে পান এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া জপ করিলেই আপাততঃ আপনার পক্ষে কল্যাণজনক হইবে। যত অধিক জপ করিতে পারেন ততই ভাল। জলে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া জপ করিলে ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া জপ করিলেই ভাল। ভবিষ্যতে দেখা হইলে অপরাপর বিষয় বলা যাইতে পারিবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২০।১২।২৭ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মনের গতি

বিষয়ের দিকেই স্বভাবতঃ থাকে, ইহাকে বশীভূত করা সুকঠিন। খুব বৈরাগ্য অন্তরে না আসিলে বিষয়ের দিকে মনের গতি রুদ্ধ হয় না। পরন্তু তাহাতে হতাশ না হইয়া ভগবৎ নাম সর্ব্বদা করা উচিত। সাধারণতঃ মন স্থির করা সকলের পক্ষেই কঠিন জানিবে। অতএব তদ্রূপ সকলের জন্য ভগবান্ কর্ম্মযোগেরই উপদেশ দিয়াছেন। সেবাবুদ্ধিতে ভগবৎকার্য্য করিতে করিতে যে নির্ম্মলতা লাভ হয় তাহাতেই ভগবান্ এই কালে পার করিয়া দেন। ইহা তিনি নিজে বলিয়াছেন। অতএব কিছু হতাশ হইবার কারণ নাই। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬ই ভাদ্র

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, ৩।৪ দিন হইল তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে যে তোমার প্রতি ভগবৎ কৃপা খুব অধিক; তুমি নিজে তাহা বুঝিতে পার না। কালক্রমে সমস্তই বুঝিতে পারিবে, ব্যস্ত হইও না। এইক্ষণ শেষ রাত্রে

নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিয়া কিছুকাল যথাসম্ভব ইষ্টমন্ত্র উপদেশানুসারে জপ করিবে। নিজের যতটুকু সামর্থ্য তাহার অধিক ত কেহ করিতে পারে না। অতএব মন মত জপ করা হইল না মনে করিয়া অসন্তুষ্টচিত্ত হইও না। আস্তে আস্তে কালক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। তাহা যত শীঘ্র হইতে তুমি ইচ্ছা কর তত শীঘ্র হয় না জানিবে। জপ সমাধা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীউর সেবা পূজা প্রীতির সহিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। পরে আরতি প্রভৃতি করিয়া তাঁহাতে সমস্ত কার্য্য অর্পণ করিয়া নিজ পাঠে মন দিবে। এখন পাঠ তোমার কর্ত্তব্য। তাহাতে মন একাগ্র হইলে পরে ভজনেও একাগ্র হইবে। "হে ভগবন্! তোমার নাম জপ, তোমার সেবা পূজা করিতে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য; তথাপি তুমি আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ; ইহাতে আমার সর্ব্বাপরাধ ও ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তুমি জপ পূজা গ্রহণ কর" এইভাবে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিবে। তৎপর পাঠে মন দিবে। আর কিছু হইল না, কিছু হইল না, এইরূপ বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ কার্য্যে যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা বহু ভাগ্যের ফল এইরূপ মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে অভ্যাস করিবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৪ঠা ভাদ্র

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রতি ত ভগবৎকৃপা অজস্র বর্ষণ হইতেছে; তুমি তাহা বুঝিতেছ না। চিন্তিত হইও না; সময় মত সকলই প্রকাশ পাইবে। শ্রীভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন "ন ত্বরমানেন লভ্য"। অধিক তাড়াতাড়ি করিয়া যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা লাভ করিতেই পারে না। ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। কত মুনি ঋষি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া কত কঠিন সাধনা করিয়াও ভগবৎ প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারেন নাই; আর তুমি কয়দিনই বা সাধন করিয়াছ এবং কি বা সাধন করিয়াছ যে দর্শন লাভ কর নাই বলিয়া এত চঞ্চল হইয়া পড়িতেছ? তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ, প্রভুও তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন; তোমার যোগ্যতা ক্রমশঃ সাধিত হইলে তিনি যখন উপযুক্ত সময় দেখিবেন তখনই দর্শনাদি আবশ্যক মত মিলিবে। তিনি কি তোমার অপেক্ষা কম বিবেচক? তোমার যথার্থ হিত কিসে হয় তাহা কি তোমা অপেক্ষা অধিক বুঝেন না? তিনি যখন গ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে যে তোমার আর কোন অপায় * নাই। তুমি দেহান্তে অবশ্যই মোক্ষমার্গে গমন করিয়া

* অর্থাৎ বিনাশ নাই।

পরমানন্দ লাভ করিবে। ১০।২০ বৎসর অতি অল্প সময়। তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায় এই সময় তদ্রূপ করিয়া চালাইবেন; ইহাতে অসন্তুষ্ট থাকিতে নাই। কথায় বলে "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"। শ্রীমান্ — 'র উপর তোমার আহারের ভার পড়িয়াছে; তাহাতে তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। শ্রীমান্ — এর আবশ্যকীয় ব্যয় পরিমাণ অর্থ হইয়াই যাইবে। সে তোমাকে খাইতে দেয় বলিয়া কোন প্রকার মনে বিরক্ত নহে। আমার শরীর ভাল আছে। বনপরিক্রমায় যাই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৭ই পৌষ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র সকল পাইয়াছি। এই সময় তোমাদের আসিবার সুবিধা হইল না তাহাতে দুঃখিত হইও না, ভগবান্ যে বিধান করিয়াছেন তাহা মঙ্গলের জন্যই। তোমাদের উৎকণ্ঠা দেখিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণ এখানে আসা ভগবৎ অভিপ্রায় নহে। এই নিমিত্ত পত্র পাইতে দেরী হইয়াছিল। তুমি যদি নাম জপ নিয়ত করিতে পার তবে তোমার এই সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বাধা ঘটিবে না। এইক্ষণ তুমি যত পার মনকে অন্যদিকে চালিত না করিয়া নাম জপ অধিক পরিমাণে করিতে দৃঢ়ব্রতী হও; যে কোন বাধা আসুক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নাম সাধন করিতে ব্রতী হও, তোমার

কোন ক্লেশ থাকিবে না। সৎগ্রন্থ পাঠ ও নাম সাধন এই দুইটি সর্ব্বদা অবলম্বন করিতে যত্ন করিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। **গুরু সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন জানিবে।** অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৭।৪।২৯ ইং

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পাতক কিছু নাই, বৃথা তুমি মনে অশান্তি আনিও না, প্রসন্ন মনে অধ্যয়ন কর। সকল ঘটেই ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, ইহা যিনি জানেন তিনি সকলকেই মর্য্যাদা করিতে পারেন ও মর্য্যাদা অবশ্যই করিয়া থাকেন। নিজে কাহারও নিকট অহঙ্কৃত হয়েন না। ভগবৎ বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিলে যেমন ভক্তির উদয় হয়, তৎসমীপে নম্রতা আসে, তদ্রূপ যিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎ দর্শন করিতে অভ্যাস করেন, এবং নিশ্চিতরূপে জানেন যে বিগ্রহমূর্ত্তিতে যেমন ভগবান্ আছেন, অপর সমস্ত দেহেও তিনিই তদ্রূপ আছেন, তিনি সকলের নিকট নম্র না হইয়া কিরূপে অহঙ্কৃত হইবেন? অপরের দোষদর্শনহেতু তৎপ্রতি অবজ্ঞা আসে। যিনি সর্ব্বত্র ভগবৎদর্শন করিতে যত্ন করিবেন, তাঁহার পক্ষে দোষদর্শনের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং অবজ্ঞার ভাব আর আসে না, মর্য্যাদাবুদ্ধি সর্ব্বত্র স্থাপিত

হইতে থাকে। এইরূপ চিন্তা মনে পোষণ করিবে। শ্রীমান্— প্রভৃতি সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৯শে পৌষ

পরমকল্যাণবরেষু—

বাবা—, তোমার পত্রখানা পাইলাম। তুমি ব্যস্ত হইও না; যে নাম তোমাকে জপ করিতে পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি সেই নাম তুমি জপ কর; তাহাতেই তোমার সমস্ত অকল্যাণ দূর হইয়া যাইবে। পরে সময় মত তোমাকে দীক্ষিত করা যাইবে। গুরুশক্তিতেই কার্য্য করে; বিশ্বাস হইলেই শীঘ্র ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি পরীক্ষা দাও ইহা ভালই; ইহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না। ১০।১২ দিন পরই আমি এখান হইতে পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; ফাল্গুন মাস মধ্যে আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে। তুমিও পরীক্ষা হইয়া গেলে এখানে ফাল্গুন মাসে আসিতে পারিবে। অন্তরে বৈরাগ্য উদয় হইলে সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব কাটিয়া যায়; তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। পরন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে কিনা তন্নিমিত্ত পরীক্ষা (প্রতিবন্ধক) অনেক আসে। তাহা এড়াইতে পারিলে বিষয়বৈরাগ্য দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

পরন্তু কেবল ঘর, বাড়ী ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করাই বৈরাগ্য নহে; অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার ভোগলালসা ও যশস্পৃহা প্রভৃতি দূর হইয়া গেলে প্রকৃত বৈরাগ্য হয়। শ্রুতি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়াছেন যে যখনই প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তরে আসে তখনই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে কোন বাধা নাই। অতএব তুমি এখানে আসিলে তৎপর তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি। পরন্তু তুমি চিন্তিত হইও না; ধীরভাবে অধ্যয়ন কর এবং নাম জপ করিতে থাক। তুমি আসিবার সময় তোমার বিছানাপত্র, বস্ত্র, ঘটি প্রভৃতি সঙ্গে আনিতে কোন বাধা নাই, লইয়া আসিবে। পরীক্ষা দিবার জন্য অধ্যবসায় করিয়াছ; তাহা দিতে কোন বাধা নাই। আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করা ভাল। পরীক্ষা দিবার জন্য তোমার উন্নতির কোন ব্যাঘাত হইবে না। আর ইহা নিশ্চিত জানিবে যে শুভ সঙ্কল্প উদয় হইলে ভগবৎ কৃপা আসিয়া রক্ষা করিবে। বিঘ্ন সকল সেই সঙ্কল্পের স্থিরত্ব পরীক্ষা করে মাত্র। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

পুঃ—আমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পত্রে লিখিবে না; এইক্ষণকার নাম মহন্ত সন্তদাস; এই নামে পত্র দিবে।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১২৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৭।১২।২৮ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। * * * হিংসাবিদ্বেষশূন্য হইয়া সকলের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট প্রণালীতে জীবনযাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তোমরা তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইও না। উপদেশ অনুসারে যথাসাধ্য কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। এই বিষয় অধিক কিছু আর লিখিতে ইচ্ছা করি না। এই পর্য্যন্তই বলিলাম যে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩০

ওঁ হরিঃ

বৃন্দাবন, ১।১১।৩১

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার এবং তোমার পিসিমার, শ্রীমতী—র পত্র পাইয়াছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। এই বন্ধেতে

বাঙ্গালী অনেক আসিয়াছেন। আশ্রমস্থ সকলে ভাল আছেন। আমার শরীরও একপ্রকার ভালই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—তোমার পিসিমা ও শ্রীমতী—কে আর পৃথক্ পত্র লিখিলাম না। এইবার তো অল্প কয়েক মাস হইল, তোমাদের বাড়ীতেই কয়েকদিন বাস করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে এসময়ে এখানে আসিতে না পারিবার দরুণ দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তোমার পিসিমাকে এই কথা বলিবে। তিনি ঘরে বসিয়াই ভজন করুন, তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে। আর শ্রীমতী—কে বলিবে যে শরীরের অবস্থা সকল সময়ে সমান থাকে না। শরীরে যখন তমোগুণের কিছু আধিক্য হয় তখন নিদ্রার আক্রমণ অধিক হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা স্থায়ী হইবে না। তজ্জন্য চিন্তিত যেন হয় না। খুব দৃঢ়তার সহিত যেন নাম জপ করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই এই আলস্য কমিয়া যাইবে। শ্রীমান্—এরও পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে ধনঞ্জয়দাসকে মালা নিয়া যাইতে বলিয়াছি। আর তুমি পরীক্ষার জন্য এই সময় হইতে খুব প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩১

ওঁ হরিঃ

৪৭নং বোসপাড়া লেন, কলিকাতা
শনিবার

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র কয়েকদিন হইল পাইয়াছি। তোমার শরীরস্থ বায়ু অতিশয় প্রকুপিত, মনকে বায়ু প্রবলবেগে চালিত করিয়া স্থির হইতে দেয় না। তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। তুমি নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রতিদিন দুইবেলা মালাতে নাম জপ করিবে। যেরূপ উপদেশ করিয়াছি তদ্রূপই জপ করিবে। মন স্থির করিতে যথাসাধ্য অবশ্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু যতদূর স্থির হউক না হউক পর পর নাম জপ করিতে অবহেলা করিবে না। জপ করিতে করিতে নিদ্রা আলস্য আসিলে তখনই উঠিয়া খাড়া হইবে, এবং চক্ষে ও কপালে জল দিবে ও খাড়া থাকিয়া জপ করিবে। এইরূপ জপ করিতে করিতে আলস্য ভাঙ্গিবে। শরীরে অনেক প্রকার দুর্গুণ আছে। ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই থাকে। ভজন করিতে করিতে আস্তে আস্তে সে সকল সংশোধিত হয়। নাম যত অধিক করিতে পারিবে তত শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি কমিতে থাকিবে, তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না। তাড়াতাড়ি করিলে শীঘ্র হয় না। ভজন আজীবনকাল করিতে হইবে। ইহা দৃঢ়রূপে মনে রাখিবে। দুঃখ সুখ আসিবে যাইবে। কিন্তু কোন অবস্থায় নাম ছাড়িবে না। তাহাতে আস্তে আস্তে কল্যাণ

লাভ করিবে। মুনিঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া তবে ফল লাভ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখিয়া ব্যস্ত হইবে না, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভজন ও সেবা করিতে থাক। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই সদ্‌গতি লাভ করিবে এবং সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। তুমি, তোমার মাতা ও—আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীমান্—কে আমার নিকট পত্র লিখিতে বলিবে। আমি সম্ভবতঃ আগামী বুধবার পর্য্যন্ত এখান হইতে পশ্চিমে যাইব। শ্রীমান্— ও আমি যেদিন যাইব, সেইদিন এখান হইতে দৌলতপুরে যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৩২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৯।১০।৩৮

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার সম্বন্ধে ভৃগু-সংহিতায় লিখিত বৃত্তান্ত ঈশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন; তাহাতে ৬৯ বৎসর আমার পরমায়ু লিখিত আছে। তিনি যদি নকল করিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও বোধ করি ৬৯ বৎসর পরমায়ুই লিখা দেখিতে পাইবেন। আমার ৬৯ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভৃগুসংহিতার এ লেখা অনুসারে ফল হয় নাই। কিন্তু ভৃগু-সংহিতায় আরও লেখা আছে যে ৬৯ বৎসর পরমায়ু হইলেও ভজন প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং এখন আর এই বিষয়ে চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

দেবীর নিজের কোষ্ঠী ভাল লোকের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে যে তাঁহার ৬৩ বৎসর ১১ মাস গত হইলে ৬৬ বৎসর ১১ মাস ২দিন পর্য্যন্ত খুব ক্লেশ হইবে। তিনি এই ভাদ্রমাসে ৬৬ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৭ বৎসরে পড়িয়াছেন। কোষ্ঠীর লিখা অনুসারে আরও প্রায় দশমাস কিছু ক্লেশ আছে। তৎপরে খুব ভাল সময় আসিবে। তাঁহার আয়ু কোষ্ঠীতে ৭৬ বৎসর লেখা আছে। কোষ্ঠীখানা পাইয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে তাঁহার বুধের দশা চলিতেছে। বুধের দশা

অতীত হইলে তাঁহার শরীর পাত হইবে। যাহা হউক এই সকল বিষয় বৃথা এখন চিন্তা করিতে তাঁহাকে বারণ করিবে। তাঁহার কোষ্ঠী অদ্য ডাকে পাঠাইলাম, প্রাপ্ত স্বীকার করিবে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৩

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৭।১২।৩০

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। ভোলাগিরি মহারাজ যে — বাবুকে দর্শন দিয়াছেন, তাহাতে ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে যে, যথার্থ মহাজনদিগের কোন ভেদবুদ্ধি নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক গুরুভ্রাতা-সদৃশ, এবং সকল মহাজনদের কৃপাই তাঁহারা লাভ করেন। সকলেরই নজর তাঁহাদের উপর থাকে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩১।৭।২৯

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। গুরুকে ভগবৎরূপই জানিবে, তাঁহার

উপদেশে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক ভজন করিতে হয়, তাহাতেই সমস্ত কল্যাণ লাভ করা যায়। তুমি সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। শ্রীভগবৎ কৃপায় যথা সময়ে তোমার উপযুক্ত চাকুরী হইবে বলিয়া ভরসা করি। তোমার মাসীমাকে ময়মনসিংহ পাঠাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সে আমার নিকট বড় অসহায় ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মীয় বুদ্ধি রাখিয়া কার্য্যকর্ম্ম করিতে যদি পারে তবেই সর্ব্বপ্রকার সুখ পাইবে, এই কথা তাহাকে লিখিয়া জানাইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৫।১১।২৭

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই—, তোমার পত্র পাইয়াছি। * * * প্রথা অনুসারে তোমাদের দেশে স্ত্রীলোক শঙ্খ বাজায় না লিখিয়াছ, ইহা শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ আছে শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা আমি এযাবৎ কোন পুস্তকে দেখি নাই। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকের শঙ্খ বাজাইবার প্রথা আছে। যাহা হউক যে দেশে যে আচার বর্ত্তমান আছে, সেই দেশে সেই আচার রক্ষা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য, তাহাতে কাহারও মনে দ্বিধা-

বুদ্ধি হয় না। শিবপূজা-বিষয়ে আমি তোমাকে বিশেষ কোন উপদেশ দিই নাই, উপদেশ দিবার প্রয়োজনও নাই। তোমাদের বাটীতে শিব স্থাপিত থাকিলে তাঁহার পূজা যে ভাবে করিবার তোমাদের নিয়ম আছে, সেই ভাবেই করিবে; তাহাতে কোন দোষ হইবে না, তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৭ই জ্যৈষ্ঠ

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। যখন তোমার দাদা বাড়ীতে না থাকে, এবং তোমরা পূজা করিতে অসমর্থ হও (ভরসা করি এরূপ ঘটিবে না) তখন অন্য কোন ভক্তিমান্ ব্যক্তির দ্বারা পূজা করাইতে পার। এইরূপ ব্যক্তিও না থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে দূর হইতে প্রণাম করিবে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। যেখানেই থাক, নিজের ঠাকুর নিজে পূজা করিলেই ভাল; না পারিলে অন্যের দ্বারা করাইবে। এই সময় আমার বাঙ্গালায় যাওয়া হইবে না। আগামী শীতকালের পর যাইবার সম্ভাবনা আছে। তখন তোমরা দেখা পাইতে পারিবে।

তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইও না। সর্ব্বদা নিকটেই আছি এইরূপ মনে চিন্তা করিবে। তোমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই আশীর্ব্বাদ করি। **যখন সদ্‌গুরু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তখন অবশ্যই পরাগতি প্রাপ্ত হইবে জানিবে। কোন প্রকার সংশয় মনে রাখিবে না।** তবে জন্মান্তরের যে কর্ম্ম আছে তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। সম্পুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগেরও ভোগের দ্বারাই সেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়। অপরের ত কথাই নাই। অতএব এই ভোগ হইয়াই যাইবে।

যদি স্ত্রীসম্ভোগ ও বিবাহ করিবে না এইরূপ মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে পার তবে যখন ইচ্ছা কর এখানে চলিয়া আসিতে পার। বস্তুতঃ এই ইচ্ছার বীজ ধ্বংস করা কঠিন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভগবৎকৃপা উপজাত হয় এবং সে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ইহাই সংসারবন্ধনের

মূল। ইহার দ্বারাই মায়াময় সংসারের বৃদ্ধি। ইহা * পরিত্যাগ না করিলে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা বড় কঠিন। একেবারে যে হয় না তাহা বলিতেছি না। তবে অতি কঠিন।

আমার শরীর এযাবৎ সুস্থ হয় নাই। দেড় মাসের অধিককাল পীড়িত-শয্যায় আছি। তবে আস্তে আস্তে এখন সুস্থ হইয়া যাইবে। কোন চিন্তার বিষয় নাই। আশ্রমেরও অপর অনেকের জ্বর হইয়াছে। কেহ কেহ আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহ কেহ এযাবৎ করে নাই। ইতি

আশীর্ব্বাদক—(বঃ) শ্রীসন্তদাস

১৩৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬।৭।২৯

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার শরীরে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য আছে। বিশেষতঃ বায়ুর—তাহাতেই মন এখন চঞ্চল থাকে। ক্রমশঃ শরীর স্নিগ্ধ হইলে এই চঞ্চলতা দূর হইতে থাকিবে। একাদশীর ব্রত নির্জ্জলা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তাহাতে বায়ু আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তোমার শ্বাশুড়ীর জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন হও? তাঁহার কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে তাঁহার শান্তি আসিবে। তুমি চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে

* এখানে "ইহা" শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উক্ত "এই ইচ্ছার বীজ", সংসার নহে।

শান্তি দিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মূর্ত্তি তুমি পাইবে। শ্রীমান্—এখানে আসিবে বলিয়া অবগত হইলাম ; তখন পাইতে পারিবে। ভজন নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিতে থাক। তাহাতে কালক্রমে অবশ্যই শান্তিলাভ করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৩৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১২।৭।৩০ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বিষ্ণু যে হৃদিস্থ আছেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য এবং তাঁহাতে যে সমগ্র বিশ্ব স্থিত আছে, ইহাও নিশ্চয়ই সত্য। অর্জ্জুনকে যে ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব নিজ দেহে প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য জানিবে। চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর ; তাহাতে সমস্ত কল্যাণ লাভ করিবে। তিনি প্রভু, সমস্ত কর্ম্মের ফল তাঁহারই হস্তে। সেবা করাই তোমার এইক্ষণকার কার্য্য ; ফল যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি দিবেন। তাহাই অবনতমস্তকে ধারণ করিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র যখন অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও যথা সময়েই দুষ্টের বিনাশ হইয়াছিল।

দুর্য্যোধনাদিরই জয়কার ও অত্যাচার বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল; তৎপর সময়ে * এই সকলের সংহার তিনি করেন। এখনও ভগবান্ অত্যাচার নিবারণ করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দেখিতে থাক। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২।৩'২৯ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এবং বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। *** মৃত্যুর পর স্বর্গ, নরক অথবা ব্রহ্মলোকে গমন করুক, সর্ব্বত্রই সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মা গমন করেন; সেই সূক্ষ্মদেহের অন্তর্ভূত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত ব্রহ্মলোকে গিয়া, যাঁহারা পরমমোক্ষ লাভ করেন তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহও নিরাকার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়; ইচ্ছা মাত্র তাঁহারা যে কোন দেহ অবলম্বনে যে কোন স্থানে প্রকাশিত হইতে পারেন। ভগবৎপার্ষদদেহ, যাহার উল্লেখ করিয়াছ তাহাও সাকার দেহ জানিবে, আত্মা তদতীত। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

* অর্থাৎ অনন্তর উপযুক্ত সময়ে।

১৪১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, রবিবার

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পিতার পত্র পাঠাইয়াছিলে, তদ্দৃষ্টে তোমার নিকট উত্তর লিখিয়াছি। তাহার পর তোমার এক পত্র পাইলাম। মহাভারতে গৌতমপুত্র চিরকারীর আখ্যানে দেখা যায় যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পিতা পুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। পুত্র আদেশের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া দীর্ঘকাল পিতার আদেশ প্রতিপালন করেন নাই, পরে পিতাও তাঁহার আদেশের ধর্ম্মবিরুদ্ধতা বুঝিয়া পুত্র কার্য্য করেন নাই দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ আখ্যানটি পিতার অধর্ম্মাচরণের আদেশ প্রতিপালন না করা বিষয়ে চিরকারীর প্রশংসাবাদে পূর্ণ। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পিতারও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপদেশ গ্রহণীয় নহে। বস্তুতঃ আত্মার্থেই সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ; আত্মার কল্যাণ সর্ব্বোপরি। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া এখানে আজীবন ভজন করিবে মনস্থ করিয়াছিলে, তাহাতে তোমার পিতা মোহবশতঃ অপ্রসন্ন ছিলেন। এক্ষণে সাংসারিক উন্নতির জন্য লেখাপড়ারও বিরোধী; নিজের কাছে বসাইয়া রাখিতে চান এবং বিবাহ করাইয়া বৌয়ের হাতে আহার করিবেন এই আনন্দের স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া আছেন, কিন্তু বৌ যে উপার্জ্জনহীন

স্বামীর উপর প্রসন্ন থাকিয়া সর্ব্বদা তাহার সেবা করিবে এই-ক্ষণকার কালে তদ্রূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বিবাহ হইলে সন্তান হইবেই বুঝিয়া লওয়া উচিত; তাহাদের লালন-পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত না করিয়া তুমিই যে বসিয়া থাকিতে পারিবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। লেখাপড়া না শিখিলে অর্থোপার্জ্জনেরও যে তখন সুবিধা করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তোমার পিতা আরও দীর্ঘায়ু হইলে তাঁহারও ক্লেশ তোমারও ক্লেশ হইবে। তোমার ভ্রাতাদের সহিতও কখনও সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তোমার পিতাকে ভালরূপ বুঝাইয়া এইক্ষণে ভালরূপ পড়াশুনা করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধি আরও কিছু পরিপক্ক হইলে বৈরাগ্যের ভাব যদি সুপক্ক হয় তখন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবার নিমিত্ত এখানে আসিতে পারিবে। নতুবা বিবাহ করিরা গৃহস্থাশ্রমী হইবে। এখনই পিতার কথায় বিবাহ করিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করা ভাল নয়। তোমার ভাই যে লিখিয়াছেন দেহাত্মবুদ্ধির নামই আসল সংসার, ইহা সত্য; কিন্তু অনাশ্রমী না হইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই দেহাত্মবুদ্ধি দূর করা কঠিন তাহা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে সুলভা ও জনক সংবাদে বেদব্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমে যে শেষ ফল একেবারে লাভ হইতে পারে না তাহা বলিতেছি না। তবে এইক্ষণকার কালে সমস্ত বিষয়ই গৃহস্থের মোক্ষসাধনের প্রতিকূল। আমি আগামী শুক্রবারে এখান হইতে যাত্রা করিয়া মধুপুর কুসুমা নামক স্থানে

ব্রজলালবাবু উকীলের বাড়ীতে গিয়া থাকিব মনস্থ করিয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি চক্রতীর্থে যাও নাই, তাহাতে কোন দোষই হয় নাই। সকল তীর্থেই ভগবৎআবির্ভাব আছে, ভক্তিতে সর্ব্বত্রই তিনি পূর্ণ ফল দেন। তুমি কোন চিন্তা করিও না। ভগবান্ নিশ্চিতই অন্তর্য্যামী; তিনি সব জানিয়া উপযুক্ত বিধান করিবেন; তুমি কোন প্রকার উদ্বেগ মনে আনিও না। যথাসাধ্য নিজবুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রকাশিত হয়, তাহার ফল যেরূপই হউক, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহা সাধন করিয়া যাও; শান্তিলাভ করিবে।

শালগ্রাম শিলাতে ছিদ্র অনেকস্থলেই থাকে; কিন্তু অনেক স্থলে থাকে না; শালগ্রামের উৎপত্তি স্থান হইতে শালগ্রাম আনাইয়া দেখিয়াছি, সেখানেও এইরূপ; আমাদের আশ্রমে আমার পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সময় হইতে যে সকল শালগ্রাম আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকটিরই ছিদ্র নাই, কিন্তু পরম তেজস্বী। অতএব তুমি এই বিষয় সন্দেহ করিও না। তোমার শালগ্রামকে অবতীর্ণ বাসুদেব জানিয়া তাঁহার সেবা পূজা করিবে। আমার যতদূর স্মরণ হয়, শ্রীমান্—এর

শালগ্রামেও বিশেষ ছিদ্র নাই। যাহা হউক এই বিষয় তুমি কোন সন্দেহ করিও না। ইনি বাসুদেব, গুণাতীত অথচ সর্ব্বরূপী, হিরণ্যগর্ভ, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, এই জানিয়া ইহার সেবা-পূজা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪৩

ওঁ হরিঃ

মধুপুর, রবিবার

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার অধ্যাপকের গৃহে আহার করিতে পার ইহা ত বহুপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তোমার পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলে তথায় আহার করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইতেছে না; কোনদিন এমন অপ্রবৃত্তি হইয়াছে যে অতি কষ্টে বমি নিবারণ করিতে হইয়াছে এবং স্বপাক খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়। এইরূপ লিখিয়াছিলে এই নিমিত্ত স্বপাক খাইতে চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলাম। তাহার গুণ যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য। আমার নিজের জীবনেও পূর্ব্বে তাহা অনেকদিন আচরণের দ্বারা পরীক্ষিত। তাহাতে তোমার সুবিধা না হয় যেরূপ আহার করিতেছ তদ্রূপই করিবে। আমার কোন কার্য্যের সাহায্য অথবা উপকারের নিমিত্ত তোমাকে অথবা অন্য কোন শিষ্যকে কখনও উপদেশ দিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যিনি এইরূপ করেন তিনি বস্তুতঃ গুরু নহেন। তুমি নিজে

আত্মার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্মরণ লইয়াছ এই নিমিত্ত তোমার আত্মার কল্যাণ যাহাতে হয় তদ্রূপই উপদেশ করিয়া থাকি। এই-ক্ষণকার কাল অনুসারে দেখিতে পাই যে প্রথম বয়সে যাহাদের বৈরাগ্য না হয় তাহাদের বার্দ্ধক্যে যখন সংসারে আসক্তি দীর্ঘকাল সেবার দ্বারা অত্যন্ত ঘনীভূত হয় এবং শরীর নিস্তেজ হয় তখন প্রায়শঃ হয় না। আমাদের আশ্রমে বহু সাধুসমাগম সময় সময় হয় দেখিয়া থাকিবে, এবং কুম্ভের মেলায় সহস্র সহস্র সাধু একত্রিত হয়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এমন সাধু সহস্রের মধ্যে একজন দেখা যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বানপ্রস্থ আশ্রম বার্দ্ধক্যে গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল এবং প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কঠিন ব্রত সকল পালন করিয়া পরে বার্দ্ধক্যে বনবাস গ্রহণ করিতে তাহাদের মনের ও শরীরের উপযোগিতা থাকিত। এক্ষণে তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমনিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই। সুতরাং পরে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমি কখনও নিজে কোনও শিষ্যকে তাহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিতে অথবা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করি না। তোমাকেও কখনও করি নাই। বরং তুমি আমার কথা না মানিয়া নিজ হইতে জেদ করিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাও। সেই নিমিত্তই তোমার এক্ষণে এই ভোগ ঘটিতেছে। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী নারায়ণী বলিয়া নমস্য হয়েন। বৈষ্ণবের ইষ্ট বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী। দেবী কালী তাহা হইতে ভিন্ন নহেন।

ইহা বহুবার তোমাকে পত্রে বলিয়াছি। সমস্ত প্রকাশিত রূপই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর রূপ। এই বুদ্ধিতে সকলকে দণ্ডবৎ করিবে। দেবী কালিকা স্বয়ং বিশ্বোদরী, তাঁহার খাদ্যাখাদ্য কি? ভক্তগণ নিজের প্রিয় যে খাদ্য তাহাই তাঁহাকে অর্পণ করেন। ঐ প্রীতির নিমিত্ত তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। তিনি সামর্থ্যী অতএব জীব-রক্তমাংস গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছু বিকার হয় না। তিনি মাংসাদি গ্রহণ করেন বলিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। তবে তাঁহার মাংসাদি অথবা তৎসংশ্লিষ্ট প্রসাদ বৈষ্ণব গ্রহণ করিবেন না। অপর ফল-মূলাদি প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। তোমার অধ্যাপক মহাশয়কে বলিবে যে আমি গরীব ভিখারী। নিম্বার্কভাষ্য প্রচলিত হওয়া ইচ্ছা করিলেও অর্থসাহায্য করিতে অসমর্থ। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৩।৪।২৯

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি শান্তিলাভ কর এই ইচ্ছা করি। সময় সময় শরীরে তামসিক ভাব বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে অতিশয় আলস্য ও নিদ্রার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই ভাব সর্ব্বদা থাকিবে না। জপের

সময় নিদ্রাবেশ হইবার উপক্রম হইলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাটিয়া হাটিয়া জপ করিবে। আলস্য দূর হইলে পুনরায় বসিবে। তৈল বহুদিন হইতে ব্যবহার কর না, তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার অভ্যাসের প্রয়োজন কি? আমরাও তৈল মস্তকে কিম্বা শরীরে মাখি না, তাহাতে ত কোন ক্লেশই বোধ হয় না। তবে যদি মস্তিষ্কে অথবা শরীরে অন্যত্র পীড়া জন্মে এবং তৈল লাগাইলে উপকার হয় তবে তাহা করিতে কোন বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি যাহা তোমার পছন্দ হয় তাহার সেবা করিতে পার, তাহাতে কোন বাধা নাই। তোমাদের সকলের এখানে আসিতে সুবিধা হইলে আসিতে পার, তাহাতে কোন বাধা নাই; তোমার শ্বাশুড়ীকেও সঙ্গে আনিতে পার। তিনি আসিলে তাঁহার মন ভাল হইতে পারে। খুব দৃঢ়ব্রতী হইয়া মনের বিকার সকলকে বশীভূত করিবে এবং সর্ব্বদা নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবৎ নাম সাধন করিবে, তাহাতেই সমস্ত কল্যাণ হইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৬।২।৩০

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। একখানি কাপড় দিয়া সমস্ত ঠাকুর মূর্ত্তি পুঁছিয়া সকলকেই পুষ্প দিয়া দিবে যদি পুষ্প থাকে এবং এক সঙ্গে

সকলকেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে। পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সকলকেই এক বলিয়া জানিবে। একেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। ধূপ-দীপও একসঙ্গেই সকলকে দিবে। এইরূপ করিয়া পূজা করিলে অতি অল্প সময়ে হইয়া যাইবে। মূর্ত্তির বিষয় লিখিয়াছ, কিন্তু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা সেবা চালান কঠিন। যাহা হউক এ বিষয়ে পরে বিবেচনা করা যাইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকেন। বাস্তবিক একা কখনও থাক না। তিনি যে সঙ্গে আছেন এবং দেখিতেছেন ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিলে কোন ভয় থাকিবে না এবং সিংহের বল অন্তরে আসিবে। ভগবৎভক্তি লাভ কর এই ইচ্ছা করি। আমি গত পরশ্ব মেলাস্থল হইতে এখানে আসিয়াছি। আশ্রমস্থ সকলের কুশল জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৭।৪।১৬ ইং

প্রিয়—, স্ত্রীর ও আমার নামে লিখিত তোমার একখানা পত্র গতকল্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইলাম। যদিও এক্ষণে আমরা ভিন্ন স্থানে আছি, শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধ নিবন্ধন কেহ কাহারও হইতে দূরে নাই, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিবে। যখন তাঁহার অভিমত হইবে তখন পুনরায় সকলে বাহ্যদৃষ্টিতেও একত্রিত হইব

তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে যাহার নিমিত্ত যে স্থানে যেরূপ কর্ম্ম তিনি অবধারিত করিয়াছেন তাহাকে সেই স্থানে থাকিয়া সেইরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে। ভজন সাধন বিষয়েও কাহারও স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই, তিনি আবশ্যক মত সময় অনুসারে সমুদায় প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করাইয়া লইবেন, তদ্বিষয়ে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ নিরাশের অবস্থাকে একপ্রকার তামসিক অবস্থা বলিয়া জানিবে। গুরু জগৎগুরু, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে স্থানে যেরূপ বীজ বপন করিয়াছেন তাহা অব্যর্থ হইয়া সময় মত প্রকাশিত হইবে। তাঁহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে থাক। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি কাহার দ্বারা কিরূপ কর্ম্ম করাইবেন তাহার তত্ত্ব তিনিই অবগত আছেন। ইহার ভালমন্দ বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই। এই মাত্রই তোমার পত্রের উত্তর লিখিতে এক্ষণে প্রবৃত্তি হইতেছে। তুমি এই কথাগুলি বিশেষরূপে সময় সময় চিন্তা করিলে ভাল হয়। স্ত্রী তোমার নিকট আর পৃথক্‌রূপে পত্র লিখিলেন না। এখানকার মঙ্গল। তোমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল আমার বাঞ্ছনীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১৪৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শনিবার

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে জানিবে। তুমি যথার্থ কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত পুরুষ পিতামাতার সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বনে গমন করিয়া যদি কোন সিদ্ধিলাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করে তবে তাহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমধ্যে গণ্য নহে; ইহাই ব্রাহ্মণকুমার, সাধ্বী স্ত্রী ও ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবৎ অনুরাগী ব্যক্তি, ভগবৎ আরাধনার জন্য পিতৃমাতৃবাক্য লঙ্ঘন করাতে কোন দোষ হয় না—তাহা প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার পিতা স্বয়ং কলিকাতা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিবার সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকা বিষয়ে এক প্রকার প্রসন্নতাই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। অতএব তোমার উন্মাদ রোগ যে পিতার অপ্রসন্নতার দরুণ হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা তোমারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বিপাক। যাহা হউক ইহার ফলে তোমার ভিতরে ময়লা কি আছে দেখিয়া লইয়াছ, তাহাতে তোমার উপকারই হইবে।

তথাকার পাঠ এবং এখানকার শাস্ত্রালোচনা, তথাকার বাস

এবং এখানকার বাস, এই সকলের মধ্যে যে বিশেষ প্রভেদ বুঝিয়াছ তাহাও তোমার কল্যাণের নিমিত্তই হইবে। তবে এক্ষণে বাহ্যিক তর্কশাস্ত্র পড়িতেছ, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে যখন এই সকল পরিত্যাগ করিয়া এইখানে আসিতে দৃঢ় ইচ্ছা হইবে তখনই আসিতে পার। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবে। কর্ম্মবন্ধন ও বাহ্যকর্ম্মের আকর্ষণ সম্পূর্ণ-রূপে ছিন্ন করিয়া ভগবৎ সেবা ও ভজনে মনোনিবেশ করিতে পার এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—(বঃ) শ্রীসন্তদাস

১৪৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৫শে বৈশাখ

পরমকল্যাণবরেষু—

কয়েকদিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। অপর সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি না আসিলে, নিজের শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে যথার্থ বৈরাগ্য হয় না; এবং অন্তরে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য না আসিলে সেই ব্যক্তি সংসারের পারগামী হইতে পারে না। তোমার ভোগতৃষ্ণা যদি থাকে, শারীরিক সম্বন্ধে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ তাহাদের আন্তরিক আকর্ষণ ছিন্ন করিতে না পার, তবে এখানে আসা বৃথা, তাহাতে তুমি শান্তি পাইবে না। তোমার মান অপমান বোধ, সুখের প্রতি লিপ্সা এবং শারীরিক দুঃখের প্রতি অসহিষ্ণুতা নিবারণের নিমিত্ত

বহুবিধ তাড়না এখানে সহ্য করিতে হইতে পারে। তাহার জন্য যদি দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পার, তবেই এখানে আসা সফল হইতে পারে। সংসারে বড় লোক হইবে, নাম যশ হইবে, এইরূপ যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন না করাই শ্রেয়স্কর। তুমি প্রথম যখন বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলে, তখন আরও কিছু বিলম্ব করিতে আমি বলিয়াছিলাম। তাহা তোমার অন্তরে স্থান পায় নাই ; এইক্ষণ তন্নিমিত্ত ক্লেশই পাইতেছ, অতএব নিজে স্থিররূপে চিন্তা করিয়া নিজ পথ অবধারণ কর। এখানে আসিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু দেশের দিকে কোন প্রকার টান থাকিতে আসিলে, সেই টান পরে পুনরায় চিত্তকে চঞ্চল করিবে। তখন শান্তি পাইবে না। ২রা জ্যৈষ্ঠ — দাসাদি সকলে ৺বদ্রীনারায়ণ যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৪৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৪।২।২৬ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি পরীক্ষা দিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রথম পরীক্ষা এবং

মুগ্ধবোধের মধ্য পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছ; তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; চেষ্টা করিবে। * * *

• তুমি সম্প্রতি সেখানেই থাক, কলিকাতায় এইবার পুনরায় আমার যাওয়া অসম্ভব নহে। বেদান্তদর্শন পুনরায় ছাপান আবশ্যক, তন্নিমিত্ত আমি তথায় যাইতে পারি। গেলে দেখা হইবে।

* * *— এর নিকট পত্র লিখিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। তোমার নিজের মনের ভাবের বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিচার করিবে। কি প্রয়োজনে তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছ; ইহাতে তোমার এবং তাহার আত্মার কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা এ বিষয় অন্তরে খুব নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া ভবিষ্যতে কার্য্য করিবে। তুমি অনেকের নিকটেই চিঠি লিখিয়া থাক, ইহা স্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ, বিশেষ প্রয়োজনে নহে। নিজের আত্মার কল্যাণসাধনের দিকে নিজের চেষ্টা থাকা সর্ব্বদা প্রয়োজন। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে কদাপি সুখ ও শান্তি পাইবে না। তোমাকে খুব সৎসংসর্গেই রাখা হইয়াছে; এমন সংসর্গে থাকিয়া যদি তোমার নিজের চিত্তের চাঞ্চল্য দূর না কর, তবে কিরূপে শান্তিলাভ করিবে এবং কিরূপেই বা অপরের নিকট যথার্থ আদর লাভ করিবে, এবং তোমার সংসর্গে অপরের কল্যাণই বা কিরূপে হইবে? শ্রীমতী — কে দেখ, কেমন নির্ম্মল; তাহার সংসর্গে অপর লোক নির্ম্মল হইতে পারে।

যে নাম পাইয়াছ তাহা ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া ঐ

নামের শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মন রাখিয়া তথায় নাম জপ করিবে। নামের শব্দের উচ্চারণ শুনিতে শুনিতে—স্পষ্টরূপে নাম উচ্চারণ হইতেছে ইহা শুনিতে শুনিতে—জপ করিবে এবং সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিবে। আর নিজেকে খুব অধম বোধ করিয়া অপর সকলের গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সেবা নির্ম্মলভাবে করিতে অভ্যাস করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৩ই কার্ত্তিক

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত — বাবু এবং তোমার পিতা তোমাকে স্কুলের বোর্ডিংএ থাকিয়া পাড়বার মত করিয়াছেন লিখিয়াছ, এবং সাংসারিক কার্য্য কর্ম্ম করিতে তোমার বিষবৎ লাগে লিখিয়াছ। অতএব স্কুলে যাইতে আমি বারণ করিতেছি না। কিন্তু তুমি ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে বৈধব্যাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকাই উত্তম আদর্শ। জন্মান্তরে পাপকার্য্য করিবার ফলে এই জন্মে বৈধব্য। এই জন্মে যদি পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণ করিতে পারে, তবে পরে অতি উত্তম ফল প্রাপ্তি হয়। ভোগবিলাস বিধবাদিগের নিমিত্ত নহে, তাহাতে অন্তিমে তাহাদের ক্লেশই

হইয়া থাকে। এই কয়েকটি কথা তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিবে, আর তোমাকে যে মন্ত্র বলিয়া দিয়াছি, তাহা যত অধিক পার প্রত্যহ জপ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫১

ওঁ হরিঃ

৮৮।১ কলেজ রোড্, ২০।৫

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা শুভ ইচ্ছা। পরন্তু তুমি এখন পড় কি অন্য কিছু কর আমাকে জানইবে এবং দীক্ষা বিষয়ে তোমার পিতার অনুমতি আছে কিনা জানাইবে। তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পত্রসহ এখানে আসিতে পারিলে বিবেচনা করিয়া দীক্ষা দিব। তুমি কল্যাণ লাভ কর, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫২

ওঁ হরিঃ

৮৮।১ কলেজ রোড্, ৩।৬।৩৩

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? তোমাকে দীক্ষা দিব ত বলিয়াছি। আমাদের নিয়ম সকল কিছু বেশী কঠিন নহে যে তাহা রক্ষা করা যায় না। মাংস, ডিম, পিঁয়াজ, রসুন, না খাওয়া এই, ইহা ত অতি সহজ। দুই বেলা ভজন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ ছেলেরা ত ৮।৯ বৎসরে উপনীত হইয়া তিন বেলা সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, ইহা আমি বালককালে দেখিয়াছি। এখন নিয়ম শিথিল হইয়াছে, তথাপি পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে এই নিয়ম এখনও বর্ত্তমান আছে। তোমার মাতুলকে জানাইবে, তিনি অবশ্য অনুমতি দিবেন। তুমি কল্যাণ লাভ কর, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৩

ওঁ হরিঃ

৮৮।১ কলেজ রোড, ১২।২।৪১ বাং

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে দীক্ষা দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার পিতাকে এই বিষয়ে সম্মত করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেই ভাল। তুমি তাঁহাকে লিখিতে পার যে, "যাঁহাকে গুরু করিতে হইবে তিনি এমন লোক হওয়া উচিত যাঁহাকে শিষ্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতে পারে। তিনি লোভী, অজ্ঞ লোক হইলে এবং নিজে সাধক লোক না

হইলে তাঁহাকে কিরূপে ভক্তি করিতে পারা যায়? এমন লোককে গুরু করিবে না বলিয়াই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে শুনিয়াছি। অতএব আমি ভক্তি স্থাপন করিতে পারি এমন লোকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি করুন। নতুবা কেবল নামমাত্রই দীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, কার্য্যতঃ ইহার কোন ফল হইবে না। কুলগুরু যদি এইরূপ ভক্তির যোগ্য পাত্র হইতেন, তবে আমি তাঁহাকেই গুরু করিতাম", এই মর্ম্মে তাঁহাকে লিখিলে সম্ভবতঃ তিনি সম্মত হইতে পারেন। তুমি কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৫।৩।৩৩ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। গৌহাটীতে বাস করিতেছ, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। উপার্জ্জনের চেষ্টা অবশ্যই করিবে এবং যেখানে উপার্জ্জনের সুবিধা, সেইখানেই যাইতে পার। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিয়ম করিয়া করিতে হয়। নিয়মপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্রের ভজন করিবে। ইহাতে কল্যাণ লাভ হয়। তোমার পত্রে লিখিত জিনিষগুলি

তোমার অভিপ্রায় অনুসারে ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হইল। প্রাপ্তি স্বীকার করিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৫।৮।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অর্থের অবস্থা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এক্ষণে প্রায় একরূপ হইয়াছে। তুমি যে অবস্থা লিখিয়াছ, এই অবস্থাই বহুলোকের হইয়াছে, তাহাদের পত্রে জানিতেছি। নিজের সাধ্য অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়া যাও এবং নিয়মিত সময়ে ভজন করিতে ত্রুটী করিও না, শ্রীভগবৎ কৃপায় অন্নবস্ত্র কোন না কোন প্রকারে জুটিবেই। বর্ত্তমানে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাক; ভবিষ্যতের বিধান ভগবান্ করিবেন, এই কথা মনে রাখিবে।

আমার শরীর এযাবৎ অতি দুর্ব্বল আছে। অতি অল্পে অল্পে সারিতেছে। আশ্রমস্থ অপর সকলে কুশলে আছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৬।৮।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। * * * * সপ্তমী দ্বারা অষ্টমী বিদ্ধা হইলে, সেই অষ্টমী দিনে ব্রত হয় না। * * অষ্টমী ৪৫ দণ্ডের অধিক থাকিলে তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে।

দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে কোনও বাধা নাই। ভক্তি-পূর্ব্বক তাহাদের প্রণালী অনুসারে দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া তাহারা ভোগ দিয়া থাকেন, তাহা ভগবানই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উত্তরাখণ্ডে বরফের দেশে তুলসী মোটে জন্মে না। সেই দেশে বিনা তুলসীতেই ভগবানের ভোগ দিতে হয়। গলার মালা ছিঁড়িয়া গেলে, নূতন মালা ঠাকুরজীর চরণে স্পর্শ করাইয়া তাহাতে জপ করিয়া শোধন করিয়া গলায় ধারণ করিবে। জাহাজ, গাড়ী ইত্যাদিতে চলিবার সময় ঠাকুরজীকে একটি বাক্স অথবা পেঁটেরার ভিতর রাখিয়া ৪।৫ ভাঁজ বস্ত্র-দ্বারা আবৃত করিয়া লইলে তাহাতে কোন প্রকার স্পর্শ-দোষ ঘটিবে না। * * * *। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৫।১।৩১ ইং.

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইলাম। তুমি এবং বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি যখন সুবিধা বোধ করিবে তখনই এখানে আসিতে পার। এখানে আসিলে দীক্ষা হইতে পারিবে। বাঙ্গলায় আমার এইবার যাওয়া হইলে ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে যাওয়া হইবে না। তুমি চিন্তিত হইও না। ভগবৎ নাম জপ করিবে। তাহাতে কল্যাণ সাধিত হইবে। আমার নিজের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। ভগবৎ কৃপা কোনও একজনকে নিমিত্ত মাত্র খাড়া করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। তোমার প্রতি সেই কৃপাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি কল্যাণ লাভ কর, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৫৮

ওঁ হরিঃ

শিবপুর, ১।১১।৩২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমাদের শ্রীবৃন্দাবনস্থ আশ্রমের অনুরূপ আরও একটি নূতন আশ্রম শিবপুরে স্থাপন করিবার জন্য কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অনেক শিষ্যগণ সঙ্কল্প

করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য আমিও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছি এবং তদনুসারে একটি স্থান শিবপুরে খরিদ হইয়াছে। তাহাতে প্রায় ৮০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এই আশ্রমের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে আমি শিবপুরে আসিয়া অবস্থিত করিতেছি। আমি ২৭শে অক্টোবর এখানে পৌঁছিয়া গত পরশ্ব ৩০শে অক্টোবর তারিখে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি। আমার শরীরের অসুস্থতা সারিবার জন্য আগামী সোমবার মধুপুর গিয়া বাস করিব মনস্থ করিয়াছি। মন্দির প্রস্তুতের কার্য্য আড়াই মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করি। মাঘ মাসের ১৭শে তারিখে ঐ নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ফিরিয়া যাইব মনস্থ আছে *।

পূর্ব্বে যে স্থানে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন, সেইখানে নিয়া রাখাই উচিত, কারণ নূতন স্থানে থাকিতে তাঁহার এক্ষণে ইচ্ছা হইতেছে না।

সাপের কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে তোমাদের ভীত হইবার কারণ নাই। ইহা অমঙ্গলসূচক নহে, বরং মঙ্গল-সূচক। তোমরা কল্যাণ লাভ কর, এই ইচ্ছা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

---

* বাঙ্গালা ১৩৩৯ সালের ১৩ই কার্ত্তিক শিবপুর আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় ও ঐ সালের ১৭ই মাঘ, সোমবার শ্রীপঞ্চমীর দিন শিবপুর বঙ্গীয় নিম্বার্কাশ্রম শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩।২

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। যাহাদের কোমর, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাতের বেদনা হয়, তাহাদের পক্ষে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রাত্রে কিছু না খাইয়া থাকিলে উপকার হয়। একাদশী ব্রতে নির্জ্জলা উপবাস করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা না পারিলে অন্ততঃ অন্ন বর্জ্জন করিবে। অন্ন বলিতে চাউল, আটা, ময়দা এবং সর্ব্বপ্রকার ডাইল বুঝায়। ইহা পরিত্যাগ করিয়া ফল, মূল, তরকারী, দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি খাওয়া যায়। তবে যে তরকারী ঐ তিথিতে নিষিদ্ধ আছে, তাহা খাইবে না—যেমন সিম, বেগুন। তোমার কোমর ও পৃষ্ঠের ব্যথার স্থানে, ডাক্তার যে রবারের ব্যাগ সেক দিবার কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ রবারের ব্যাগ একটি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে গরম জল ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া কোমরে ও পৃষ্ঠের বেদনা স্থানে লাগাইয়া রাখিলে অনেক সময় পর্য্যন্ত ঐ ব্যাগ গরম থাকে, এবং ঐ বেদনার স্থানে ঐ গরম লাগিতে থাকে, তাহাতে বিশেষ উপকার হয়। তোমরা সুস্থকায় হইয়া আনন্দে থাক, এই ইচ্ছা করি। মঙ্গলবার ব্রত রাখিয়াও

ইচ্ছা করিলে একাদশী ব্রত করিতে পার। একাদশী ব্রত বহু প্রকার মঙ্গল সাধন করে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক - শ্রীসন্তদাস

১৬০

ওঁ হরিঃ

শিলং, বৃহস্পতিবার

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, আমি শিলং আসিয়াছি। এখানে তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

গত ফাল্গুন মাসে তোমার পিতা পরলোকগত হইয়াছেন লিখিয়াছ। অতএব আগামী ফাল্গুন মাসের তদবধি এক বৎসর পূর্ণ হইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত তোমার কালাশৌচ থাকিবে। কালাশৌচ গত হইলে, পিতার সপিণ্ড শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়া এবং পারিলে তদুদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া প্রথম আবশ্যক। ইহার মধ্যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। আমার শরীর খুব পীড়িত ছিল, এইক্ষণ রোগ সারিয়াছে, কিন্তু খুব দুর্ব্বল আছে। তুমি ভজনে আরও মনোনিবেশ কর। তাহা করিলে অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হইবে। আনন্দে থাক, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬১

ওঁ হরিঃ

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। * * * শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু দীক্ষা দিবার সময় এক প্রকার প্রাণায়ামের শক্তি শিষ্যদিগের দেহে সঞ্চার করিতেন। এক যোগী সম্প্রদায়ে প্রথম তিনি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, ঐ প্রাণায়াম তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ে প্রচলিত এবং সেইরূপ শক্তি সঞ্চার তাঁহারাই করিতেন। সেইরূপ শক্তি সঞ্চারকালে কাহারও কাহারও অট্টহাস্য, কাহারও কাহারও বিকট চীৎকার ধ্বনি খুলিয়া যায়, কেহ কেহ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। আমিও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বহুকাল তাঁহাদের সাধন করিয়াছিলাম। পরন্তু আমার গুরুদেবের দীক্ষা প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকারের। তাঁহার দীক্ষাতে কদাপি এইরূপ হইত না। ঐ প্রাণায়ামের দ্বারা ষট্‌চক্র বিদ্ধ হয় কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল পরিশ্রম-সাপেক্ষ। আমাদের প্রণালীতেও ষট্‌চক্র বিদ্ধ হয়, কিন্তু উক্ত প্রকারের পরিশ্রমের প্রাণায়াম ইহাতে করিতে হয় না।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৯।১০।২৯ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয় —, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি অল্প দিন হইল শ্রীবৃন্দাবন ও হরিদ্বার দর্শন করিয়া গিয়াছ। পুনরায় আসিতে অবশ্য কোন বাধা নাই, কিন্তু টাকা এইরূপে খরচ করিয়া ফেলা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে। অল্প টাকা হাতে হয়, হইলেই খরচ করা সঙ্গত নহে। তোমার পিতার নিকট গিয়া ৫।৭ দিন থাকিলে যদি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন, তাহা সুবিধা হইলে করিবে। কিন্তু খুব সাবধান ও নির্ম্মল ভাবে তথায় থাকিবে। দেহধারণই ক্লেশকর, কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই যে ক্লেশকর তাহা নহে। পুরুষের পক্ষেও তদ্রূপই; জন্মান্তরে যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মকারী, তাঁহারা পুরুষ অথবা স্ত্রী যেরূপ দেহ ধারণ করিয়াই জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহারা সুখী হয়েন এবং নির্ম্মল হয়েন। বাহিরের অবস্থা তাঁহাদিগকে তত দুঃখ দেয় না। জন্মান্তরের পাপকর্ম্মের ফলে মন এই যাত্রায় খারাপ হইয়াছে এবং ভোগ বিষয়ে ভাগ্যও খারাপ হইয়াছে, ইহা স্মরণ রাখিয়া যেরূপেই হউক এই যাত্রায় নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। **অন্তিমে যে তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না।** আমার

আশীর্ব্বাদ জানিবে। ৫।৬ মাস পর কলিকাতায় যাইতে পারি। তোমার বাবার অবস্থা কিরূপ লিখিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬৩

ওঁ হরিঃ

নিম্বার্কাশ্রম, ৫।২।৩৩

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বিবাহ করিলে কিছু দোষ হইবে না। ভগবৎ ভজন করিবে, তাহাতে সমস্ত বন্ধন ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। তুমি আনন্দে থাক, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩।৭।২৭ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, শ্রীমান্—প্রভৃতি শ্রীভগবৎকৃপায় শ্রীশ্রী৺বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। অদ্য দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তোমার শরীর সুস্থ হইয়া থাকিলে এইক্ষণ তোমার পড়িবার জন্য যাওয়া চাই। একে ত ইহা তোমার নিজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন,

পুনরায় পড়িবার অধীন না হইলে তোমার শরীরে যে ঘোর তামসিক আলস্য আছে তাহা ছাড়িবে না। আমি গেলে তুমি সেবার কার্য্যকর্ম্ম কর সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা সাময়িক উত্তেজনার নিমিত্ত। অন্য সময় কার্য্যকর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি অতি অল্প এবং তামসিক আলস্য অতি অধিক। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুমি নিজেকে সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে; নিদ্রা কমাইয়া দিবে; ভোর রাত্রে উঠিয়া স্নানাদি করিতে যত্ন করিবে। এইরূপে শরীরের তামসভাব কমিলে, অপর যে সমস্ত তামসিক বিকার আছে তাহাও কমিয়া যাইবে। আর শ্রীমান্— প্রভৃতি যাহাদের বাড়ীতে থাক তাহারা সকলে গরীব লোক, কেবল মন প্রশস্ত বলিয়া এইরূপ বাহিরের লোকজনের সেবা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তুমি অতিশয় অবিবেচনার সহিত খরচ কর; ঘি, তেল, মশলা সামান্য জিনিষ; কিন্তু প্রত্যহ অধিক পরিমাণে খরচ করিলে, মাসান্তে অনেক অধিক হইয়া যায়। অল্প আয়ের লোকের পক্ষে তাহা খুব ক্লেশকর হয়। অতএব তুমি বিবেচনা পূর্ব্বক জিনিষপত্র যাহাতে পরিমিত মত ব্যয় হয় তৎপ্রতি সদা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। তোমার নিজের হাতে যে টাকা পয়সা হয়, তাহাও অযথা ব্যয় করা উচিত নহে; থাকিলে পরে উপকার পাইবে; নতুবা পরে ক্লেশ পাওয়াও বিচিত্র নহে। আমার এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া যদি চল, তবে যেখানেই থাকিবে,

সেই স্থানে আদর পাইবে, নতুবা কোনস্থানে দীর্ঘকাল আদর পাইবে না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে সকলের সেবা করাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ও ধর্ম্ম; যেখানে থাকিবে, সেই খানেই নিজের শরীরের আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সেবার কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং অন্য সময় অধ্যয়ন করিবে।

১৬৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১।৩।২৯

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। পরীক্ষার নিমিত্ত ভীত হইও না। সাধ্যমত প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই তোমার কর্ত্তব্য পালন হইল; ফল বিধাতা যাহা দিবেন তাহাই কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিবে। বীর্য্যধারণ না করিলে যে তোমার শরীর নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ যাইবে তাহা তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম। তুমি তদ্বিষয়ে উপযুক্ত দৃঢ়তার সহিত কার্য্য কর নাই। তন্নিমিত্ত এই ক্লেশ পাইতেছ।

যাহা হউক, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী; এখন কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পরীক্ষা দিয়া, পরে কোন ভাল স্থানে বেড়াইতে গিয়া ভাল সংসর্গে কয়েকদিন থাকিতে চেষ্টা কর, তাহাতে কল্যাণ হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ Acid Phos 12 এক Dram খরিদ করিয়া তাহা তিন দিন প্রত্যহ প্রাতে এক ফোঁটা করিয়া জলে দিয়া পান করিবে, তাহাতে তোমার শরীরের সমস্ত রোগের সম্বন্ধে উপকার হইবে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক--শ্রীসন্তদাস

১৬৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৬।১২।৩০

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পিতার পূর্ণ বয়সে কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা সুখেরই বিষয়। ইহাতে তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সকল এক্ষণ নিষ্ঠার সহিত উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমাদের দীক্ষার সময়েই ত আমি বলিয়া দিয়াছি যে তিলকস্বরূপ করিতে বাধা নাই এবং তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মাল্য কখনও অশুচি হয় না। তাহা সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়, এবং জপের মালাতে মন্ত্র জপ করিতে হয়। তোমাদের দেশের ব্যবহার

যদি বিপরীত থাকে তাহা আমাদের সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য নহে এবং তদ্বিরুদ্ধেও আমাদের মতের পোষক শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম
শ্রীবৃন্দাবন, ২৪।১১।২৬

পরমকল্যাণবরেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। এক্ষণকার কালে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক অতি বিরল। সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে কপট, চাতুরী প্রভৃতি কলিধর্ম্ম অধিকাংশ লোককেই আয়ত্ত করিয়াছে; সুতরাং অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিলে তাহাতে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। আমি নিজেও এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনচরিত পাঠে যে সকল স্থানে অসন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারেন নাই তাহাতে কিছু বিচিত্রতা নাই। গ্রন্থখানি বারংবার পাঠ করিবেন, তাহাতে অনেক সন্দেহ দূর হইবার সম্ভব, কারণ সত্যের এক শক্তি আছে, তাহা ক্রমশঃ অনুসন্ধিৎসু লোকের অন্তরে কার্য্য করে।

শ্রীবৃন্দাবনে আমি সচরাচর থাকি; বিশেষ প্রয়োজন হইলে কলিকাতাতেও কখন যাই। আপনি এখানে আসিলে

অথবা আমি কলিকাতায় গেলে আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগামী মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে কুম্ভের মেলা শ্রীবৃন্দাবনে বসিবে। ফাল্গুন মাস সম্পূর্ণ থাকিয়া চৈত্র মাসের প্রথমে উঠিয়া গিয়া চৈত্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত হরিদ্বারে বসিবে। বৈশাখ মাস তথায় থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কুম্ভের মেলায় আমাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। সুতরাং এই সময়ে আমার অন্য কোন স্থানে যাইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি এখানে আসিলে দেখা হইতে পারে। আপনি কল্যাণ লাভ করুন, এই ইচ্ছা করি। আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—(বঃ) শ্রীসন্তদাস

১৬৮

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ১৭।২।২৮ ইং

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রেরিত টাকা এযাবৎ আসে নাই, আসিলে অবশ্য আদরের সহিতই গ্রহণ করিব। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আগামী ২৪শে ফাল্গুন তারিখ আমি বঙ্গদেশে যাত্রা করিব; রাস্তায় কাশী হইয়া যাইব। তুমি তৎপূর্ব্বে আসিলে দীক্ষা হইতে পারিবে। তদুপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের সাধুমণ্ডলীকে ভোজন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পার। সাধুসেবায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়েন,

অনেক পাপ কাটিয়া যায়, এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে অশেষ উপকার হইয়া থাকে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৬৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৭শে শ্রাবণ

পরমকল্যাণবরেষু—

বাবা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার যত বয়স হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিককাল আমি সংসারের সেবা করিয়াছি; মান, যশ প্রভৃতি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অর্থোপার্জ্জনও অনেক করিয়াছি এবং আমার অপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জ্জন করে এমন লোকও অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু শান্তি ও যথার্থ সুখ কুত্রাপি দেখি নাই। এই নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি; সংসারে সুখ শান্তি দেখিলে তাহা ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হইত বলিয়া বোধ করি না। তোমার ঘরে যাইবার নিমিত্ত মনে টান আছে দেখিয়া তোমাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছিলাম। তুমি ঘরের অবস্থা দেখিয়া লইলে পরে যথার্থ বৈরাগ্য আসিবে, এই ভাবিয়া তোমাকে ঘরে যাইতে বলিয়াছিলাম। সংসারের ভোগ-তৃষ্ণা তোমার মিটিয়া গেলে তুমি যখন ইচ্ছা কর তখনই এখানে আসিতে পার, তাহাতে আমার সর্ব্বদাই অনুমতি আছে জানিবে।

তোমার অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্য আসিলে তোমার পিতাকে বুঝাইয়া বলিবে যে তোমার দ্বারা সংসার-কর্ম্ম হইবে না, কারণ তাহাতে তোমার কোন প্রীতি নাই। তথাপি বাধ্য করিয়া তোমাকে সংসারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তোমার উভয় দিক্ নষ্ট হইবে, অথচ তাঁহাদেরও বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তোমার পিতা বুদ্ধিমান ভক্ত লোক; তাঁহাকে নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিলে তিনি তোমার কল্যাণলাভের পথে বাধা দিবেন না। তবে তোমার মনের অবস্থা ঠিক করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যাহা এক্ষণে পড়িতেছ, তাহা পড়িতে কোন দোষ নাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব ভজনের প্রতিও নিষ্ঠা রাখিবে। তোমার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

পুঃ—অনেকে বৈষ্ণব নিন্দা করে লিখিয়াছ; তুমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না এবং তাহাদের সঙ্গে কোন তর্ক-বিতর্ক করিও না। তাহাদের কর্ম্মের ফল তাহারা ভোগ করিবে, তোমার তাহাতে কি? আর ব্যাকরণ অপর ছাত্রকে পড়াইলে তোমার ব্যাকরণবিদ্যা পাকা হইবে।

১৭০

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮ই অগ্রহায়ণ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর অসুস্থ আছে, তাহা ভগবৎ কৃপায় সারিয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিলে শরীরে সহ্য হয়, সেই পর্য্যন্তই পরিশ্রম করিবে, অধিক নহে; অধিক ক্লেশ করিতে আমি ত বলি নাই। শরীর অসুস্থ হইলে ত কোন পরীক্ষাই দেওয়া হইবে না। শরীরে সহ্য হয় এমন পরিশ্রম করিয়া যদি পরীক্ষা এই বৎসর দিতে পার, তবে দিবে; না পার না দিবে। তোমার পড়াশুনা করিয়া শাস্ত্রবিৎ হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তোমার কল্যাণই হইবে, এবং অপরেরও উপকার তোমার দ্বারা ভগবান্ করাইতে পারেন। এইজন্যই তোমাকে পরীক্ষা দিতে বলিয়াছি। যাবৎকাল দেহ জীবিত থাকিবে, তাবৎকালই কোন না কোন কর্ম্ম করিতেই হইবে; ইহাতে শাস্ত্রালোচনা এবং শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে নিজেরও কল্যাণ হয়, এবং অপরেরও উপকার হয়। এই কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এই-ক্ষণকার কালে শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে এবং শাস্ত্রজ্ঞান আছে বলিয়া লোকেরও ধারণা না হইলে, লোকের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করান কঠিন। কেবল সিদ্ধান্ত দেখাইয়া যে বিশ্বাস জন্মান তাহাতে নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়; এইজন্য ঋষিগণ তাহা নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রপ্রচার ব্রহ্মজ্ঞ বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিও

করিয়াছেন। অতএব তোমাকে অধ্যয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি এবং লোকের বিশ্বাসার্থ এইক্ষণকার কালের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিতে বলিয়াছি। তোমার প্রথম অধ্যয়নের কার্য্য শীঘ্র শেষ করিবার জন্য দুই পরীক্ষা একত্র দিতে বলিয়াছি। কারণ আমার শরীরের এখন শেষ অবস্থা আগতপ্রায়। তোমার প্রাথমিক পাঠ শেষ হইলে, শেষ শিক্ষা নিজে দিয়া যাইতে পারিলে, তদ্রূপ করিবার ইচ্ছা আছে। তুমি এই সমস্ত কথা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। শরীর নষ্ট করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না। যাহা সহ্য হয়, তাহা করিয়া ভগবচ্চরণে কর্ম্ম অর্পণ করিবে। ফলদাতা তিনি; তিনি ইচ্ছা করিলে এইরূপ পাঠের দ্বারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারেন; ইচ্ছা না করিলে নাও দিতে পারেন। তাহাতে তোমার চিন্তা করিবার কারণ নাই। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। আর দেহ থাকা পর্য্যন্ত অহংবৃত্তি একেবারে কাহারও নির্ম্মূল হয় না; ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁহারা হইয়াছেন, এমন কি অবতার সকলেরও জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখিবে যে কার্য্যে অহংবৃত্তির প্রকাশ কিছু আছেই। এই অহংবৃত্তিও ভগবানের অঙ্গীভূত; ইহা অবলম্বনে তিনি জাগতিক কার্য্য করেন। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার সকল অনন্ত জন্মের অর্জ্জিত, সেই সকল সংস্কার ব্রহ্মজ্ঞদিগেরও দেহান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে বিনষ্ট হয় না। অতএব তজ্জন্য তুমি কোন প্রকারে হতাশ হইও না; আস্তে আস্তে চিত্তের ময়লা

সকল দূর হইয়া যাইবে। ভগবান্ যে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্যই জানিবে; ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংস্কারের ময়লা সকল তিনি দূর করিবেন। ব্যস্ত হইও না। তাঁহাতে যদি তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ,তবে তিনি আপনার জিনিষকে যেরূপ চালান, তাহাই ঠিক, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইও না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীমতী —কেও আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭১

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৬।৩

পরমকল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বিষ্ণুপুরাণ পুস্তকখানা প্রথম পড়িবে। উহা আদ্যোপান্ত ২।৩ বার পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাকে লিখিলে অন্য পুস্তকের কথা বলিয়া দিব। তবে আমার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থ, বিশেষতঃ উহার শেষ অধ্যায় সর্ব্বদা বার বার পাঠ করিবে। তাহাতে উপকার লাভ হইবে। আমার শ্রীগুরুদেবের চিত্র ঐ গ্রন্থে দুইখানি আছে। তোমরা একখানি লইয়া পূজা করিতে পার। তোমাকে দিবার যোগ্য তাঁহার ফটোগ্রাফ মূর্ত্তি এক্ষণে আমার নিকট নাই।

অন্যান্য কার্য্য যেমন নিজের উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদন

কর, পূজা ও সেবা স্থাপন করিলে তাহাও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবে। তোমরা আনন্দে থাক, এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭২

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৩০।৯।৩০ ইং

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার এবং শ্রীমতী—র পত্র পাইয়াছি। তোমরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের প্রদত্ত টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে অর্পণ করিয়া দিয়াছি। শ্রীমতী—এবং তোমার পিতা উভয়ে ঋণমুক্ত হইয়াছেন জানিবে। এইরূপ তোমাদের লিখিত অবস্থায় * ভগবানকে অর্পণ করাই বিধি। শ্রীমতী—'র

* পত্রলেখিকার পিতা কোনও এক ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প কিছু ঋণ করিয়াছিলেন। ভ্রমবশতঃ কিম্বা অপর কোন কারণে সেই ঋণ পরিশোধ করা হয় নাই। অনেকদিন পরে এই বিষয় তাঁহার পুনরায় স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং তখন তিনি সেই ব্যক্তির খোঁজ করিতে থাকেন। যিনি ঋণ দিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কোন সন্তানাদি অথবা কোন ওয়ারিশ যাহাকে এই টাকা প্রত্যর্পণ করা যায়, এমন কোন লোকের খোঁজ পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় তাঁহার নিজেরও অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি কন্যাকে এই ঋণ হইতে তাঁহাকে যে কোন প্রকারে হউক মুক্ত করিবার জন্য ভারার্পণ করিয়া যান। ইনি আমাদের গুরুভগ্নী। পিতা জীবিত থাকিতে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহার খোঁজ পান নাই, আমি বিধবা স্ত্রীলোক, কি করিয়া তাহার খোঁজ পাইব এই ভাবনা ইহাকে ক্লেশ দিত। পরে একদিবস এই বিষয় ভাবিতে

প্রদত্ত আসন এবং বস্ত্র পাইয়া পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আমার শরীর যেখানে ভগবানের ইচ্ছা সেখানেই তিনি লইয়া যাইবেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয় নহে। * * * গোপিকাদিগের সহিত শ্রীভগবানের ব্যবহারের কথা লিখিয়াছ, আমার সহিত পুনরায় দেখা হইলে, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তোমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিব। পত্রে সংক্ষেপে এইমাত্র লিখিতেছি যে বাহিরের সামাজিক হিসাবে তিনি এমন কোন কুদৃষ্টান্ত দেখান নাই যাহা লোকে অনুকরণ করিয়া কুপথগামী হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে যমুনাপুলিনে গেলেও তাঁহাদের স্বামিগণ দেখিতেন যে তাহাদের স্ত্রীসকল তাহাদের নিকট থাকিয়া শুশ্রূষা করিতেন (দশম স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ৩৩শ অধ্যায়টি ভালরূপে পড়িবে। আমার শরীর একপ্রকার ভালই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

ভাবিতে ইহার মনে অন্তর্যামীর প্রেরণায় এই প্রকার চিন্তার উদয় হইল যে শ্রীভগবান্ ত সকল প্রাণীরই অন্তরাত্মা; যাহার নিকট আমার পিতাঠাকুর ঋণী আছেন তাহার আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া যদি আমি এই টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে উৎসর্গ করিয়া দেই তাহা হইলে ত আমার পিতা ঋণমুক্ত হইতে পারেন! এই চিন্তা ইনি পত্র দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে নিবেদন করেন ও ঋণশোধের উপযুক্ত অর্থ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উক্ত পত্র তাহাকে লিখেন। এই পত্রে দুই জনের উল্লেখ আছে, উভয়েরই ঘটনা প্রায় একপ্রকার।

১৭৩

ওঁ হরিঃ

ধুবড়ি, ২৫।৪।৩১

পরমকল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার শরীরের অসুস্থতা প্রায়ই থাকে, তন্নিমিত্ত ভালরূপে পড়িতে মনোনিবেশ করিতে পার না, ইহা তুমি আমাকে সর্ব্বদাই জানাইতেছ। তোমার শরীরের চিকিৎসা যাতে হয় এই নিমিত্ত তোমাকে — বাবুর সঙ্গে পাঠাইয়াছি। তুমি অবনতমস্তকে প্রীতিপূর্ব্বক এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছ এবং পড়াশুনা এইক্ষণ একেবারে না করিবার জন্য নানা প্রকার অজুহাত দেখাইতেছ। ইহা তোমার পক্ষে কল্যাণকর নহে। ৺গোস্বামীপ্রভু প্রত্যহ সায়ংকালে একটি গান করিতেন, তাহার শেষ চরণে আছে—

"এয়সা ভকতি কর ঘট ভিতর, ছোড়ি কপট চতুরাই
সেবা বন্দন আউর্ অধীনতা সহজে মিলয়ে রঘুরাই।"

এই কথাগুলি তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। কামাখ্যা দর্শন করার কথা লিখিয়াছ—পরন্তু আমি দেখিয়াছি যে তাহাও এক অছিলা মাত্র। তোমার অন্তরে যে কামাখ্যাদেবী দর্শন করিবার জন্য বিশেষ তৃষ্ণার উদয় হইয়াছে, তাহাও আমি দেখিতেছি না। যাহা হউক এক্ষণে কামাখ্যা দর্শনের তোমার

সময় হয় নাই। ইহা মনে রাখিবে যে নিজের মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই যে করিয়া থাকে তাহাকে সাধুগণ গোয়ার বলেন। কথায় বলে "মনমুখী গোয়ারা। গুরুমুখী ভগবৎ প্যারা॥" যাহারা মনমুখী হইয়া কার্য্য করে, তাহারা ক্লেশই পায় জানিবে। তোমার পণ্ডিতজীকে দু'খানা বই দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, আনাইয়া দিও। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭৪

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা পাইয়া প্রীত হইলাম। তোমার পত্রে এবং খেয়ালীরামের নিকট শ্রীযুক্ত দাদা অভয়বাবুর শারীরিক অসুস্থ অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখিত হইয়াছি। তিনি শ্রীগুরুর কৃপায় শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন ইচ্ছা করি। এখন যে তাঁহার পরলোকে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহা মনে স্থান পাইতেছে না। তবে শ্রীভগবদিচ্ছা কিরূপ আমরা বুঝিতে অসমর্থ, তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহা অবশ্য আমাদের শিরোধার্য্য। তাঁহার যে সকল কথা তুমি লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া শ্রীভীষ্মদেব শরশয্যায় অবস্থিত হইয়া যে সকল শান্তিপ্রদ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার কথা আমার স্মরণ

পড়িল। তোমার কল্যাণার্থ তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বদাই আছে এবং পরলোকগত হইলে যে আরও বিশেষরূপে থাকিবে তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার কথা আর বিশেষ কি লিখিব, তোমরা সময় সময় গিয়া অবশ্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিবে। এখানে তাঁহাকে পুনরায় দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হয়। আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া তো আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি।

তোমাদের প্রেরিত ফল ও মসলা প্রভৃতি সমস্ত পাইয়াছি এবং পরমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরজীউর সেবায় অর্পণ করিয়াছি। আশ্রমস্থ সকলেই প্রসাদ পাইয়া খুব প্রীত হইয়াছে জানিবে। মসলাগুলি পাইয়া স্ত্রী খুব প্রসন্ন হইয়াছেন। আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল জানিবে। তোমরা বন্ধের সময় এখানে আসিতে ইচ্ছা করিতেছ জানিয়া প্রীত হইলাম। শ্রীভগবৎকৃপায় তোমরা সকলে কুশলে থাক, ইহাই আমার বাঞ্ছনীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১৭৫

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ৮ই পৌষ

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। বস্তুতঃ পাঠ, জপ, ধ্যান ইহাতে যত অধিক সময় লাগাইতে পার ততই মঙ্গল।

অন্য সময় যাহা কিছু সেবার কার্য্য করিতে পার করিবে (মনে মনে নাম জপ করিতে করিতে), তবেই আর অপরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হইবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকিবে না। আর একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে "সুখ-দুঃখ কা কোই নহি দাতা, নিজ নিজ কর্ম্মফল সবকোই ভোগতা।" একটি সংস্কৃত শ্লোকের অবিকল অনুবাদ তুলসাদাসজী এইরূপ করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা মনে থাকিলে অপরের তিরস্কারেও কষ্ট বোধ হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়টিতে এই বিষয় শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন; তাহা পাঠ করিতে পার। অবশ্য এই অধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসই অবলম্বন করিয়াছিলেন; তোমার তাহা প্রয়োজন নাই, ঘরেই ঐ জ্ঞান অভ্যাস করিলে একই ফল পাইতে পারা যায়।

পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পার, কিন্তু তাহার আখ্যায়িকা সকল ভালরূপে বুঝিতে পারা চাই, উল্টা বুঝিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে। দশমস্কন্ধে গোপী-দিগের সহিত যে ভগবান্ রাসক্রীড়া ও বিহারাদি করিয়াছিলেন কোন কোন সম্প্রদায় তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আনন্দের আদর্শ রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ লীলারই ধ্যান করিয়া থাকেন। ইহা তোমাদের আদর্শ নহে। গোপীগণ কামাতুর হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই কাম ভগবদবতারের উপর হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাহা দোষাবহ হইতে পারে নাই,

বরং কামজনিত প্রেমনিবন্ধন ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যানে তাঁহাদের চিত্তের ময়লা ধীরে ধীরে কাটিয়াই গিয়াছিল। ইহাই ভাগবতকার দেখাইয়াছেন, ইহাকে ভজনের আদর্শ করিবার অভিপ্রায়ে নহে ;. ভগবন্মূর্ত্তির মাহাত্ম্যই ইহা দ্বারা প্রশংসা করা হইয়াছে, কাম-জনিত প্রেমের প্রশংসা করা হয় নাই। রাসের সময় তাঁহারা অতি কামজর্জ্জরিতচিত্ত ছিলেন, সুতরাং ভগবানের ভগবত্তাকে বুদ্ধির দ্বারা মাত্র লক্ষ্য করিয়া কামানুকূল নীতি অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; তিনি ভগবান্, অতএব তাঁহার সহিত বিহারে যে অধর্ম্ম হয় না তাহাই তাঁহাদের বলিবার অভিপ্রায়। তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত কলুষিত থাকায় ভগবানের যথার্থ ভগবৎস্বরূপ তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। ভাগবতকার লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগসুখে তাঁহাদের সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল, বিরহ-জনিত কষ্টে সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা যে পাপপুণ্যময় ছিলেন তাহা ভাগবতকার স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাঁহারা যে তৎকালে ভগবৎস্বরূপ যথার্থ অবগত হন নাই তাহা ভগবান্ স্বয়ং ১১ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে বলিয়াছেন। তাঁহারা ভগবৎচিন্তনে ক্রমশঃ পূত হইয়া পরে ভগবৎ-স্বরূপ কিরূপে যথার্থ অবগত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন তাহাও ভাগবতকার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে মথুরা হইতে উদ্ধবকে পাঠান, তিনি গোপীদিগকে তত্ত্ব উপদেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে তত্ত্ব উপদেশ করেন তাহা ১০ম স্কন্ধের ৪৭

অধ্যায়ে ২৬ শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই উপদেশ পাইয়া যে গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া অবগত হইয়া উপকৃত হইলেন তাহা ঐ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে। কিন্তু তখনও তাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই উপদেশ সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারেন নাই। শতবর্ষব্যাপী বিরহকষ্টে যখন তাঁহাদের পাপরাশি ধৌত হইল, তখন প্রভাস ক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ; তখন তিনি তাঁহাদিগকে পূ৲তত্ত্ব উপদেশ করেন। সেই উপদেশ তখন তাঁহারা সম্যক্ ধারণা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। তাহা ১০ম স্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে লিখিত আছে। কেবল গোপিকাদিগকে নহে, নিজ পিতাকেও ৮৫ অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহারও বাৎসল্যবুদ্ধি গিয়া যথার্থ জ্ঞানোদয় হয়। তুমি সেই সকল উপদেশই ধারণা করিতে চেষ্টা করিও। ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের পথ তোমার গুরূপদিষ্ট পথ নহে, ইহা মনে রাখিও। তোমাকে এত কথা লিখিলাম এইজন্য যে ভাগবতগ্রন্থের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যানুসারেই বাঙ্গালার পণ্ডিতসকল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সুতরাং তৎশ্রবণে তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে। নতুবা কেবল মূলের বিশুদ্ধ অনুবাদ পাঠ করিলে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ অতি উপাদেয় সন্দেহ নাই। তাহা পাঠে খুব উপকার হয়। বিষ্ণুপুরাণ একখানা আনাইয়াও পড়িলে ভাল হয়। গীতা প্রভৃতি গ্রন্থও পড়িতে পার। আর নামজপ ও ধ্যান করিতে

করিতে ৩।৪।৫ বৎসরেও মন স্থির হইলে জানিবে খুব শীঘ্র হইল। মন স্থির হয় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ ; বস্তুতঃ মন স্থির করা খুব কঠিন। দীর্ঘকাল নাম করিতে করিতে ও নিষ্পাপভাবে বাস করিতে করিতে এবং সৎশাস্ত্র অবলম্বনে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিষয় মনে মনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে মনের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কমিয়া আসিলে স্থির হইতে আরম্ভ হয়। এই পর্য্যন্তই আমার বক্তব্য, তোমার কল্যাণ হউক ইচ্ছা করি। এখানে অধিক শীত পড়িয়াছে। আমার কোমরের ব্যথা বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র, নতুবা ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী

১৭৬

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২৪শে পৌষ

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমরা কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। যে বৃন্দাবনে আছি, সেই বন রাজকন্যা বৃন্দাদেবীর তপস্যার স্থান। তিনি চির অবিবাহিত থাকিয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণকার কালের লোকের ধারণা হইয়াছে যে পতি না থাকিলে সে স্ত্রীলোক অতি অভাগিনী। ইহা পূর্ব্বে নিয়ম ছিল না। স্ত্রীলোক পূর্ব্বে অনেকে বিবাহিত হয়েন নাই, যেমন বেদবতী ইত্যাদি। অতএব তোমার কন্যাটিকে

তপস্যার আদর্শ শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল বোধ করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭৭

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, মঙ্গলবার

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং তোমাদের বাটীস্থ সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। গোপীচন্দন তোমার নামে ২।১ দিনের মধ্যে পাঠান হইবে। উচ্চ জীবও কখন কখন কাকপ্রভৃতি দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা কোন বিশেষ পাপের ফলে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার উল্লিখিত কাকও এইরূপ হইবে*। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছু নাই।

*এই পত্র যিনি লিখিয়াছেন তাহার এক আত্মীয়ার বাটীতে একটি কাক আসিত; তাহার ব্যবহার বড় আশ্চর্য্যজনক। রোজ মধ্যাহ্নে আসিয়া ডাকিতে থাকিত, খাইতে দিলে খাইয়া তবে যাইত। ইহারা কয়টি বিধবা ভগ্নী মাত্র একত্র থাকিতেন, সংসারে অপর লোক ছিল না। একাদশীর দিনে তাহারা রাঁধিতেন না, একাদশীর দিনে কাকটিও আসিত না। গৃহে শ্রীশ্রীশালগ্রামদেব প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজা পুরোহিতই করিতেন, স্ত্রীলোক বলিয়া নিজেরা পারিতেন না। পুরোহিত কোন কোন দিন বিলম্ব করিয়া আসিতেন, সেদিন কাকটি আসিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেন "আজ এখনও নারায়ণের ভোগ হয় নাই, এখন দিতে পারিব না।" তাহাতে কাকটি উড়িয়া চলিয়া যাইত, খানিকক্ষণ পরে আবার আসিত।

বাণেশ্বরের পূজার দ্রব্য অবশ্য পৃথক্ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক রক্ষা করাই উচিত। সর্ব্বদা নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবৎনাম সাধন করিবে, তাহাতে সব কল্যাণ লাভ করিবে। তোমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

ওঁ হরিঃ

১৭৮

শ্রীবৃন্দাবন, ৩রা ভাদ্র

পরমকল্যাণীয়াসু—

মাই—, তোমার এবং শ্রীমতী—র পত্র পাইয়াছি। দুই গাছি কণ্ঠী মালা এবং কিছু গোপীচন্দন এবং কিছু ব্রজরজ পাঠাইতেছি। গোপীচন্দন কিছু হলুদ রংয়ের, ব্রজরজ সাধারণ মৃত্তিকার মত। তোমরাও আমার মনে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ছিলে। তাহাতেই একত্র থাকিবার কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ভগবদিচ্ছা হইলে পুনরায় দেখা হইতে পারে; পরন্তু এখানকার দেখা যতই অধিক দিনের জন্য হয়, তাহা অল্প সময় বলিয়াই গণ্য, ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইতে নাই। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। এই কণ্ঠী অমনি ধারণ করিতে পার, অথবা ইহা হইতে মালা খুলিয়া পুরাতন কণ্ঠীর মালার সহিত

যোগ করিয়া নূতন সূত্রে গাঁথিয়া ধারণ করিতে পার। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

১৭৯

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন, ২২।৩।৩০

পরমকল্যাণবরেষু—

প্রিয়—, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। চিন্তিত হইও না; আমার দেহপতনের আরও বিলম্ব আছে। পতন অবশ্য হইবে, কিন্তু **তাহাতে তোমাদের পক্ষে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিবে না**। তোমাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীসন্তদাস

অষ্টম অধ্যায়

সার-সঞ্চয়ন

সার-সঞ্চয়ন

(ক)

"শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটির অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক বৃত্তি সকলকে সংযত করিবে। ২য় অঃ ৬২ শ্লোক—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষপজায়তে, সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে"। অতএব বিষয়ের ধ্যান সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে।"

(খ)

"একাদশীর দিনে তোমার এরূপ অসুস্থ শরীরে নিয়মিতরূপে ব্রত আচরণ না করিলে কিছু দোষ হইবে না। তুমি মহাপ্রসাদ পাইতে পার। হবিষ্যান্নও ব্রতের মধ্যে গণ্য। ইহা শাস্ত্র-প্রমাণে দেখা যায়। "নক্তং হবিষ্যং বা"—এইরূপ ব্রতের প্রমাণে আছে আমার মনে হইতেছে। আর পীড়িতাবস্থা আপৎকালই। আপদের সময় নিয়ম রক্ষা না হইলে দোষ হয় না।"

গ)

"যেখানেই থাক নিজে সর্ব্বদা ভগবৎস্মরণ করিয়া কার্য্য করিবে। অন্যের সংসর্গে তাহাদের মতন হইয়া যাহাতে না যাও তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। বরং অপরে তোমার সংসর্গ

লাভ করিয়া পরিবর্ত্তিত হয় এইরূপ বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিবে।”

(ঘ)

“প্রস্তরের বাসনে যদি তৈল, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য লাগিয়া থাকে, তবে ঘুঁটের ছাই দিয়া ভালরূপে ঘষিয়া ঐ স্নেহ উঠাইয়া ফেলিয়া জল দিয়া ধুইয়া নিলেই শুদ্ধ হয়। আমার যতদূর স্মরণ হয় মনুসংহিতায় প্রস্তরের শুদ্ধির নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু ব্যবস্থা নাই।”

(ঙ)

“দেবতা সকল দৃষ্টির দ্বারাই আহার্য্যভোগ গ্রহণ করেন। ইহাই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিতও আছে। দেবতাদিগকে যে ভোগ দেওয়া যায়, তাহা তাঁহারা দৃষ্টির দ্বারা গ্রহণ করাতেই ভোগের দ্রব্য প্রসাদ বলিয়া গণ্য হয়। কোন দেবতা অথবা ঋষি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে মনুষ্যের ন্যায় আহার বিহার করেন। যেমন পুরাণে উল্লিখিত আছে—ভগবান্ নারদ মনুষ্যলোকের আনন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া মনুষ্যদেহ অবলম্বন করিয়া কোন রাজবাটীতে আসিলেন, রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং মনুষ্যের যোগ্য ভোগ্যাদি গ্রহণ করিয়া কিছুকাল আহার বিহার করিলেন; তৎকালে অবশ্য মনুষ্যের ন্যায়ই আহার গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তখনও অন্যত্র কেহ তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজা করিলে যে ভোগ গ্রহণ

করিতেন না তাহা নহে। কিন্তু সেই ভোগ দৃষ্টিদ্বারা দেবরূপে গ্রহণ করিতেন। ইহাই সাধারণ নিয়ম জানিবে। জগদ্‌গুরু ভগবান্ ত তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেনই; তিনি হৃদয়েই আছেন, তবে মনুষ্যভাবে নহে, ইহা কালক্রমে ক্রমশঃ বোধ করিতে পারিবে।"

(চ)

"সনৎসুজাত প্রকরণে (মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে) উল্লিখিত আছে যে ভগবান্ সনৎকুমার নিজে উপদেশ দিয়াছেন যে "ন ত্বরমানেন লভ্যঃ"—বহু শীঘ্র লাভ করিতে যিনি ব্যস্ত হইবেন, তিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারিবেন না, কারণ তাহার চিত্ত অধীর, ভগবান্ সমস্ত কার্য্য তাঁহার নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত সময়ে করেন। তদ্বিষয়ে তিনি বিশ্বাসহীন বলিয়া অধীর হয়েন। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ স্থিরচিত্তে সর্ব্বদা থাকিয়া ভগবৎ ইচ্ছার প্রতীক্ষা করিবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন এই গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে থাকিবেন।"

(ছ)

"অন্তরেও ঠাকুর বসিয়া আছেনই। তাঁহাকে অনুভব করিতে যত্ন কর। বাহ্য পূজা তাহারই সাহায্যের নিমিত্ত ইহা জানিয়া রাখিবে।"

(জ)

"মন যেমনই উদাসীন হউক, জোর করিয়া সংখ্যা রাখিয়া মালায় নাম জপ অবিচ্ছেদে করিবে। প্রাতে দুই ঘণ্টা কাল

করিতে পারিলেই ভাল এবং সায়ংকালেও এইরূপ। ইহাতে মনের উদাসীন ভাব ক্রমশঃ দূর হইবে। তবে তোমার শরীর এখনও অসুস্থ আছে, এই নিমিত্ত মস্তিষ্ক খুব দুর্ব্বল, তন্নিমিত্ত মন স্থির হইতে চাহে না। অধিকক্ষণ ভজন করিতে যদি শরীরে বিশেষ দুর্ব্বলতা বোধ কর তবে কম সময় করিবে।"

(ঝ)

* "তোমার ভ্রাতার নিমিত্ত টাকা আমাকে না বলিয়া নেওয়া যে অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ এই যে নূতন কাপড় আমার নিকট যথেষ্ট ছিল, তাহা পুনরায় খরিদ করা অনর্থক ব্যয়। কারণ আমাকেই তাহা দিতে হইবে। আর যে অসমর্থ হয়, সে নিজে চয়ন করিয়া একটি পুষ্প আনিয়াও দক্ষিণাস্বরূপ দিতে পারে। আমার কাছ থেকে নিয়া আমাকে দান করা কোন ফলোদয় করে না। আর আমার তহবিল হইতে টাকা লইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া নেওয়াই উচিত, জিজ্ঞাসা না করিয়া নেওয়া উচিত নহে।"

(ঞ)

"তুলসী ঠাকুরকে নিবেদন করিতে, "যথোৎপন্নং তথার্পণং" এই প্রমাণ আছে সত্য। কিন্তু তুলসী গাছে উৎপন্ন হইতে পৃষ্ঠ দিক্ নীচে রাখিয়া এবং সমতল দিক্ উপরে রাখিয়া উৎপন্ন

* এই পত্র আমাদের একজন সাধু গুরুভ্রাতাকে লিখিত

হয় ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়। সুতরাং এইরূপেই অর্পণ করা উচিত এবং আমরা করিয়া থাকি। সম্পূর্ণ প্রমাণটি এই :—

"পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদং তৎসমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং।"

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অধোমুখ করিয়া অর্পণ করা দুঃখদ—ইষ্টপ্রদ নহে। তবে শালগ্রামের নিম্নে যে তুলসী দেওয়া যায় তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দিলে পত্রের পৃষ্ঠদেশ নিম্নদিকে থাকে এবং সমতল দেশ শালগ্রামে সংলগ্ন থাকে। ইহাই নিয়ম জানিবে। "তুলস্যাঃ ক্রোড়দেশে" (ইত্যাদি) যে প্রমাণ লিখিয়াছে, তাহা পত্রার্পণ বিষয়ে কিনা তাহা বুঝা যায় না। তদ্বিষয়ক হইলেও শালগ্রামের নিম্নস্থ পত্রের ক্রোড়স্থলেই তিনি থাকেন। কারণ পত্রের পৃষ্ঠের দিক্ নীচে ও সমতল দিক্ সংলগ্ন থাকে। শালগ্রামের উপরে ও নীচে যেরূপ * তুলসী দিতে লিখিলাম তদ্রূপই করিবে।"

(ট)

"কয়েকদিন —র নিকট থাকিতে পার, পরন্তু যখনই দেখিবে যে তোমার চিত্ত বিকারযুক্ত হইতেছে, তথাকার সঙ্গ ভাল নহে, তখনই সাবধান হইবে এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে।"

(ঠ)

"এই সৃষ্টিতে কোন দুইটি বস্তুর শক্তি ঠিক সমান নহে।

---

* অর্থাৎ দুইটিই চিৎ করিয়া; নীচেরটি চিৎ এবং উপরেরটি উপুড় করিয়া নহে।

তোমাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা অন্যে নাই। অন্য কোনও ব্যক্তিকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা তোমাতে নাই; এইরূপ বিভিন্নতা না থাকিলে জগৎই হয় না। আমগাছ যদি বলে আমাকে কাঁঠাল গাছ কেন করিলেন না, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ কথা হয়, তদ্রূপ এক ব্যক্তি যদি বলে অন্য ব্যক্তির শক্তি কেন তাহার হয় না তবে তাহাও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ। যাহাকে যে শক্তি ভগবান্ প্রেরণ করেন, তদ্রূপ কার্য্য আলস্য-বর্জ্জিত হইয়া করিয়া গেলেই কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হইল, তাহাতেই প্রসন্নচিত্ত হওয়া উচিত। লোকে তাহাদের ইচ্ছামত ফলটিও চায়, তাহা বিধাতাপুরুষ তাহাদিগকে দেওয়া উচিত মনে না করিলেই তাহারা বিরক্ত হয়; কিন্তু বাস্তবিক বিধাতা-পুরুষ যাহা দেন, তাহাই তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। এই কথা সাধক ব্যক্তির সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়।”

(ড)

“তোমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর এই ইচ্ছা করি। ব্রহ্মলোকও লোকের মধ্যে, তাহাও সুতরাং সাকার। অন্তিম গোলোক, বৈকুণ্ঠও শ্রুতির ব্রহ্মলোকান্তর্গত। তাহাও সাকার। নিকট প্রত্যেক লোকেও (যেমন এই ভূলোকেও) বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি নামীয় স্থান আছে। তাহা “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ পরে অরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, যাহাকে পরম নির্ব্বাণ মোক্ষ বলে। কিন্তু তৎপর যে কোন দেহধারণ তাঁহাদের

ইচ্ছাধীন, তাঁহারা দেহযুক্ত দেহশূন্য উভয়ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে থাকিতে পারেন ; ভজন করিয়া যাও, ক্রমশঃ এই সকল বিষয় অন্তরে আপনা হইতে প্রকাশ পায়।"

(ঢ)

"শালগ্রাম যাহা পাঠাইয়াছি তাঁহাকে বাসুদেব জানিয়া তদ্রূপেই পূজা করিবে। যেরূপে শ্রীমান্—'র ঘরের ঠাকুরজীর পূজা করিতে ইঁহাকেও তদ্রূপই পূজা করিবে। তিনি বিশ্বাধার ও বিশ্বরূপ ; বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুও তিনিই, অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণও তিনিই। তিনিই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী, অথচ অরূপী, এইরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে।"

(ণ)

"আপন ইষ্টবুদ্ধিতে মহাদেবকে বিল্বপত্র দিবে। তাহাতে কোন বাধা নাই। ভক্তিপূর্ব্বক জল বিল্বপত্রাদি প্রদান করিতে পার। তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্তিবর প্রার্থনা করিবে। তিনি আশুতোষ, শীঘ্র প্রসন্ন হন, কোন ভেদবুদ্ধি করিবে না। তবে লিঙ্গমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবে না এবং লিঙ্গোপরি প্রদত্ত ভোগ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিবে না।"

(ত)

"ঠাকুরসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ তাহা ভালই ; * * * *। যে উনুনে মৎস্য কখন কখন রান্না হয়, তাহা লেপিয়া পুঁছিয়া

লইয়া নিরামিষ ভোগ রান্না হয় লিখিয়াছ, কিন্তু যদি একেবারে পৃথক্ উনুন আমিষের জন্য করিয়া লইতে পার, তবে তাহাই ভাল। যদি একান্ত পৃথক্ উনুন করিতে স্থানাভাব হয়, তবে অগত্যায় এখন যেরূপ করিতেছ, সেইরূপই করিবে।"

(থ)

"সাধ্যমত চেষ্টা কর, তাহাতেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। যাহা তোমার সাধ্য নয় তাহা করিতে না পারিবার দরুণ তিনি অপ্রসন্ন হইবেন না। তাঁহার কৃপায় তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় ও তুমি কৃতকার্য্য হও এই আমি ইচ্ছা করি।"

(দ)

"যে স্থানে পরনিন্দা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী ও এইরূপ লোকের নিন্দা হয়, সেইস্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইবে।"

(ধ)

"* * * তথায় উপদেশ মত ভজন কর, তাহাতেই কল্যাণ লাভ করিবে। আর গুরুজন, অতিথি ও পরিজনের সেবা ভগবৎসেবা; ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে এই সকল সেবার কার্য্য করিলে জপাদিসাধন অপেক্ষা শীঘ্র ভগবৎ-প্রসন্নতা লাভ করা যায় জানিবে।"

(ন)

"শরীরে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলজনক নহে ; * * *। অতএব সাপ দেখিয়া যেমন লোকে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ শরীরের বিকার অথবা বিকারের হেতু সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলেই ভীতচিত্তে তাহা পরিহার পূর্ব্বক সাধক আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। এইরূপ যিনি করেন তাহাকে ভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করেন এবং বিকার হইতেও তাহাকে শীঘ্রই মুক্ত করেন।"

(প)

"* * *দিনের বেলা আহারের পর ঘুমাইতে পুনরায় অভ্যাস হইতেছে। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি লিখিব ? বহুবার পূর্ব্বে বলিয়াছি যদি জাগ্রত থাকিতে পার ত ভাল ; না পার শুইয়া পড়িবে ইহাতে আমি আর কি বলিব ? তবে অন্ততঃ যত কম সময় নিদ্রা হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

(ফ)

"* * * যেরূপ বুদ্ধি পাইয়াছ, সাধ্যমত তাহা পরিচালনা করিয়া অধ্যয়ন, ভজন ও সেবাকার্য্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। আমার কিছু হইল না, আমার কিছু হইল না এই বলিয়া সর্ব্বদা "হা হতোঽস্মি" করিলে তমোবৃত্তিরই বৃদ্ধি ঘটিবে। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের ফল ভগবানের হাতে আছে এবং ইহা তোমার ইচ্ছাধীন মোটেই নহে জানিয়া সন্তোষ অবলম্বন কর। ইহাই সন্তোষ লাভ করিবার রাস্তা। "হা হতোঽস্মি"

করিলে সেই সন্তোষ দূরে পলায়ন করে। পত্রলিখিত কথাগুলি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তাহার ভাব ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে।"

(ব)

"যাহারা অতি ব্যস্ত, রাতারাতিই ভগবদ্দর্শন করিয়া লইতে চায়, তাহাদের বহু বিলম্ব ঘটে।"

(ভ)

"ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত ছয়টি সূক্ষ্ম নাড়ীচক্র (nerve centres) আছে। প্রাণবায়ু সাধারণতঃ তিনটি নাড়ীর ভিতর দিয়া শরীরে প্রবাহিত হয়। ইহাদিগের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। তন্মধ্যে সাধারণতঃ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়। ইড়াতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন বাম নাসাপুট দিয়া এবং পিঙ্গলাতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হয় তখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু প্রবিষ্ট ও নির্গত হয়। এক নাসাপুট হইতে অন্য নাসাপুটে নিশ্বাসের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইবার সময় অল্পকালের জন্য সুষুম্নার ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট হয়। সাধন ফলে সুষুম্নাপথ পরিষ্কৃত হইয়া খুলিয়া যায়; তখন সাধন কালে সেই সুষুম্নাপথ, যাহা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া আভ্যন্তরিক তড়িৎশক্তিকে জাগরিত করিয়া পরিচালন করিলে ঐ ষট্‌চক্রভেদ করিয়া তাহা ক্রমশঃ গমন করে, ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। ইহা ভজন শক্তি।"

(ম)

"অসুস্থাবস্থায় মস্তিষ্ক দুর্ব্বল থাকে ; তজ্জন্য কামক্রোধাদি বৃত্তি উত্তেজিত সহজে হয় এবং তাহা দমন করা কঠিন হয়। যাহা হউক ক্রমশঃ তোমার বৃত্তিসকল শান্ত হইবে, একেবারে হইবে না ; কিন্তু সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, অলস হইয়া বসিলেই মন অবসর পাইয়া নানাদিকে ধাবিত হয়। দীর্ঘকালের চেষ্টায় ক্রমশঃ মন স্থির হইবে, সহজে নয়। কিন্তু মন স্থির হউক না হউক, নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রতিদিন নাম জপ যথাসাধ্য করিবে, অন্য সময় সেবাকার্য্যে ও অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবে।"

(য)

"তোমার এই পাঠ্যাবস্থা ব্রহ্মচর্য্যের সময়। এই সময় স্বপাক ভোজন করাই শ্রেয়স্কর। তাহাতে অনেক পরিমাণে মন শুদ্ধ হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং কামরিপু সংযত থাকে। অতএব সুবিধা হইলে এবং শরীর অসুস্থ না থাকিলে স্বপাক খাইতে চেষ্টা করিবে।"

(র)

"মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ প্রভৃতি সকলকে জানান উচিত নহে, কেবল সম্প্রদায়ের সকলকে হস্তলিপি পুস্তকে নকল করিয়া দেওয়া হয়।"

(ল

"অনন্ত জীবান্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম ; তিনি অনন্ত শক্তিমান্, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, তুমি আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই এই নানা-রূপে ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাই সার সত্য জানিবে। শ্রুতি স্বয়ং এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সকলে এক বাক্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা অনুভব করিতে সদা যত্ন করিবে। এই যত্নে সকল ঋষিকুল তোমার সহায়কারী হইবেন।"
